

প্লাবন

[সামাজিক নাটক]

শ্রীরজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ
নট্ট কোম্পানির দলে অভিনীত

কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
১০৫ রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬

[সর্বস্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশক - শ্রীকান্তপ্রিয় চন্দ্র ধর
কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
১০৫, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬

ঘটনার ইঙ্গিত !

ভাষার পিরামিড !!

শ্রী ব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি প্রণীত

দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটক

ধুলার স্বর্গ

[সত্যস্বর অপেরার কোহিনূর-মণি]

ঐতিহাসের সেই ছোট কথাটি কেউ ভোলে নাই;...আমার কাছে আপনি কিরূপ ব্যবহার আশা করেন? “উত্তর আসিল,—“রাজার প্রতি রাজার ব্যবহার।” প্রশ্নকর্তা গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডার, আর উত্তর দাতা? এই ভারতেরই এক নগ্না রাজা,—বিতস্তার ভীরে তার ধুলার স্বর্গ। সবাই যখন গ্রীক সম্রাটের পায়ের তলায় মাথা নোয়াইল, পুরা তখন সিংহের মত গর্জন করিয়া উঠিল,—
“মাথা দেব, তবু না-টি দেব না।”

তারপর?

বড় ছেলে তারই হুরে হুর মিলায়। অপদার্থ ছোট ছেলে দেশের গান লেখে,—তক্ষণীলার পাগলী মেয়ে সে গানে হুর দেয়, সবাইকে ডেকে বলে,—“উজ্জ্বল জাগ্রত।” যুদ্ধ বাধে, রক্তে বিতস্তা লাল হয়ে যায়। পুরু হলে বন্দী, কবি হল নিহত, আর তক্ষণীলার এলোকেনী মেয়ে কবির কণ্ঠে বরমালা পরিয়ে দিয়ে বলে,—“তুমি জন্ম।”
মূল্য ২.৭৫ টাকা।

প্রিন্টার- কে, সি, ধর
ধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৩২৭, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৫



নট কোম্পানির প্রগতিশীল স্বত্বাধিকারী

পরম-স্নেহভাজন শ্রীমাখন লাল নট

চিরঞ্জীবেষু—

প্রস্থকার।

—প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নূতন নূতন নাটক—

শয়তানের চর শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত
অধিকা নাট্য কোম্পানিতে অভিনীত
ঐতিহাসিক নাটক। কে শয়তানের চর? চণ্ডীপ্রসাদ, প্রাণবল্লভ
কানন না বেণী পণ্ডিত? বাধর খাঁর সঙ্গে পাঠকও খুঁজিয়া খুঁজিয়া
হয়রাণ হইবেন। এলোকেশী পাগলী মেয়ে টগরকে যদি দেখিতে চান,
বসির খাঁর মহত্বে যদি অবগাহন করিতে চান, দম্মাহন্তে সর্বস্বারা গামছা
পর্য্যাপ্তাভ্যুপভিত্তির আলাপ শুনিয়া হাসিয়া যদি খুন হইতে চান,—পাঠ
করুন রহস্তধন নাটক এই শয়তানের চর। মূল্য ২.৭৫ টাকা।

যাদের দেখেনা কেউ শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ,
বি-টি, প্রণীত। নবরঞ্জন
অপেরায় অভিনীত। কাল্পনিক নাটক। বস্তীর মাহুস যারা—পেটে যাদের
ভাত নেই, পরণে নেই কাপড়—যম যাদের নিত্য অতিথি, যারা রাজ
ভাণ্ডারে সর্বস্ব চেণে দেয়, কিন্তু পায় শুধু কশাঘাত, তাদেরই কান্না বরা
কাহিনী! অভাবের জ্বালায় বস্তীর মাহুস গোকুল যাকে বিলিয়ে দিলে,
কোথায় গেল তার সে ভাই? একদিকে তার রাজসিংহাসন, অন্যদিকে
বস্তির ডাক!! বস্তীতে আর রাজপ্রাসাদে সজ্জব, ভগ্নীঅন্ত-প্রাণ গৌতমের
আত্মবলি, জনতার জয়—পশুশক্তির পরাভব! এমনি পাঁচ ফুলের অপূর্ণ
সাজি “যাদের দেখেনা কেউ।” মূল্য ২.৭৫ টাকা।

অগ্নি-সংস্কার শ্রীগৌরচন্দ্র ভট্ট প্রণীত। নট-কোম্পানির দলে
অভিনীত। ঐতিহাসিক নাটক। সুখ দুঃখ—
হাসি কান্না ও হিংসা প্রেমের সংঘর্ষের জীবন্ত আলোচনা। হিংসা আর
দুঃখে সূচনা—হাসি আর কান্নার সমাপ্ত। কোচবিহারের রাজা লক্ষ্মী-
নারায়ণের নিষ্ঠুরতার দেশব্যাপী হাহাকার। পত্নী পুত্র ভ্রমে সেনাপতি
ধরমসিংহের পত্নীপুত্রকে নিধন। রাতের অন্ধকারে অশ্রুসজল চক্ষে শিশু-
পুত্র দেবতাকে বুকে নিয়ে সত্যবতীর দেশত্যাগ। লক্ষ্মীনারায়ণের চিরশত্রু
রাজা শ্রিয়নাথের সাহায্যে দেবতার বীরত্ব প্রচার ও কোচবিহার অভিযান।
কারাগারে দুঃখের অনলে দেবতা কর্তৃক পিতা লক্ষ্মীনারায়ণের চিত্তের
সংস্কার। মোগল বাদশার সেনাপতি মানসিংহ কর্তৃক শ্রিয়নাথ ও লক্ষ্মী
নারায়ণের মুহূর্ত বদন। পুত্রশোকানলে ইন্দ্রাণীর অগ্নি-সংস্কার।
মূল্য ২.৭৫ টাকা। পত্নীকেবল মেয়ে (গৌরচন্দ্র ভট্ট) মূল্য ২.৭৫

ভূমিকা

যাত্রাভিনয়ে অবিমিশ্র সামাজিক নাটক পরিবেশন করা যায় কি না, এর আগে একবার আমি তা পরীক্ষা করে ফল পেয়েছি। “প্লাবন” নাটকে আর একবার পরীক্ষা করে দেখলাম, — দশ বছরের মধ্যে যাত্রাসিকদের রুচির অভূতপূর্ব পরিবর্তন হয়েছে। আজ আর যাত্রার আসরে পোষাক নাচ আর গানের বাহ্যিক অপরিহার্য নয়। মূলতঃ অশিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিতের জন্তই যাত্রাভিনয় এই যাদের ধারণা, তাঁদের আজ দেখাবার উপায় নেই যে ছেঁড়া চটের উপর বসেও সাজসজ্জা বিহীন গান বাজনা বর্জিত প্রায় সামাজিক নাটক দর্শকেরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দেখে যদিও তার মধ্যে না আছে রং তামাশা, না আছে দেশাত্মবোধের উষ্ণতা। এই হিসাবে “প্লাবন” নাটক যাত্রাভিনয়ের ক্ষেত্রে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

এই দুঃসাহসিক অভিনয়ে আমার সঙ্গী ছিলেন নট কোম্পানির সহস্বাধিকারী শ্রীমান মাধন নট ও যাত্রাভিনেতার “গুরুমশাই” সূর্য্য দত্ত। এঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। ইতি—

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে।

— প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নূতন নূতন নাটক —

সোনার গাঁ শ্রীগৌরচন্দ্র ভড়ের আর একখানি নবরসের খনি।
নব রঙ্গন অপেরায় অভিনীত। ঐতিহাসিক নাটক।

চন্দ্রদ পাঠানের সঙ্গে তুমুল সংঘর্ষে বঙ্গ গৌরব সোনার গাঁর অধিপতি কালিদাস গজদানীর মৃত্যু—নিয়তির নিষ্ঠুর খেলায় যুবরাজ ঈশা খাঁর ক্রীতদাসত্ব—তারপর? সংসার চক্রনেমির আবর্তনে পাঠানের গৌরব রবি-অস্ত যায়—মোগল সাম্রাজ্যের বিজয় নিশান ভারতের মাটিতে প্রোথিত হয়। ঈশা খাঁর বাহুবলে সোনার গাঁয়ে সোনা ফলে, বাঙ্গালী রাজা মোগলের শৃঙ্খল ছিন্ন করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বস্তার মত ছুটে এল বাদশাহী ফৌজ—রক্তের প্রাবল বয়ে গেল বাঙ্গলার শ্রামল মাটিতে। বিজয় মালা কণ্ঠে ধারণ করে বাঙ্গালী ফৌজ সগর্বে বিশ্ববাসীর কাছে প্রমাণ করলে,—“মাহুষ আমরা নহি ত’ মেঘ” মূল্য ২.৭৫ টাকা।

উপেক্ষিতা ব্রজেনবাবুর বিশ্বয়কর নাট্যাবদান। যুগান্তর বলেন ব্রজেন্দ্রবাবু একটি আদর্শ যাত্রা নাটক উপহার দিতে পেরেছেন। কাশীরাজকন্যা অম্বার শোকাবহ জীবননাট্যের মন্থস্পর্শী স্বদনিকা। দেবব্রত ভীষ্মদেবের সত্যরক্ষায় সর্বস্ব তাগ, সত্যরক্ষার জন্য গুরু পরশুরামের আদেশ লঙ্ঘন, শিশোর হস্তে গুরু পরাজয়ের আনন্দ, অগ্নিকুণ্ডে অম্বার দেহতাগ! ভ্রাতৃবৎসল বিচিত্রবীর্ষা, সরলপ্রাণ দাশরাজ, মাতৃনামের মহাসাধক ভীষ্ম, নর নারায়ণ পরশুরাম, মুখরা মেয়ে অম্বিকা আর অন্তঃসারশূল শালরাজ সবাই মিলে কি সুন্দর নাট্যসম্ভার সৃষ্টি করেছে, পড়িয়া তপ্ত হন। মূল্য ২.৭৫ টাকা।

সোরাব রুস্তম শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত।
অম্বিকা নাট্য কোম্পানির বিজয়-বৈজয়ন্তী।

দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটক। পারস্তবীর দিগ্বিজয়ী রুস্তমের বৈচিত্র্যময় জীবনের আলোচনা, পিতৃ-দর্শনাভিলাষী বীর সোরাবের পিতার হস্তে নিধন, কবরের দ্বারদেশে পিতাপুত্রের পরিচয়। রাজকন্যা সুমুর, রুস্তম পুত্র কুরম, ভাগ্যহীনা ফাতিমা ও তাহমিনা, বিড়ম্বিত রুস্তম ও জাল, সবাই মিলিয়া কি অশ্রু-তাজমহল রচনা করিয়াছে, যদি দেখিয়া থাকেন, মিলাইয়া নিন। মূল্য ২.৭৫ টাকা।

পরিচয়

—পুরুষ—

অগ্নিবরণ রায়	রতন গায়ের রাজা।
গোবর্দ্ধন	দেওয়ান।
সিদ্ধেশ্বর	নায়েব।
ভজন সিং	পাইক।
বিহাং	Prophet boy	65	রাজার বন্ধু পুত্র।
গোরা	Px 8	65	সিদ্ধেশ্বরের ভ্রাতৃপুত্র।
ভাছ	সিদ্ধেশ্বরের পুত্র।
বিনোদ	বিড়িওয়ালা।
সিরাজ	চাষী।
✓ আদম	ঐ পুত্র।
✓ হর্দম খাঁ	সমাজ বিরোধী ব্যক্তি।
✓ বাঘাস্বর চুড়ামণি	ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
চণ্ডীপাল	কুস্তকার।

কবি, জেলার, যুবকগণ।

—স্ত্রী—

বিষ্ণুপ্রিয়া	রাণী।
শ্যামা	রাজকন্যা।
জিন্নং	সিরাজের মেয়ে।
শঙ্করা	সিদ্ধেশ্বরের স্ত্রী।

—প্রসিদ্ধ সাত্রাহলে অভিনীত নূতন নূতন নাটক—

কবরের কান্না

শ্রীকানাই লাল নাথ প্রণীত। আর্ঘ্য অপেরার বিজয় বৈজয়ন্তী। ঐতিহাসিক নাটক। লক্ষ দর্শকের অংশসা মুখর। সেলিম ও মেহের প্রণয়। আকবর কর্তৃক বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান। সিপাহীশালার শের আফগানের সহিত মেহেরউদ্দিনসার বিবাহ। শেরের বাংলার সুবাদারী লাভ। শাহাজাদা সেলিমের জাহাঙ্গীর নাম ধারণ ও ভারত সিংহাসনে আরোহণ। রূপবতী মেহের উদ্দিনসার লোভে ভীষণ ষড়যন্ত্র। মেহের উদ্দিনসার বিশ্বাসঘাতকতায় শের আফগানের শোচনীয় মৃত্যু। মাটিতে স্বামীর কবর রচনা করিয়া মেহের উদ্দিনসার দিল্লী যাত্রা। নূরজাহান [জগতের আলো] নাম ধারণ করিয়া ভারত সাম্রাজ্যের আসন লাভ। বাংলার মাটিতে কবরের তলায় শের আফগানের করুন বিলাপ। “মেহের হামারা মেহের হামারা।”
মূল্য ২.৭৫ টাকা।

ছিন্নতার

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত। অম্বিকা নাট্য কোম্পানির বশের হিমালয়। দেশাত্তবোধক ঐতিহাসিক নাটক। দুর্দর্শ মারাঠারাজ শিবাজীর সহিত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের লোমহর্ষণ যুদ্ধ। তেজস্বিনী রাণী সাবিত্রীবাদে, মাতৃভক্ত যুবরাজ কিশোর, শয়তান মাথুজী, ভাগ্যহীনা কুন্তলী আর রাজষি শিবাজী—এই পাঁচ কূলে কি অপূর্ণ সাজি প্রস্তুত হইয়াছে, দেখিয়া তৃপ্ত হউন।
মূল্য ২.৭৫ টাকা।

গরীবের মেয়ে

শ্রীগোবিন্দ ভট্ট প্রণীত। অম্বিকা নাট্য কোম্পানিতে অভিনীত। রামায়ণের ঐতিহাসিক নাটক। জনহুখিনী সীতারমতই এযুগের আর একটি সীতার করুণ কাহিনী রাজপুত্র থাকে প্রাসাদে, গরীবের মেয়ে থাকে কুটীরে। প্রজাপতি সম্বন্ধ অপূর্ণ ভাষার রূপায়িত গড়ে তুললেন, মাহুষ দিল ভেঙ্গে। কনিষ্ঠ রাজ কুমার জুড়ে দিল ছিন্নতার। অলক্ষ্যে হাসল নিঃশব্দ নিয়তি। তারপর ? নীলকণ্ঠের ষড়যন্ত্র, কঙ্করের পত্নীত্যাগ, মহারাণীর নিষ্ফল প্রতিরোধ। বয়ে গেল অশ্রুর বস্তা, মাটির বুকে আঁকা রইল রক্তের আলপনা। গরীবের মেয়ে কলির সীতা কোথায় গেল ? প্রাসাদে না পাতালে ?
মূল্য ২.৭৫ টাকা।

প্লাবন

N.B.A.

প্রথম অঙ্ক

Acc. No. 4609

Date 7.8.91

প্রথম দৃশ্য

Item No. 12/13 3052

পথ। Don. by

[নেপথ্যে পূজার ঢাক বাজিতেছিল। অন্তরিক্তে গ্রামবাসীদের
আন্তরিকতা শুনা যাইতেছিল—“প্লাবন প্লাবন,
রক্ষা কর, সব তলিয়ে গেল।”]

গীতকণ্ঠে ভীত পলায়িত দরিদ্র চাষীদের প্রবেশ।

চাষীগণ।

গীত।

ওরে ওই প্লাবন এলো, পালিয়ে চল।

নদীনালা আসছে তেড়ে দিন পেয়েছে ঝড় বাদল।

ভেসে গেছে ছাগল গাই,

বিল্ডি ব্যাসাৎ কিছুই নাই,

তলিয়ে গেছে ধানের ক্ষেত হুটী গেল রসাতল।

আসছে যে মা গজ্ঞে চেপে,

আকাশ গাঙ তাই গেছে ক্ষেপে,

ও হুগ্গা মা তুমি ছাড়া দুঃখী জনার কি স্বপ্ন?

মুকুন্দ। একি হ'ল তালুই, একি হ'ল? কাল বাদে পরন্ত

মা হুগ্গার পূজো, আর আজ আমাদের এ সর্বনাশ হ'ল?

বগলা। সব মায়ের পরীক্ষা মুকুন্দ।

মুকুন্দ । একি সর্ব্বনেশে পরীক্ষা তালুই ? আমার যে সর্ব্বস্ব তলিয়ে গেল । গেল সনের মরাই ভরা ধান, গরু বাছুর মায় আটচালা পর্য্যন্ত কোথায় ভেসে গেছে ঠিক ঠিকানা নেই । হায় হায়, আমি এখন করব কি ?

বগলা । ধৈর্য্য ধর মুকুন্দ, অস্থির হস্নে । সব মায়ের পরীক্ষা ।

ফেলা । তোমার আর বলতে আটকাচ্ছে কিসে ? এক কড়া জমি নেই যে জলে তলিয়ে যাবে । একখানা কুঁড়ে ঘর নেই যে বজ্রায় ভেসে যাবে । জরু গরু ত সব কবেই খেয়ে ফেলেছ । সর্ব্বনাশ যা হবার আমাদেরই হ'ল । হু'শো মগ পাট ঘর ভক্তি করে রেখেছিলাম; সব এলোকেশীর জলে অচিন হয়ে গেল । হায়রে আমার পাট !

মুকুন্দ । হায়রে আমার ধান !

ফেলা । পাটের সঙ্গে ধান মেশাস্ নি বলছি । ভাল হবে না বলে দিচ্ছি ।

বগলা । স্থির হও, ধৈর্য্য ধারণ কর, সব মায়ের পরীক্ষা । যা গেছে গেছে, আরও যা আছে সব যাক্, শুধু ভক্তি করে মাকে ডাক,—দেখবি বজ্রায় জল এখনি সরে যাবে ।

সকলে । মা ! মা !

গীতকণ্ঠে কবির প্রবেশ ।

কবি ।

গীত :

শিশু ত আর নয়রে তোরা ডাকিস্ কেন মায় ?
বুক ফুলিরে সোজা হ'য়ে দাঁড়া আপন পায় !
লমটা বাড়ী ভেসে গেছে, বিশটা আছে বাড়ী,
বা ছুটে বা মরবি কেন, চালের তলার দাঁড়া,

দেখ দেখি কার প্রাসাদ খালি,

ওঠনা ঠেলে,—নাই স্থালি,

না না বলে কাঁদিসনে আর দুর্ব্বলেরেই বাবে পার!

মুকুন্দ। যাও কবি যাও, এখন আর গান ফান ভাল লাগে না। বত্ৰায় বাড়ী ঘর ক্ষেত খামার তলিয়ে গেল, আর তুমি এসেছ গান শোনাতে? কি বলতে চাও তুমি?

কবি। কেন এল বত্ৰা? কেন ভেসে গেল গরীবের ঘরবাড়ী? দশ বছর ধরে চেষ্টিয়ে আমাদের মুখে রক্ত উঠে গেল, তবু রাজা বাহাদুর বীধ বেঁধে দিলে না কেন? এলোকেশীর বীধ বাধানোর জন্তে গলায় সাঁড়াশী দিয়ে আমাদের কাছ থেকে খাজনা নিয়েছে। কোথায় সে বীধ? জিজ্ঞেস করো রাজা বাহাদুরকে কেন বীধ কাটানো হয় নি? জবাব যদি না পাই, মাথা ভাঙ্গব রাজা বাহাদুরের। আয় চলে আয়।

[প্রস্থান।

সকলে। বন্ধ পাগল।

[প্রস্থান।

জিন্নতের প্রবেশ।

জিন্নৎ। এখনও ত দাদা তার ছলুভাইকে নিয়ে এল না। বাপজান, বাপজান,—কোথায় গেল বল দেখি। কারও সাড়া শব্দ নেই? আমাকে যে বলে দিলে, কালীতলার মোড়ে এসে দাঁড়াতে। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, কেউ এল না। বাড়ীঘর তলিয়ে গেছে, পথঘাট চিনি না। সন্ধ্যা হ'য়ে গেল। সবাই ছুটে পালাচ্ছে, আমি কি করব? যেতেও পারছি না, দাঁড়াতেও ভয়সা হচ্ছে না,—দাদা,—দাদা, বাবাই বা কোথায় গেল?

হৃদম খাঁর প্রবেশ ।

হৃদম । কে তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ ? শীগ্গির চলে এস ।

জিন্নৎ । কোথায় যাবো ?

হৃদম । নোকোর ।

জিন্নৎ । কার নোকো ?

হৃদম । যারই হক্ না । তুমি এস না । বলি বাঁচতে হবে ত ?

জিন্নৎ । আর বাঁচতে হবে না, কাউকে বাঁচতে হবে না
খোদা যখন গরীবের উপর এমনি নির্যাতন কচ্ছেন, তখন পালিয়েও
আর রক্ষে নেই ।

হৃদম । আরে দূর, দেখছ না । এলোকেশী থাবা তুলে এগিয়ে
আসছে যে । ~~হিস না~~ কার মেয়ে তুমি ?

জিন্নৎ । আমার বাপ সিরাজ মিঞা ।

হৃদম । তাই বল । তবে ত তুমি আমাদের আত্মীয় ।

জিন্নৎ । আপনি কে ?

হৃদম । আমার নাম হৃদম খাঁ ! তোমার বাবা হচ্ছে আমার
মামাত ভাইয়ের তালুই । দেখ দেখি, এত আপনায়জন তুমি,
তোমাকে আমি চিনতে পারলুম না । আমার যে গালে মুখে চড়াতে
ইচ্ছে হচ্ছে । চলে এস, চলে এস ।

জিন্নৎ । আমি যাব না । আপনি যান ।

হৃদম । তোমাকে ফেলে আমি বাই কি ক'রে ?

জিন্নৎ । না যান মক্ৰন । বাবা আমার এইখানেই দাঁড়িয়ে
ধাক্কাতে বলেছেন বাবা না এলে আমি নড়ব না ।

হৃদম । আরে তোমার বাবাকে যে রাজা বাহাছরের লোকেরা
থরে নিয়ে গেল ।

জিন্নঃ। কেন? কেন?

হর্দম। কেন আবার? খাজনার দায়ে।

জিন্নঃ। খাজনা? বানের জলে সব তলিয়ে গেল, মানুষগুলো ভস্তু জানোয়ারের মত প্রাণের ভয়ে ছুটোছুটি কচ্ছে, তবু গলার সাঁড়াশী দিয়ে রাজার খাজনা আদায় করবে? দেশে কি মানুষ নেই? কেউ এর প্রতিকার করবে না?

হর্দম। দাঁড়াও না। আগে তোমাকে নিরাপদে রেখে আসি, তারপর দেখব, কেমন ক'রে ওরা তোমার বাপকে নিয়ে যায়। পাইক ব্যাটাদের যদি আমি মাথা ফাটিয়ে এলোকেশীর জলে ফেলে না দিয়েছি ত আমি মুসলমানের ছেলে নই। এস।

জিন্নঃ। বলছি ত আমি যাব না।

হর্দম। যাবে না বললে আমি গুনব কেন? একটা ত ধর্ম আছে?

জিন্নঃ। ধর্ম আমারও আছে খাঁ সাহেব। আমার খসম আমায় নিয়ে যেতে এসেছিল। জরে তার গা পুড়ে যাচ্ছে দেখে এসেছি। দাদা তাকে ভেলায় ক'রে নিয়ে আসছে। তারা এলে আমি তাদের সঙ্গেই যাবো।

হর্দম। ততক্ষণে বান এসে পড়বে যে।

জিন্নঃ। আশুক, তবু আমি যাব না।

হর্দম। যাবে না বললেই হ'ল? আমি আপনজন হ'য়ে তোমার ফেলে চলে যাব, তাকি হয়? তোমারি ভালর জন্তে তোমাকে আমি টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাব।

জিন্নঃ। কেন বল ত খাঁ সাহেব? আমার মুখখানা স্তম্ভর দেখেছ বুঝি?

হর্দম। আরে হিঃ।

জিন্নং। চাষীদের আজ চরম ছদ্দিন। যার যা সম্বল ছিল সবই এলোকেলী গ্রাস করেছে। পণ্ডর সঙ্গে মাহুঘের আজ আর কোন তফাৎ নেই। হিন্দুর ভগবান, মুসলমানের আল্লা—সবাই মুখ ফিরিয়েছেন। মরণ এসে যাদের শিয়রে দাঁড়িয়েছে, তাদের রক্ষা করতে একথানা হাত তুলতে পারলে না, এসেছ এই মৃত্যুর ভয়াল তাণ্ডবদলীলার মাঝখানে রূপের সেবা করতে? কিন্তু বড় শক্ত মাটিতে এসেছ মিঞা। এ মাটি ধসবে, তবু ফাটবে না।

হর্দম। না ফাটলে কি চলে পিয়ারি? এর ওবুধ আমার জানা আছে। [হাত ধরিল]

গোরা আসিয়া তাহার গলদেশ ধারণ করিল।

হর্দম। কোন্ ব্যাটারে?

গোরা। হাত ছাড়, হাত ছাড় বলছি। ছাড়বে না? [হর্দমের হাতের উপর মুঠোঘাত করিয়া তাহাকে গলা ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল।]

হর্দম। ওরে বাবা।

গোরা। শুণ্ডামির আর জায়গা পাওনি? [প্রহার]

হর্দম। আরে বাপ্!

গোরা। লুচ্চামির আর সময় ছিল না? মাহুঘের সর্বনাশ হ'লে গেল, শত শত লোক গৃহহারা হ'লে চোখের জল ফেলতে ফেলতে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটছে, আর তুমি এসেছ রূপসীর সন্ধানে? [প্রহার]

হর্দম। ইয়া আল্লা।

গোরা । চূপ, আল্লার নাম করলে তোকে আমি খুন করব ।
জিন্নৎ । থাক থাক, যেতে দিন । খুন খারাপিতে কাজ নেই ।
হর্দম । আমি যদি তোকে বাড়ীর কাছে পাই, তাহলে তোর
মাথাটা খড় থেকে নামিয়ে দেব, তবেই আমার নাম হর্দম খাঁ ।
জিন্নৎ । হর্দম খাঁ !

গোরা । তুমিই বিখ্যাত গুপ্তা হর্দম খাঁ ? খুনের মামলার তোমার
না বিচার হচ্ছে ? জামীনে খালাস আছ বুঝি ? [গলায় হাত দিয়া]
বেরো, বেরো বলছি । [ধাক্কা দিল, হর্দম খাঁ দূরে ছিটকাইয়া
পড়িল]

হর্দম । আচ্ছ, তাহলে ফের দেখা হবে । আদাব ।

[প্রস্থান ।

গোরা । কার মেয়ে তুমি ?

জিন্নৎ । আমার বাবার নাম সিরাজ মিঞা ।

গোরা । এক! এক! যাচ্ছ কোথায় ? তোমার কি কেউ নেই ?

জিন্নৎ । সবাই আছে ভাই ! বাপের বাড়ী নাইহর এসেছিলাম ।
স্বামী আমার নিয়ে যেতে এসে জরে বেহীস হয়ে আছে । এর মধ্যে
এল বক্তা । দাদা তার ছলুভাইকে ভেলার ক'রে নিয়ে আসছে ।
বাবা আমার এখানে দাঁড় করিয়ে রেখে ওদের খোঁজে চলে গেছে ।
কেউ আসছে না, আমিও যেতে পাচ্ছি না । সন্ধ্যা হ'য়ে এল,
কেন এখনও এলো না ?

গোরা । এক! এক! তুমি এখানে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে ?

জিন্নৎ । বতরুণ ওরা না আসে ।

গোরা । ওদের আসতে যদি দেরী হয় ?

জিন্নৎ । তবু আমি দাঁড়িয়ে থাকব ।

গোরা। আর শুভাটা এসে তোমার মুখে কাপড় দিয়ে ধরে নিয়ে যাক + ~~এই~~ - ~~এই~~ - ~~এই~~ -

জিন্নং। যায় যাক, কি আর করব?

গোরা। এত নির্বোধ না হলে, তোমাদের এ দুর্দশা হবে কেন? গলার সাঁড়াশী দিয়ে রাজাবাহার দিনের পর দিন খাজনা নিয়ে যাচ্ছে, পুজোয়, পার্বণে, বিবাহে, অন্নপ্রাশনে গালে চড় দিয়ে নজর আদায় কচ্ছে, তবু এলোকেশীর বাধ বাধা হল না, ছোটো ভাল পুকুর কাটা হল না? বর্ষাকালে রাস্তাঘাটে নদী বয়ে যায়। তোমরা মরবে না ত মরবে কে? কিন্তু আমি এখন কি করি? ওদের উদ্ধারে যাবো না তোমাকে আগ্লাম?

জিন্নং। আমাকে আগলাতে হবে না। আপনি যান।

গোরা। তোমার বাপটাই বা কি রকম? এত বড় সোমন্ত মেয়েকে একা রেখে কাঁধা বালিশ আনতে গেল?

জিন্নং। কাঁধা বালিশ আনতে নয়। জামাইকে আনতে।

গোরা। জামাই মরুক। ~~এই~~ - ~~এই~~ - ~~এই~~ -

জিন্নং। যা' তা' বলবেন না। যান, চ'লে যান। কে ডেকেছে আপনাকে? কেন এসেছেন আপনি আমাদের উদ্ধার করতে?

গোরা। মাথায় পেনকা আছে কিনা, তাই এসেছি। নইলে তোমরা মরে গেলে আমার কি? সে কোন্ সত্যযুগে এই মাটিতে আমি জন্মেছিলাম। জন্মেই বাপ মা দু'জনকে খেয়েছি। মামার বাড়ীতে স্নেহেই ছিলাম। যে মাটির শত্রু আমি এক কণাও খাইনি, —তারই জন্তে প্রাণটা পাগল হ'য়ে উঠলো। দেখতে এলাম পাখী ডাকা বনে জঙ্গলে ঘেরা গাঁয়ের মাটি। দেখলাম এখানে সবই আছে, শুধু মানুষ নেই। যে নেয়, সে শুধু নিয়েই যায়, দেয়

প্রথম দৃশ্য।]

মা কিছু। আর যে দেয়, সে ^{আপন} ~~চাইতে~~ ^{দিয়ে} জানে না, গলা টিপে
আদায় করতে জানে না। এরা শুধু মরতেই শিখেছে, বাচতে
শেখেনি। তাই আর ফিরে যাওয়া হ'ল না। বাচি ত তোমাদের
নিয়েই বাঁচব। মার যদি, তোমাদের সঙ্গেই মরব।

জিন্নং। কে আপনি?

গোরা। আমি ভাই।

ভাছুর প্রবেশ।

ভাছ। দাদা,—

গোরা। কি রে ভাছ?

ভাছ। কেউ এল না দাদা। শিবতলার আখড়ায় পঞ্চাশজন
জোয়ান ছেলে ব্যায়াম কচ্ছে। বিপনের উদ্ধারে কেউ ছুটে এল না।
একটা ঘরে পঁচিশজন বসে গান বাজনা কচ্ছে, কত তাদের সাধা-
সাধি করলুম,—আমায় দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিলে।

গোরা। নৌকো? নৌকো পেয়েছিস?

ভাছ। না, কেউ একখানা নৌকো দিলে না। নদীতে কত
নৌকো ঠাকুর নিয়ে যাচ্ছে, কোন নৌকোয় একজন বিপন্ন চাবীকেও
তুলে নিলে না।

গোরা। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। তুই এখানে দাঁড়িয়ে থাক।
এই মেয়েটির বাপ ভাই না আসা পর্যন্ত একে পাহারা দিবি।
শুণ্ডার দল আশে পাশেই ওৎ পেতে আছে। যে কেউ এর ছায়া
মাড়াবে, তাকে কুকুরের মত এলোকেলীর জলে ডুবিয়ে মারা চাই।

ভাছ। তুমি সিরাজ মিঞার মেয়ে নও? তোমার স্বামীই ত
হুমায়ূন।

গোৱা । হুমায়েন ? কোন্ হুমায়েন ? বকুলডাঙাৰ হুমায়েন পণ্ডিত ?

জিন্নৎ । আপনি তাকে চেনেন ?

গোৱা । চিনি ভগ্নি । আমৰা একসঙ্গে কলেজে পড়েছি। যাক্, আমি চললুম। ভাহু, সাবধান, হৰ্দম থা কাছেই আছে। দরকার হয় তার মাথা নিয়ে ফাঁসী কাঠে বুলবি, তবু অজ্ঞায় সহ্য করবি না। আদাব ভগ্নি, আদাব।

[প্রস্থান ।

জিন্নৎ । তুমি আবার কে ?

ভাহু । আমি ভাই । আমি কাছেই আছি বোন, কোন ভয় নেই। যে কেউ তোমার অনিষ্ট করতে হাত বাড়াবে, আমি তাকে যমের বাড়ীর পথ দেখিয়ে দেব।

জিন্নৎ । একি আশ্চৰ্য্য ! মুসলমানের মেয়েকে রক্ষা করতে কোন মুসলমান এগিয়ে এলো না—তোমরা এ ছুর্যোগের মধ্যে প্রাণ হাতে ক'ৰে বেরিয়ে এসেছ ? তোমরা ত হিন্দু।

ভাহু । ^{এই আগে} ~~ই~~ দিদি, আমৰা বাঙালী। আমৰা ভাই।

[প্রস্থান ।

জিন্নৎ । আজব দেশ এই বাংলা, আশ্চৰ্য্য প্রাণ এই হিন্দুৰ।

সিৰাজেৰ প্ৰবেশ।

সিৰাজ । জিন্নৎ, জিন্নৎ,

জিন্নৎ । ওৱা কই বাবা ? দাদা কই ? তাৰ ছলুভাই কই ?

আদমেৰ প্ৰবেশ।

২৪ আদম । আমি এসেছি বোন, কিন্তু ছলুভাই আসেনি।
সিৰাজ । আসেনি ?

জিন্নঃ। কেন দাদা? তুমি কাঁপছ কেন? কাঁদছ কেন?
মি?

সিরাজ। বল্ বল্, কোথায় গেল হুমায়ুন?

আদম। জলের তলায়।

সিরাজ। অ্যা!

জিন্নঃ। দাদা!

আদম। জরের ঘোরে বেহঁস হ'য়ে সে ভেলায় শুয়েছিল।
যত শুকনো কাঁথা কাপড় ছিল সব তার গায়ে চাপিয়ে দিয়ে বুষ্টির
জল থেকে তাকে রক্ষা করে ঠিকই নিয়ে এসেছিলাম। একটা
উঁচু ডাঙ্গা দেখে ভেলা ভিড়িয়ে ছিলাম বোন। হঠাৎ হড়ম্‌ড্‌-
করে পাড়ের জমি ভেঙ্গে পড়ল ভেলার উপর। ভেলা কাৎ হ'য়ে
গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে এলোকেশীর জলে হারিয়ে গেল বাবা তোমার
ভামাই হুমায়ুন।

জিন্নঃ। দাদা! আদমের পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িল]

সিরাজ। আদম!

আদম। এলোকেশীর জল তোলপাড় করে তাকে খুঁজলুম।
শুধু খোঁজাই সার হ'ল, তার দেখা মিলল না। কাঁথা কাপড়
ভেসে উঠ'ল, মানুষ আর ভাসল না।

জিন্নঃ। আমি একবার খুঁজে দেখব দাদা। রাক্ষসী এলোকেশী
আমার স্বামীকে লুকিয়ে রাখবে? আমি তাকে গাণ্ডুষে শুষে নেব।
ও বাবা, আমার ছাড় বাবা। তুমি ত জান বাবা, তুমি ত জান,
তাকে ছাড়া আমি এক লহমা থাকতে পারি না।

সিরাজ। কাঁদিস নি মা, কাঁদিস নি। ওয়ে, এ খোঁদার মার।
মানুষ এখানে কিছু করতে পারে না।

জিন্নৎ । কোন দোষ ত .সে করেনি বাবা ! কেন খোদা তার উপর বিরূপ ? আমায় তুমি ছেড়ে দাও বাবা । দাদা খুঁজে পায়নি, আমি পাব ; না পাই, আমিও তাঁর সঙ্গে জলের তলায় লুকিয়ে থাকব । দাদা গো—ও দাদা, আমায় যেতে দাও দাদা ।

আদম । কোথায় যাবি বোন ? দেখু'ছিস না, যম এসে থাবা পেতে বসে আছে । চল্ দিদি, এগিয়ে চল্ ।

সিরাজ । আয় মা আয় ; সন্ধ্যা হ'ল, ঠাই খুঁজে নিতে হবে ।

জিন্নৎ । কোথায় যাব বাবা ? আমার যে আজ নিজের ঘরে যাবার কথা । আর কি সেখানে যাব না বাবা ? কত গাছ রুয়েছি, কত পাখী পুষেছি, পাড়ার ছেলেদের কত কি দেব বলে এসেছি । আর কি তাদের দখতে পাব না ? আমার কালো গাই আমার হাতে চাড়া খেতে চায় না ; আমার রঙিয়া বকরীর বাচ্চা হ'বে, সে আমার পথ পানে চেয়ে আছে বাবা, সব কি পর হ'য়ে গেল ?

সিরাজ । হা আল্লা, এও আমায় দেখতে হ'ল ?

আদম । জিন্নৎ ! দিদি !

জিন্নৎ । কি সুখের ঘর গড়েছিলাম দাদা, এলোকেশী সব ভেঙ্গে নিয়ে গেল ? না, না, না,—এলোকেশী আমার স্বামীকে খেয়েছে । আমি ওর বুকে আশ্রন ধরিয়ে দেব । এলোকেশি, রাক্ষসি,—

[নেপথ্যে ঢাক বাজিতে লাগিল]

বাপের বাড়ী যাচ্ছ মা দুগা ? নোকো চড়ে ঢাক ঢোল বাজিয়ে বাপের বাড়ী যাচ্ছ ? যেও না মা, ফিরে যাও । তোমার মহাদেব হারিয়ে যাবে । মহাদেব হারিয়ে যাবে ।

[প্রস্থান ।

সিরাজ । ওরে, ধব্ ধব্ ।

আদম । জিন্নৎ, জিন্নৎ, ~~শীগ্ গির এস বাবা, শীগ্ গির এস~~

[প্রস্থান ।

সিরাজ । খোদা, রক্ষে কর খোদা ।

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ক্লাবঘর ।

নসীরাম ও জয়দেবের প্রবেশ ।

জয়দেব ।

পীত ।

তোরা ডাক দিয়ে তোল্ ঘুমিয়ে আছে নিঠুর ভগবান্ ।

বিনা মেয়ে তাই ডাকে বাজ মরুভূমে এল বান ।

সূর্য্য শশী দেয় না আলো, বায়ু বুঝি বয় না,

ভেক ধরেছে প্রতীতি গান, কয়না কথা ময়না ;

অন্যস্টি বিশ্ব জোড়া,

দেখিন্ কি সব কপাল পোড়া,

ভাঙ খেয়ে শিব গড়ে আছে ঘুমন্ত তার চকু কাণ ।

নসীরাম । একি একটা গান হ'ল—না তোর মাথা হ'ল রে
হতভাগা ? কাল বাদে পরশু থিয়েটার—

বিনোদের প্রবেশ ।

বিনোদ । আরে ধো তোর ঠিরাটার । অনা ঠিরাটার করবি,
তোর প্রবীর কই ?

নসীরাম । কেন ? কেন ? রঞ্জন আমার বাড়ী থেকে এখনও আসেনি ?

বিপিনের প্রবেশ ।

বিপিন । আসবে কি করে ? তার মায়ের দয়া হ'য়েছে ?

নসীরাম । অ্যা ! মায়ের দয়া ! আর কারও মায়ের দয়া হ'ল না, হ'ল কিনা প্রবীরের ! পরন্তু যে থিয়েটার না করলেই নয় । রাজা বাহাদুর জুতিয়ে লম্বা ক'রে দেবে যে ।

বিপিন । অত ভাবছ কেন ? দরকার হয়, আমি প্রবীরের পাট ম্যানেজ ক'রে দেব । আমার তৈরীই আছে ।

নসীরাম । তোমার তৈরী আছে ?

বিনোদ । হেইয়া হইব না নইন্তা । আমারে প্রবীরের পাট দিতে হইব । নাইলে আমি এক পয়সাও চান্দা দিমু না ।

নসীরাম । তুই চাকাইয়া বাঙাল্ প্রবীর কর্বি কিরে ?

বিনোদ । বাঙাল্ বাঙাল্ কর্বি না নইন্তা । কিগাইয়া সিধা করুম্ । আমি হালা তিনবার প্রবীরের পাঠ কইছি ।

বিপিন । তা'ত কইছ, কিন্তু তুমি যে হালা হালা ক'রে দব মাটি করে দেবে ।

বিনোদ । হালা হালা করুম্ ক্যান্ ? আমি কি পোলাপান না বলদ ? আমার এই শ্রাঘ কথা নইন্তা । রঞ্জনের যখন অশুখ হইছে, তখন সেগেন্ ম্যান আমি, আমারে প্রবীরের পাট না দিলে আমি চান্দা ত দিমুই না, আমার হারমণিও লম্বা বামু ।

নসীরাম । কেন তুই অবুঝ হচ্ছিল্ বিনোদ ? তুই বরং গজা রক্তকের পাঠ কর ।

বিনোদ । কি ? আমি ঢাকার পোলা, শাঁখারী টোলার বিনোদ
আমি কহুঁ হালা গঙ্গারক্ষকের পাঠ ? একথা যে কহুঁ তোর কলাইয়া
সিধা করুম্ ।

বিপিন । আরে তোকে প্রবীর মানাবে কেন ?

বিনোদ । আমারে মানাইব না, কারে মানাইব ?

নসীরাম । আচ্ছা, তুই এক নম্বর প্রবীরের পাট বলত শুনি ।

বিনোদ । হোন্ অবে । [গলা ঝাড়িয়া]

“দাও মাগো সন্তানে বিদায়,

চলে যাই হালা লোকালয় ত্যজি ।

ক্ষত্রিয় সন্তান, অপমান কেন সব ?

ধরিয়াছি পাণ্ডবের হয় ।

হালা আদেশ পিতার

ফিরে দিতে অর্জুনেরে ।

করি অশ্ব অর্জুনে অর্পণ হালা

চলে যাব লোকালয় ত্যজি

বুধা ধনু ধরেছি মা করে ।”

হালা—

বিনোদ । ^{সকলের অট্টহাস্য} ~~সকলের~~ ক্যান্ ? কলাইয়া সিধা করুম্ ।

গোরার প্রবেশ ।

গোরা । ওরে এই বাঙাল, শীগগির আর ।

বিনোদ । বাঙাল বাঙাল কর ক্যান্ ? ঢালাকি পাইছ ? আমি
ঢাকার পোলা, শাঁখারী টোলার বিনোদ, খেয়াল রাইখা কথা
কইও ।

গোরা। আমি কে, সে খেয়াল আছে তোরা ?

বিনোদ। না থাকব ক্যান ? তুমি ত ভাউন্সার জ্যাঠাত ভাই
গোরাচান্। তোমারে না চিনে কেডা ?

গোরা। তোরা হাঁ করে রইলি যে ? শুন্তে পাচ্ছি না ?
এলোকেশীতে বান ডেকেছে, শুনি ন্।

বিপিন। শুনেছি।

গোরা। তবে দাঁড়িয়ে আছি কেন ? মালিনীর চর বানের
জলে ভেসে গেছে। সবাইকে ডেকে ডুকে নিয়ে শীগগির চল,
হতভাগা চাষাদের এপারে নিয়ে আসি।

বিপিন। কি করে আনবে শুনি ?

গোরা। নৌকো করে আনব।

নসীরাম। বানের মধ্যে কে কার নৌকো দেবে

গোরা। যার আছে সেই দেবে। না দেয় জোর ক'রে ছিনিয়ে
নেব। তাই ব'লে অতগুলো মানুষকে ত বানের জলে ভেসে যেতে
দিতে পারি না।

বিনোদ। হঃ, ঠিক কথা।

নসীরাম। ভগবানের মার ; আমরা এর কি করব ? মারতে
হয় ভগবানই মারবেন, রাখতে হয় ভগবানই রাখবেন।

গোরা। ভগবানের নিকৃতি করেছে। ভগবান ভগবান ক'রে
বুক চাপড়ে কাদলে আকাশ থেকে চালের বন্ডা পড়বে না। হাত
পা ওয়ালো মানুষ আমরা, আমাদের শক্তি কি কারও চেয়ে কম ?
আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে এগিয়ে গেলে পাহাড় ভরে সরে
বাবে, সাগর হ'ভাগ হ'রে পথ তৈরী ক'রে দেবে। হাঁ ক'রে রইলি
কেন ? ওরে হতভাগার দল, মানুষের চলার পথে ভগবানের মার

থাকবেই। আমাদেরও ত হাত পা মস্তক আছে। তাঁর অঙ্গ দিয়ে তাঁর মার যে ঠেকাতে পারে, সেই ত মাহুব।

বিনোদ। হ হ, ঠিক কইছ। এ নইস্তা, এ বিপনা, ওরে ও কয়া, চল্ বাই; ঠা কইরা রইলি কিসের লইগ্যা?

নসীরাম। তোর গরজ থাকে, তুই যা না।

বিনোদ। তোরা যাবি না?

বিপিন। কি হবে গিয়ে? এতগুলো লোককে এপারে এনে রাখবে কোথায়?

গোরা। কেন? রাজা বাহাদুরের পূজোর আটচালা আছে; অত বড় পাঠশালা আছে, বাগান বাড়ীতেও কত লোক ধরবে।

বিপিন। তাই নাকি? রাজা বাহাদুরের অমুমতি পেয়েছ?

গোরা। না, দেওয়ান অমুমতি দিলে না।

বিনোদ। তবে রাজা বাহাদুরের অমুমতি ছাড়া, তার বারীতে লোক ঢোকাইবা ক্যামতে?

গোরা। জোর করে ঢোকাব। সেজ্ঞে তোদের ভাবতে হবে না; সব দায়িত্ব আমার।

নসীরাম। মেরে আমসও বানিয়ে দেবে।

গোরা। মার খেতে হয় আমি খাব, তোদের কিছু হ'বে না। আর ভাই আর, দেবী করিস্নে।

বিপিন। কে আর যাবে? আমি ত সাক কাশিতে মরে গলাম।

বিনোদ। মর্ গিয়া যা। এই নইস্তা,—

নসীরাম। আমার ত পরশু থিয়েটার, যাই কি ক'রে?

গোরা। থিয়েটার উকর যাক।

২১০০

বিনোদ। ছাতার ঠিরাটার। মাহুব মইরা গেলে তোর ঠিরাটার হনু কেডা?

নসীরাম। তুই চুপ্ কর বাঙাল। ২১০০ -

বিনোদ। ভাল হইব না নইয়া ক্লাইয়া সিধা করুম। কাণ্ডটা দ্যাখছ? এতক্ষণ ^{৪০৩৫} ~~৪০৩৫~~ লোক আছিল : বাবাক পলাইছে। বানের জল কি বাইছা বাইছা চাষীগো ঘরেই ঢুকব, তোগ ঘরে ঢুকব না? হালা কাপুরুষের দল।

বিপিন। তোর আর বক্তৃতা ক'রতে হ'বে না। বাবিস্ ত বিড়ি, এত বড় বড় কথা বলছিস কেন?

বিনোদ। বোঝ না বিয়াই? ছোট কাম করি, আর বড় কথা কই।

গোরা। তাহ'লে তোরা বাবি না?

বিপিন। আমি ত ভাই সদি কাশিতে অকস্মণ্য হ'য়ে পড়ে আছি।

২১০০ -
বিনোদ। থাক্, জন্ম জন্ম অকস্ম্য হইয়া থাক্।

বিপিন। মুখ সামলে কথা বলবি বাঙাল।

বিনোদ। আবার বাঙাল? ক্লাইয়া সিধা করুম।

নসীরাম। তুই ব্যাটা ঘরভেদী বিভীষণ, আসিস্নে আর আমাদের ক্লাবে।

গোরা। তোদের ক্লাব উচ্ছন্ন যাক্। যে ব্যাটা এখানে মহলা নিতে আসবে, আমি তার হাত পা মুচড়ে ভেঙ্গে দেব। গোরা কে চেন না শূয়ার? ভাল ক'রে চিনিয়ে দেব। ইতর বদ্ম্যারেল পাঞ্জির দল, বানের জলে একশ' ঘর চাষীর সর্বস্ব তলিয়ে গেল, বিপন্ন মাহুকের আত'নাদে আকাশটা কেটে চৌচির হ'য়ে বাজে, শুণ্ডার

দল সুযোগ বুকে মেয়েগুলোকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, আর তোমরা এখানে ব'সে জনার বাপের শ্রাদ্ধ করছ? লোকের সর্কনাশ হ'য়ে গেছে, আর তোমাদের ক্ষুণ্ণিতে বান ডেকেছে? তুই শূয়ারই ত মাষ্টার। বেরো তোর মাষ্টারি নিয়ে। [নসীরামকে গলাধাক্কা]

নসীরাম। এই, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। থানার ছোট-দারোগা আমার মামা। আমি তোকে—এই পুলিশ, পুলিশ—

বিনোদ। পুলিশ কি করবরে পোরা কপাইল্যা? যাগু-বারী গিয়া ঠিগাটার কর্। [নসীরাম ও বিপিনকে গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিল, জয়দেবও পলাইল]

বিপিন। [বাইতে বাইতে] বাঙ্গাল শূয়ারের বিড়ির দোকান আমি পোড়াব, তবে আমার নাম বিপিন মজুমদার।

[প্রস্থান।]

বিনোদ। লও বাই গোরা। খারাইয়া থাইকানা। ডাইড়া লোকেরেও যদি বাচাইতে পারি, হেই বা হালা কন্ কি?

ভাঙ্গুর প্রবেশ।

ভাঙ্গু। দাদ',—

গোরা। কিরে ভাঙ্গু? মেয়েটাকে একলা রেখে চলে এলি?

ভাঙ্গু। একলা নয়, তার বাপ ভায়ের কাছে রেখে এসেছি। মেয়েটির সর্কনাশ হ'য়ে গেছে দাদা। তার স্বামীকে এলোকেলী গ্রাস করেছে।

গোরা। ওঃ—ওরে, মাহুঘের হুঃখের কি আর শেষ নেই? মাহুঘে একদিক দিয়ে মায়ে, প্রকৃতি আর একদিক দিয়ে নির্ঘাতন করে। ক'জনকে দেখব? কা'কে ছেড়ে কা'কে বাচাব? শুভে, আমার যে বুক কেটে যাচ্ছে।

ভাছ। শীগ্গির এস দাদা। নদীপথে রাজা বাহাদুরের প্রকাণ্ড নৌকা ঠাকুর নিয়ে আসছে।

গোরা। তুই দেখলি? প্রকাণ্ড নৌকা? ঠিক আছে। হুগ্গ ঠাকুর ফেলে দিয়ে, মানুষ ঠাকুর নিয়ে আসি চল।

বিনোদ। রাজা বাহাদুরের ঠাকুর ক্যালাইয়া দিবা?

ভাছ। কিন্তু আজ যে চতুর্থী।

গোরা। এবার চতুর্থীতেই রাজার মাকে বিসর্জন দেব। বাংলা দেশে আরও কত ঠাকুরের পূজা হ'বে; রাজবাড়ীর পোষাকী ঠাকুরের পূজা না হ'লেও মায়ের ক্ষতি হ'বে না।

ভাছ। নৌকায় চণ্ডাপাল আর বাজনদাররা আছে যে। ঠাকুর ফেলতে দেবে কেন?

গোরা। স্বেচ্ছায় না দেয়, গোরার স্ত্রীতো খেয়ে দেবে। মানুষ বানের জলে তলিয়ে যাবে, শিশু অকালে মরবে, অসহায় অবোধ্য পশুগুলোকে এলোকেণ্ড গ্রাস করবে, আর রাজার মা মন্দিরে বসে ষোড়শোপচারে পূজা নেবে, এ আমি হ'তে দেব না। মন্দিরে আজ আর মায়ের পূজা হবে না—হ'বে মানুষের পূজা। বাজ, ওরে, তোরা শাঁখ বাজা, ঢাক বাজা, ঠাকুর আসছে তোদের। রাগ ক'রো না মা হুগ্গী। অভক্তি তোমায় করি না। কিন্তু তোমার বিপন্ন সন্তানেরা মাথা গোজার ঠাই পাবে না, আর তুমি হীরে মোতির গয়না পরবে, এত বড় অপমান তোমায় আমরা করতে দেব না।

[সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

রাজবাড়ী।

গোবর্দ্ধনের প্রবেশ।

গোবর্দ্ধন। ও ভজন সিং, ও ভজন সিং, —

ভজন সিংয়ের প্রবেশ।

ভজন। হামাকে কুছু বোলছেন দেওয়ান জি?

গোবর্দ্ধন। নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমুচ্চ ব্যাটা? রাজা বাহাদুর মাইনে দিয়ে তোমাদের সাত সাতটা লোককে পুষছেন কি শুধু গো গ্রাসে গেলবার জন্তে? তিনদিন বাদে পূজো, মনে আছে?

ভজন। মনে আপনার ভি আছে, হামাদের ভি আছে।

গোবর্দ্ধন। তা'ত আছে। কিন্তু পূজোটা হ'বে কোথায়? পূজোর আটচালায় কম্‌সে কম হ'শো লোক এসে ঠেলে উঠেছে; খবর রাখ কিছু?

ভজন। হাঁ, সে খবর ত রাখি হজুর।

গোবর্দ্ধন। 'রাখি হজুর'। ও ব্যাটারদের আটচালায় উঠতে হুঁদিলি কেন তোরা?

ভজন। আরে মোশাই, ইচ্ছে ক'রে কি দিয়েছে? জোরসে হেঁ হেঁ কর্কে এসে উঠ গইল। একজনকে রুপি ত আউর দশ-জন ঘুসে যায়।

গোবর্দ্ধন। ব্যাটারা আটচালায় কাঁথা বালিশ আর মেটে হাড়ি কুড়ি নিয়ে দিব্বি জেঁকে বসেছে, যেন তাদের সাতপুরুষের ভিতে

13/12 30¹⁵2

বাড়ী। কেউ বাটনা বাটেছে, কেউ কড়ায় গুঁট্‌কি মাছ চাপিয়েছে, কেউ বউ ঠাঙ্গাচ্ছে। নরক গুলজার ক'রে বসে আছে সব, এখন করণ কি তাই বল?

ভজন। বোড়ো ভাঙনার কোথা হ'ল। তাই ত,—

গোবর্দ্ধন। তাইত ত আমিও বলতে পারি, তাহ'লে তোদের সাতটা রাক্ষসকে পোষার দরকার কি? রাজা বাহাদুর যে আজই এসে পড়বেন।

ভজন। হাঁ, সে তো পোড়তেই হোবে। আজ না এলে চোব্বা কেমনো?

গোবর্দ্ধন। এসে যখন দেখবেন বত্কারী এসে ঠাকুরদালান ঘিরে কেলেছে, তখন তোদের একটারও মাথা থাকবে না যে, ৭২ কথাটা ভেবেছিস্?

ভজন। কেনো ভাববে না? কিন্তু কি কোরবে, তাই বোলেন।

গোবর্দ্ধন। লাঠি দিয়ে ঠোঙ্গয়ে বিদেয় কর।

ভজন। সে চেষ্টা কি হামলোক না করিয়েছি মৌনে কোরছেন? লেकिन ছশো আদমি একসাথে তেড়ে মার্তে এলো। জেনানা লোক সব বটি নিয়ে ছুটে এলো মোশাই। ছোট ছোট বাচ্চা-গুলো ঢিল ছুঁতে লাগলো। এ লাঠি কা কাম না আছে, পারেন ত বন্দুক নিয়ে আসুন।

গোবর্দ্ধন। বন্দুক কি আমার আছে না কি, যে নিয়ে আসব?

ভজন। না আছে ত চুপ্ করকে মায়ের নাম করি আসুন।

গোবর্দ্ধন। মায়ের নাম করা বেরিয়ে যাবে এখন। এ আর কেউ নয়; রাজা বাহাদুর অগ্রবরণ রায়। ধরবে আর আস্ত চিবিয়ে থাকবে।

ভজন। পালিয়ে যান হজুর। আগাডি আপকো জান্নাই লিবে।

গোবর্দ্ধন। ওই রে, ওই আস্ছে রাজা বাহাজুর। গেল গেল, মাথা গেল।

ভজন। আচ্চা, হামি তাহ'লে এখোন আসি।

গোবর্দ্ধন। খবরদার, এক পা নড়বিনি বল্ছি। অপরাধ করবি তোরা, আর মাথা যাবে আমার, তা হবে না।

ভজন। আরে মোশাই, হামাদের কসুর কি হ'ল? আপনাকে ত আগেই জানিয়েছিলাম যে তারা আসছে। আপনি পুলিশ বোলালেন না কেন?

গোবর্দ্ধন। তো ব্যাটারা থাকতে পুলিশ ডাকব কেন রে শূয়ার? আমি কি জানি যে তোরা খেয়ে খেয়ে এমন বীরপুরুষ হ'য়ে পড়েছিস? সাতটা লেঠেল দুশো চাবীকে ঠেকাতে পারিস্ না?

ভজন। আরে মোশাই, পারবে কি ক'রে? পিছনে ওদের ^{ফাঁদ}

লোক রয়েছে না?

গোবর্দ্ধন। কে লোক?

ভজন। সেকি একটা ছুটা? এক পাল ছেলে। তাদের হাতে হরেক রকম হাতিয়ার। একটা যদি ছুঁড়ে মারে ত আর নক'রি ক'রে খেতে হোবে না। দলের পাণ্ডা কে আছে জানেন? ওই সিধু ঠাকুরকা ভাতিজা গোরাবাব।

গোবর্দ্ধন। সিধুটা কে? সিদ্ধেশ্বর? আমাদের সেরেস্তার নায়েব? তার আবার ভাইপো আছে না কি?

ভজন। আগে ছিল না, এখন হইয়েছে।

গোবর্দ্ধন। 'এখন হ'য়েছে'! ভূমিষ্ট হ'য়েই কি অস্ত্র হাতে নিরেছে? আর তার ভয়ে তোরা সব বেসামাল হ'য়ে পড়েছিস? তোদের মরণ হয় না কেন?

ভজন। ওমোন কোথা বলবেন না ছজুর, মূলুকমে হমার ডক আছে, লেড়কী ভি আছে।

অগ্নিবরণের প্রবেশ।

অগ্নিবরণ। এসব কি গোবর্দ্ধন ?

২ ছুত।

গোবর্দ্ধন। আজ্ঞে, কিসের কথা বলছেন সরকার ?

অগ্নিবরণ। তুমি মরবে কবে, তাই জিজ্ঞাসা করছি। পূজোর আটচালায় ও কারা ভীড় ক'রেছে ?

গোবর্দ্ধন। আজ্ঞে সরকার,—২ ছুত।

অগ্নিবরণ। আজ্ঞে থাক।

ভজন। কথাটা কি তাই বোলেন।

গোবর্দ্ধন। ভুই চুপ্ কর। মালিনীর চর বজায় তলিয়ে গেছে সরকার। ২ ছুত।

অগ্নিবরণ। যাক, কারও খাজনা বাকী নেই ত ?

গোবর্দ্ধন। না, তা নেই।

অগ্নিবরণ। তবে ওই কুকুরগুলো কেন এসেছে ? কি চায় ওরা ?

গোবর্দ্ধন। বল না ভজন

ভজন। আমি কি বোল্বে ? যো কুচ্ বোলতে হোয়, আপনি বোলেন।

গোবর্দ্ধন। বদমায়েস্ বাটা।

অগ্নিবরণ। গোবর্দ্ধন !

গোবর্দ্ধন। আজ্ঞে সরকার, ওরা সব মালিনীর চরের বজার্ভ চাষী। সব একজোট হ'য়ে এখানে এসে আশ্রয় নিচ্ছে।

অগ্নিবরণ। আশ্রয় নিয়েছে! পূজোর আটচালায়! কে তাদের আশ্রয় দিলে? ^{২৫০}

গোবর্দ্ধন। কেউ দেয়নি সরকার। ওরা স্রোর ক'রে এসে জেঁকে বসেছে।

অগ্নিবরণ। জোর ক'রে জেঁকে বসেছে? তোমরা কি সব ধান কচ্ছিলে না দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলে?

গোবর্দ্ধন। পালাইনি সরকার। ওরা আসছে শুনে আমি লেঠেলদের বলেছিলাম,—খবরদার, একটা প্রাণীকেও পূজো বাড়ীতে ঢুকতে দিবি না।

ভজন। কোভি এ কোথা বোলেন্নি। আমি আপনাকে দশবার বোলেছি, বন্দুক দেখলাইয়ে হুজুর। আপনি আমার কথা কুছু শোনেন নি।

গোবর্দ্ধন। মিছে কথা বলিস্নি ভজন। মুখ খসে যাবে।

ভজন। খসে ত গেছে দেওয়ানজি, আউর কেতো যাবে? লাঠি লিয়ে ^{গোপনে} যাঁহাতক রুশতে গিয়েছি, অমনি একটা আধ্লা ইটা ধাঁই করকে এসে মুমে-লাগল, আউর একঠো দাঁত গড়বড় হো গইল।

অগ্নিবরণ। সাত সাতটা লেঠেল তোরা কি কচ্ছিলি? এই কটা চাষা ভূষোকে হটিয়ে দিতে পারিস্নি নি? ব'সে ব'সে. গো-গ্রাসে গিলতে পারিস, আর মাদল বাজিয়ে হ'ল্লা করতে পারিস? কাজের সময় যদি লাঠি ধরতে না পারিস্নি, বেরিয়ে যা রাজবাড়ী থেকে।

ভজন। এ লাঠিকা কাম্ না আছে সরকার। কন্সে কন্স পান্শো আদমী আয়া।

অগ্নিবরণ। পাচশো! ^{২৫০}

গোবর্দ্ধন। না সরকার হ'শো।

অগ্নিবরণ। হু'দিন বাদে মায়েৰ পূজো, সে কথা কি ভুলে গেছ তোমরা? আমিই না হয় ছিলাম না, বাড়ীতে কি বন্দুক ছিল না। পাঁঠাকাটা রাম-দা ছিল না? হু'টো চাষীকে কেলে দিলে হু'শো লোক ত কুকুৰেৰ মত লাজ গুটিয়ে পালাত।

ভজন। আমি ভি সে কোথা বোলিয়েছিলাম, হজুৰ না শুনলো।

গোবৰ্দ্ধন। মিচে কথা বলিস্নি। আপনি ভাববেন না সরকার। আমি ওদের বুঝিয়ে স্নজিয়ে ইস্কুল বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছি।

ভজন। ইস্কুল বাড়ী ভি ভক্তি হোয়ে গেছে হজুৰ।

অগ্নিবরণ। ইস্কুলবাড়ীতেও বজ্ঞাৰ্তেৰা ঢুকে পড়েছে?

ভজন। হ্যা, সেও ভি আড়াইশো হোবে সরকার।

অগ্নিবরণ। মান সন্তম সব রসাতলে গেল! এম্নি ক'রেই তুমি দেওয়ানী কচ্ছ, না? আমি তোমাদের সবাইকে কুকুৰেৰ মত স্তলি ক'রে মারব। হবে না—পূজো হ'বে না। গাতপুরুষেৰ হুৰ্গা পূজো, এবাৰ বন্ধ হয়ে যাবে, আর সে তোমারই মূৰ্খতার জন্তে। থিয়েটার হ'বে না, বাঙ্গলী নাচতে এসে ফিরে যাবে, পাঁচালীর দল গাইতে এসে আসৰ পাবে না; নিমস্কিত অতিথিরা মুখ টিপে হেসে চ'লে যাবে আর বাইরে গিয়ে বলবে, ডাকসাইটে রাজা বাহাদুৰ অগ্নিবরণ রায় প্রজাদের শাসন করতে অক্ষম।

গোবৰ্দ্ধন। সরকার যদি অমুমতি দেন, আমি ওদের বাগান বাড়ীতে জায়গা ক'রে দিচ্ছি।

ভজন। বাগান বাড়ী ভি ভৰ্তি হো গিয়া।

গোবৰ্দ্ধন। অ্যা!

অগ্নিবরণ। বাগান বাড়ীতেও ঢুকেছে বজ্ঞাৰ্তেৰ দল? কি করব আমি? কি করব আমি তোমাদের নিয়ে? নায়েব, গোমস্তা, পাইক

পেয়াদায় বাড়ী ভ'রে আছে, মাসে মাসে মাইনে দিতে জিভ
বেরিয়ে যায়, আর কাজের সময় সবাই ঘরের কোণে মুখ লুকিয়ে
বসে থাকে ! মালিনীর চব্বের চাষীরা কি হাতীর বল নিয়ে এসেছে ?
ভজন, চাবুক নিয়ে আয় ।

সিন্ধেশ্বরের প্রবেশ ।

সিন্ধেশ্বর । দেওয়ানজি, বাজনদাররা এসেছে । কোথায় বসবে
তারা ?

গোবর্দ্ধন । আমার মাথায় বসতে বল ।

অগ্নিবরণ । নহবৎখানাও কি বানের জলে তলিয়ে গেছে ?

সিন্ধেশ্বর । আজ্ঞে, নহবৎখানায় এক চাষী পরিবার ঢুকেছে ।

অগ্নিবরণ । কি, নহবৎখানায়ও ঢুকেছে তারা ? সাতপুরুষের
পূজো বন্ধ হ'য়ে যাবে ? ভজন সিং,—

ভজন । করমাইয়ে সরকার ।

অগ্নিবরণ । চাষী পরিবারকে চাবুক মারতে মারতে নিয়ে এস ।
লেঠেলেদের ডাক ; পাইক, বরকন্দাজ, পেয়াদা, নায়েব, গোমস্তা,
সহিস, সরকার সবাই চাবুক নিয়ে আমার সঙ্গে এস । আমি
একটা প্রাণীকেও আমার ঘরে আশ্রয় নিতে দেব না । পথের
কুস্তা পথে গিয়ে মরুক । তাদের জন্তে আমার মায়ের পূজো বন্ধ
হবে না । মা, মা,—

মুক্তকেশীর প্রবেশ ।

মুক্তকেশী । ওগো, তোমরা কে কোথায় আছ ? এখানে দাঁড়িয়ে
রয়েছ কেন ? দেখবে এস,—

অগ্রিবরণ । কি দেখব ?

মুক্তকেশী ।

গীত :

ওরে হোরা দেখবি আয় ।

এক না তোদের হাতার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আঙিনায় ।

সিদ্ধেশ্বর । আরে এ পাগলী ছুঁড়িটা কোথেকে এল ?

ভজন । কার কথা বোলছে ? এ পাগলি ?

মুক্তকেশী ।

পূর্ব গীতাংশ :

পেটে তাদের নাটরে ভাত, পরণে নাই কানি,

জরামরণ অকালে দেয় সম্মানে হাতছানি,

তুলে নেরে ওদের বুকে,

ফুটেবে হাসি মায়ের মুখে,

অশ্রু ফুলের অঞ্জলি দে মা বলে ওই ওদের পায় ।

ভজন । আরে ধেং—

মুক্তকেশী । বাবা,—

গোবর্দ্ধন । বেরিয়ে যা ছুঁড়ি, বেরিয়ে যা ।

মুক্তকেশী । আ নর, এ বলে বেরিয়ে যা, ও বলে বেরিয়ে যা ।

মুখপোড়ারা মানুষকে কেবল বের করতেই জানিস, কাউকে কাছে টেনে নিতে জানিসনে । দাওনা বাবা হুঁমুঠো ভাত, হুঁখানা কাপড়,—
আমার ছেলেমেয়েরা ক্ষিধেয় কাঁদছে ! ঠাণ্ডা বাতাসে ঠক্ ঠক্
ক'রে কাঁপছে ।

অগ্রিবরণ । কি দেখছ তোমরা ? চাবুক মেরে তাড়িয়ে দাও ।

মুক্তকেশী । দেবে না হুঁমুঠো ভাত, দেবে না হুঁখানা কাপড় ?
ওরা মরবে, আর তোমরা বেঁচে থাকবে ? থাক থাক বেঁচে থাক,
ওদের দিয়ে কি হবে ? ঘটা ক'রে ঠাকুর পূজো কর, পিপে পিপে

মদ খাও, মায়ের সামনে বসে বাঁজী নাচাও। ওরে বোকা, ও
ঠাকুর নয়। পেত্নী—পেত্নী।

ভজন : আরে, হিঁয়্যাসে নিকালো পাগলি।

মুক্তকেশী। দূর, আটকুঁড়ির ব্যাটা।

ভজন। আরে আঁটকোড়ি কোন্ আছে?

মুক্তকেশী। তোর মা আছে। কটমট ক'রে চাইছ কেন গো
রাজা বাবা? মারবে নাকি? দেবে না কাপড়, দেবে না ভাত?
থাক্—থাক্, যাচ্ছি বাবা আমি চলে যাচ্ছি। তোদের পেত্নী
আমুক।

ভজন। বাহার যাও উল্লু।

মুক্তকেশীকে তাড়াইয়া নিয়া ভজনের প্রস্থান।

অগ্নিবরণ। ভীকু খসল চাষীদের ত এত সাহস হতে পারে
না। এদের পেছন কে আছে বলতে পার তোমরা?

গোবর্দ্ধন। পারি সরকার। এর পেছনে আছে গ্রামের একপাল
ডানপিটে ছেলে, আর তাদের দলপতি—

সিদ্ধেশ্বর। কে দলপতি?

গোবর্দ্ধন। দলপতি তোমার ভাইপো গোরা।

[প্রস্থান।

সিদ্ধেশ্বর। আমার ভাইপো? সেত সেদিন গায়ে এসেছে।
এর মধ্যে সে দলপতি হ'ল কখন?

অগ্নিবরণ। যখন তুমি নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলে,
তখন। গোবর্দ্ধন, ভজন সিংকে বল, যেন তাকে কাণ ধরে টেনে
নিরে আসে।

সিদ্ধেশ্বর। কিন্তু—

অগ্নিবরুণ । বেরিয়ে যাও তুমি আমার সামনে থেকে । তুমি করবে আমার চাকরি, আর তোমার ভাইপো করবে আমার অপমান, এ আমি হ'তে দেবো না । হয় তুমি ভাইপোকে ছাড়বে, না হয় আমার চাকরী ছাড়বে ।

সিন্ধেশ্বর । আমার ভাইপো হ'য়ে আমার মনিবকে যে অপমান করে সে মরুক । আমি আজই তাকে জুতো পেটা ক'রে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেব, তবে আমার নাম সিন্ধেশ্বর চক্রবর্তী ।

[প্রস্থান ।

অগ্নিবরুণ । অকস্মণ্যের দল । এদের ওপর নির্ভর করা আর বালি দিয়ে বাধ দেওয়া একই কথা ।

চণ্ডীপালের প্রবেশ ।

চণ্ডী । সর্বনাশ হ'য়েছে সরকার, সর্বনাশ হয়েছে ।

অগ্নিবরুণ । কি হয়েছে চণ্ডীপাল ?

চণ্ডী । সর্বনাশ হ'য়েছে । নোকে ক'রে রাজবাড়ীর ঠাকুর নিয়ে আসছিল ।

অগ্নিবরুণ । ঠাকুর কি পালিয়ে গেছে ?

চণ্ডী । পালাবে কেন সরকার ? মাটির ঠাকুর কি পালাতে পারে ? হায় হায় ।

অগ্নিবরুণ । কি হয়েছে ঠাকুরের ? ওলাউঠো না বসন্ত ?

চণ্ডী । গুগুরা নদীর ঘাটে—হায় হায় ।

অগ্নিবরুণ । নদীর ঘাটে কে ? তোমার মাথা নিয়েছে ?

চণ্ডী । মাথা নেবে কেন সরকার ?

অগ্নিবরুণ । তবে কি ক'রেছে তাই বল ।

চণ্ডী। শুণ্ডারা নদীর ঘাটে ঠাকুর নামিয়ে রেখে—

অগ্রিবরণ। নামিয়ে রেখে কি?

চণ্ডী। হায় হায়!

অগ্রিবরণ। কেবল কি হায় হায়ই করবে, না কথাটা বলবে?

চণ্ডী। কথাটা হচ্ছে, শুণ্ডারা ঠাকুর নামিয়ে রেখে সেই নৌকোর চাষীদের পার করে এনেছে।

অগ্রিবরণ। তারপর? বি?

চণ্ডী। রুষ্টিতে সব রং ধুয়ে গেছে, আর মাথাটা গলে গেছে। হায় হায় হায়, এখন আমি কি করব?

অগ্রিবরণ। জ্যাস্ত কবরে যাবে। জান না অগ্রিবরণ রায়কে? নিয়ে এস ঠাকুর যেখান থেকে পার।

চণ্ডী। এখন কোথায় ঠাকুর পাব হজুর? যে ক'খানা ঠাকুর গড়েছিলুম, সব বিক্রী হয়ে গেছে। আমি ত হজুর তখনই বলে ছিলুম, এইখানেই ঠাকুর গড়ে দিয়ে যাই।

অগ্রিবরণ। চণ্ডীমণ্ডপের ছাদ ভেঙ্গেছিল বলেই তোমার শ্রদ্ধা তোমার বাড়ীতেই করতে বসেছিলাম। সঙ্গে তোমার লোক ছিল না? কোথায় তারা?

চণ্ডী। আজ্ঞে বাজনদাররা পালিয়ে গেছে—আর আপনার মজুরেরা—

অগ্রিবরণ। হাওয়ায় উড়ে গেছে। যেখান থেকে পার ঠাকুর নিয়ে এস; না হলে তোমাকে আমি চণ্ডীমণ্ডপে বলি দেব।

চণ্ডী। আপন কি বলছেন সরকার? হুজুর?

অগ্রিবরণ। শুণ্ডাদের চিন্তে পেরেছ তুমি?

চণ্ডী। সবাইকে চিনি না সরকার। শুধু একজনকে চিন্তে পেরেছি। হুজুর!

অগ্নিবরুণ । কে সে হতভাগা ?

চণ্ডী । আজ্ঞে আপনার প্রজা ।

অগ্নিবরুণ । কি নাম সে গুণ্ডাটার ?

চণ্ডী । তার নাম গোরা ।

অগ্নিবরুণ । এখানেও সে ? আমি এদের চাল কেটে তুলে দেব ।

চণ্ডী । আমি এখন কি করব সরকার ?

অগ্নিবরুণ । রাজবাড়ীর উপযুক্ত ঠাকুর নিয়ে আসা চাই । নইলে মনে রেখো—আমি নামেও অগ্নি, কাজেও অগ্নি ।

চণ্ডী । হে মা দুর্গা, তুমিও চণ্ডী, আমিও চণ্ডী,—আমার গড়া ঠাকুরকে যে অশ্রদ্ধা করেছে, সে যেন তেরাতিরের মধ্যে মুখে রক্ত উঠে মরে । হায় হায় হায়—

[প্রস্থান ।

অগ্নিবরুণ । এত হুঃসাহস এদের, আমার অধিকারে হাত দিতে আসে ? আমি এদের শেকড় গুঁড় উপড়ে ফেলে দেব ।

স্বপ্নময়ী ঠাকুর দেব ।
শ্রামার প্রবেশ ।

শ্রামা । বাবা,—দেখে যাও বাবা, নিয়বে, গোমস্তা, পাইক, বরকন্দাজ সবাই লাঠি সোটা নিয়ে ওই লোকগুলোকে তাড়া দিচ্ছে । ওরাও যাবে না, এরাও তাদের থাকতে দেবে না ।

অগ্নিবরুণ । কেন দেবে ? কে ওরা ?

শ্রামা । ওরা তোমারই প্রজা বাবা ।

অগ্নিবরুণ । আমার প্রজা হলেই কি তারা আমার অত্যাচার না নিয়েই ঠাকুরদালানে, স্থলঘরে, বাগান বাড়ীতে এসে জোর করে চুকবে ?

শ্ৰামা। কোথায় আর যাবে বল? আর যে কোথাও জায়গা ছিল না।

অগ্নিবরণ। মাঠ ঘাট ত সব ডুবে যায়নি, গাছতলাগুলো ত উড়ে যায়নি?

শ্ৰামা। আকাশ ভেঙ্গে মুঘলধারে জল পড়ছে, এর মধ্যে তুমি ওদের মাঠে ঘাটে পাঠিয়ে দিতে চাও? বন্যায় ওদের ঘরবাড়ী গেছে, জমির ফসল তলিয়ে গেছে, গরুবাছুর এলোকেশী গ্রাস করেছে, শুধু প্রাণটুকু হাতে করে ওরা তোমার ঘরে এসেছে। ভাত চায়নি, কপড় চায়নি, শুধু ছ'দিনের জন্তে একটুখানি জায়গা চেয়েছে, তাও তুমি দেবে না বাবা?

অগ্নিবরণ। না—না।

শ্ৰামা। তোমার অনেক আছে, ওদের কিছুই নেই। তবু ওরা দান চায় না, ধার চায় না, চায় শুধু ছ'দিনের জন্তে তোমার এতটুকু অনুগ্রহ।

অগ্নিবরণ। শ্ৰামা!

শ্ৰামা। ওদের তুমি তাড়িও না বাবা। ওদের হাতে লাঠি দেখে মেয়েগুলো কাঁদছে, পুরুষগুলোর মুখ শুকিয়ে গেছে, শিশুরা ভয়ানক পক্ষি শাবকের মত মায়ের কোলে মুখ লুকিয়েছে। আমি এ দৃশ্য দেখতে পারছি না বাবা। ওরা বড় অসহায়। বন্যার জল নেমে গেলেই ওরা আপনাই চলে যাবে। এ ছ'টো দিন তুমি চোখ বুজে থাক।

অগ্নিবরণ। চোখ বুঁজে থাকলে পূজো হবে কোথায়?

শ্ৰামা। কেন বাবা, মায়ের বন্দিরে ত ওরা ঢোকেনি।

অগ্নিবরণ। পূজোর আটচালা ত তরে ফেলেছে, পাঁচালী গান কোথায় হবে? নিমন্ত্রিত অতিথিরা কোথায় বসবে? বান্ধজীর আসর কোথায় হবে?

শ্রামা। নাই বা বসল বাঈজীর আসর, নাই বা হ'ল পাঁচালি গান। অতিথিদের আসতে বারণ ক'রে দাও। এরাই এবারকার অতিথি। টাকা যা বাঁচবে, তা'ই দিয়ে এদের একখানা ক'রে কাপড় দাও, একদিন ভরপেট খাইয়ে দাও। এরা তোমাকে আশীর্বাদ করতে করতে চলে যাবে। মায়ের পূজো সার্থক হবে বাবা।

অগ্নিবরণ। অগ্নিবরণ রায় তার অবোধ অপদার্থ মেয়ের কথা শুনে কাজ করে না। কাজ করে তার বিবেকের নির্দেশে। তাই তার নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। [প্রস্থান]

শ্রামা।

গীত ।

আসিন্বে না সর্বনাশি এবারে তুই বজ্রভূমে !
লক্ষ ছেলের বুকের বাথা চাপা দিতে পূজোর ধূমে ।
বানের জলে তলিয়ে গেল, যা'দের মুখের ভাত,
তাদের পূজোর ডালি নিতে বাড়ান্বে দশহাত,
ফিরে যা মা, ফিরে যা মা,
এ জীবনের বোঝা নামা,
যাদের নাকে ঘনলি আমা, ঘুমিয়ে দেমা মরণধূমে ।

বিষ্ণুপ্রিয়া'র প্রবেশ ।

বিষ্ণুপ্রিয়া । ওরে ও শ্রামা,—

শ্রামা । কি মা ?

বিষ্ণুপ্রিয়া । পূজোর দালানে বাসনি ত ? বাসনি খবরদার ।

শ্রামা । কেন মা ? গেলে কি হবে ?

বিষ্ণুপ্রিয়া । জাত যাবে রে, জাত যাবে ।

শ্রামা । কি ক'রে যাবে ? জাতের পূঁপা নেই ?

বিষ্ণুপ্রিয়া । তর্ক করবি না, খবরদার তর্ক করবি না ! আমি
মা আর দুই মেয়ে, সেটা ত বুঝিস ?

শ্রামা। বুঝব না কেন?

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা গুরুজন, সেটা ত জানিস?

শ্রামা। জানি বই কি।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তবে আর তর্ক করবি না। ঠাকুর দালানে খবরদার পা বাড়াবি না।

শ্রামা। কেন?

বিষ্ণুপ্রিয়া। সেখানে হুশো ছোটলোক এসে চেপে বসে আছে। ধমক দিলে ভড়কায় না, বন্দুক দেখালে ঘাবড়ায় না। আইনের দোহাই দিলে হাসে।

শ্রামা। তাই ত হয় মা। অত্যাচারে জনশক্তি যখন মরিয়া উঠে ওঠে, তখন আইনের বুলিতে আর বন্দুকের গুলিতে তাদের দমিয়ে দেওয়া যায় না। চিরদিন তোমরা ওদের বুকের রক্ত চুষে থাকবে আর ওদের হৃৎকের সময় নিঃশ্বাস ফেলবে না, এ ব্যবস্থা বরাবর চলে না। তোমাদের এ ধরবাড়ী, তোমাদের ঐ পূজোর আটচালা ওদেরই বুকের পাজির দিয়ে গড়া। আজ ওরা নিরাশ্রয় হয়ে এখানে যদি আশ্রয় নেয়, কার সাধ্য ওদের হটিয়ে দেবে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তর্ক করবি না শ্রামা। ভেতরে আয় বলছি। ওদের ছায়া যেন তোর গায়ে না লাগে।

শ্রামা। অনেক আগেই লেগেছে মা। আমি এই মাত্র আটচালা থেকেই আসছি।

বিষ্ণুপ্রিয়া। ওমা, তুই বলছিলি কি? ছুঁয়ে দিসনি ত?

শ্রামা। শুধু ছুঁয়েছি? একটা বাগদীর ছেলে ক্রিধের জালায় কাঁদছিল, তাকে নিজের হাতে দুধ খাইয়ে এসেছি। এক নমঃশূদ্র আরের ঘোরে ভুল বকছে, তার কপালে জলপটি দিয়ে এসেছি।

সিরাজের মেয়ে জিয়াৎ বসি করেছিল, আমি নিজের হাতে তা পরিষ্কার করে দিয়ে এসেছি।

বিষ্ণুপ্রিয়া। ওরে তুই বলছিল কি শ্রামা? এমন সর্বনাশ ক'রে এলি তুই? বামুনের মেয়ে হ'য়ে তুই মুসলমানের বসি ঘেঁটে এলি? আমি যে তোকে কি করব, তাই ভেবে পাচ্ছি না। কেটে ছুঁখানা করবো, না হাত পা বেঁধে এলোকেলীর জলে ফেলে দেব?!

শ্রামা। তোমার যা ইচ্ছে হয় করো। আমি যা করেছি, বারবারই তা করব।

বিষ্ণুপ্রিয়া। এত বড় বুকের পাটা তোর? বলছি আমি মা, তবু আমার মুখের উপর তুই তর্ক করবি? তিনদিন বাদে পূজো, আজ তুই জাত পুইয়ে বসলি? আমি এখন তোকে গোবর খাওয়াব না পূজোর কাপড় চোপড় গোচাবণ-^{২৪} ^{২৫} ^{২৬} ^{২৭} ^{২৮} ^{২৯} ^{৩০} ^{৩১} ^{৩২} ^{৩৩} ^{৩৪} ^{৩৫} ^{৩৬} ^{৩৭} ^{৩৮} ^{৩৯} ^{৪০} ^{৪১} ^{৪২} ^{৪৩} ^{৪৪} ^{৪৫} ^{৪৬} ^{৪৭} ^{৪৮} ^{৪৯} ^{৫০} ^{৫১} ^{৫২} ^{৫৩} ^{৫৪} ^{৫৫} ^{৫৬} ^{৫৭} ^{৫৮} ^{৫৯} ^{৬০} ^{৬১} ^{৬২} ^{৬৩} ^{৬৪} ^{৬৫} ^{৬৬} ^{৬৭} ^{৬৮} ^{৬৯} ^{৭০} ^{৭১} ^{৭২} ^{৭৩} ^{৭৪} ^{৭৫} ^{৭৬} ^{৭৭} ^{৭৮} ^{৭৯} ^{৮০} ^{৮১} ^{৮২} ^{৮৩} ^{৮৪} ^{৮৫} ^{৮৬} ^{৮৭} ^{৮৮} ^{৮৯} ^{৯০} ^{৯১} ^{৯২} ^{৯৩} ^{৯৪} ^{৯৫} ^{৯৬} ^{৯৭} ^{৯৮} ^{৯৯} ^{১০০} ^{১০১} ^{১০২} ^{১০৩} ^{১০৪} ^{১০৫} ^{১০৬} ^{১০৭} ^{১০৮} ^{১০৯} ^{১১০} ^{১১১} ^{১১২} ^{১১৩} ^{১১৪} ^{১১৫} ^{১১৬} ^{১১৭} ^{১১৮} ^{১১৯} ^{১২০} ^{১২১} ^{১২২} ^{১২৩} ^{১২৪} ^{১২৫} ^{১২৬} ^{১২৭} ^{১২৮} ^{১২৯} ^{১৩০} ^{১৩১} ^{১৩২} ^{১৩৩} ^{১৩৪} ^{১৩৫} ^{১৩৬} ^{১৩৭} ^{১৩৮} ^{১৩৯} ^{১৪০} ^{১৪১} ^{১৪২} ^{১৪৩} ^{১৪৪} ^{১৪৫} ^{১৪৬} ^{১৪৭} ^{১৪৮} ^{১৪৯} ^{১৫০} ^{১৫১} ^{১৫২} ^{১৫৩} ^{১৫৪} ^{১৫৫} ^{১৫৬} ^{১৫৭} ^{১৫৮} ^{১৫৯} ^{১৬০} ^{১৬১} ^{১৬২} ^{১৬৩} ^{১৬৪} ^{১৬৫} ^{১৬৬} ^{১৬৭} ^{১৬৮} ^{১৬৯} ^{১৭০} ^{১৭১} ^{১৭২} ^{১৭৩} ^{১৭৪} ^{১৭৫} ^{১৭৬} ^{১৭৭} ^{১৭৮} ^{১৭৯} ^{১৮০} ^{১৮১} ^{১৮২} ^{১৮৩} ^{১৮৪} ^{১৮৫} ^{১৮৬} ^{১৮৭} ^{১৮৮} ^{১৮৯} ^{১৯০} ^{১৯১} ^{১৯২} ^{১৯৩} ^{১৯৪} ^{১৯৫} ^{১৯৬} ^{১৯৭} ^{১৯৮} ^{১৯৯} ^{২০০} ^{২০১} ^{২০২} ^{২০৩} ^{২০৪} ^{২০৫} ^{২০৬} ^{২০৭} ^{২০৮} ^{২০৯} ^{২১০} ^{২১১} ^{২১২} ^{২১৩} ^{২১৪} ^{২১৫} ^{২১৬} ^{২১৭} ^{২১৮} ^{২১৯} ^{২২০} ^{২২১} ^{২২২} ^{২২৩} ^{২২৪} ^{২২৫} ^{২২৬} ^{২২৭} ^{২২৮} ^{২২৯} ^{২৩০} ^{২৩১} ^{২৩২} ^{২৩৩} ^{২৩৪} ^{২৩৫} ^{২৩৬} ^{২৩৭} ^{২৩৮} ^{২৩৯} ^{২৪০} ^{২৪১} ^{২৪২} ^{২৪৩} ^{২৪৪} ^{২৪৫} ^{২৪৬} ^{২৪৭} ^{২৪৮} ^{২৪৯} ^{২৫০} ^{২৫১} ^{২৫২} ^{২৫৩} ^{২৫৪} ^{২৫৫} ^{২৫৬} ^{২৫৭} ^{২৫৮} ^{২৫৯} ^{২৬০} ^{২৬১} ^{২৬২} ^{২৬৩} ^{২৬৪} ^{২৬৫} ^{২৬৬} ^{২৬৭} ^{২৬৮} ^{২৬৯} ^{২৭০} ^{২৭১} ^{২৭২} ^{২৭৩} ^{২৭৪} ^{২৭৫} ^{২৭৬} ^{২৭৭} ^{২৭৮} ^{২৭৯} ^{২৮০} ^{২৮১} ^{২৮২} ^{২৮৩} ^{২৮৪} ^{২৮৫} ^{২৮৬} ^{২৮৭} ^{২৮৮} ^{২৮৯} ^{২৯০} ^{২৯১} ^{২৯২} ^{২৯৩} ^{২৯৪} ^{২৯৫} ^{২৯৬} ^{২৯৭} ^{২৯৮} ^{২৯৯} ^{৩০০} ^{৩০১} ^{৩০২} ^{৩০৩} ^{৩০৪} ^{৩০৫} ^{৩০৬} ^{৩০৭} ^{৩০৮} ^{৩০৯} ^{৩১০} ^{৩১১} ^{৩১২} ^{৩১৩} ^{৩১৪} ^{৩১৫} ^{৩১৬} ^{৩১৭} ^{৩১৮} ^{৩১৯} ^{৩২০} ^{৩২১} ^{৩২২} ^{৩২৩} ^{৩২৪} ^{৩২৫} ^{৩২৬} ^{৩২৭} ^{৩২৮} ^{৩২৯} ^{৩৩০} ^{৩৩১} ^{৩৩২} ^{৩৩৩} ^{৩৩৪} ^{৩৩৫} ^{৩৩৬} ^{৩৩৭} ^{৩৩৮} ^{৩৩৯} ^{৩৪০} ^{৩৪১} ^{৩৪২} ^{৩৪৩} ^{৩৪৪} ^{৩৪৫} ^{৩৪৬} ^{৩৪৭} ^{৩৪৮} ^{৩৪৯} ^{৩৫০} ^{৩৫১} ^{৩৫২} ^{৩৫৩} ^{৩৫৪} ^{৩৫৫} ^{৩৫৬} ^{৩৫৭} ^{৩৫৮} ^{৩৫৯} ^{৩৬০} ^{৩৬১} ^{৩৬২} ^{৩৬৩} ^{৩৬৪} ^{৩৬৫} ^{৩৬৬} ^{৩৬৭} ^{৩৬৮} ^{৩৬৯} ^{৩৭০} ^{৩৭১} ^{৩৭২} ^{৩৭৩} ^{৩৭৪} ^{৩৭৫} ^{৩৭৬} ^{৩৭৭} ^{৩৭৮} ^{৩৭৯} ^{৩৮০} ^{৩৮১} ^{৩৮২} ^{৩৮৩} ^{৩৮৪} ^{৩৮৫} ^{৩৮৬} ^{৩৮৭} ^{৩৮৮} ^{৩৮৯} ^{৩৯০} ^{৩৯১} ^{৩৯২} ^{৩৯৩} ^{৩৯৪} ^{৩৯৫} ^{৩৯৬} ^{৩৯৭} ^{৩৯৮} ^{৩৯৯} ^{৪০০} ^{৪০১} ^{৪০২} ^{৪০৩} ^{৪০৪} ^{৪০৫} ^{৪০৬} ^{৪০৭} ^{৪০৮} ^{৪০৯} ^{৪১০} ^{৪১১} ^{৪১২} ^{৪১৩} ^{৪১৪} ^{৪১৫} ^{৪১৬} ^{৪১৭} ^{৪১৮} ^{৪১৯} ^{৪২০} ^{৪২১} ^{৪২২} ^{৪২৩} ^{৪২৪} ^{৪২৫} ^{৪২৬} ^{৪২৭} ^{৪২৮} ^{৪২৯} ^{৪৩০} ^{৪৩১} ^{৪৩২} ^{৪৩৩} ^{৪৩৪} ^{৪৩৫} ^{৪৩৬} ^{৪৩৭} ^{৪৩৮} ^{৪৩৯} ^{৪৪০} ^{৪৪১} ^{৪৪২} ^{৪৪৩} ^{৪৪৪} ^{৪৪৫} ^{৪৪৬} ^{৪৪৭} ^{৪৪৮} ^{৪৪৯} ^{৪৫০} ^{৪৫১} ^{৪৫২} ^{৪৫৩} ^{৪৫৪} ^{৪৫৫} ^{৪৫৬} ^{৪৫৭} ^{৪৫৮} ^{৪৫৯} ^{৪৬০} ^{৪৬১} ^{৪৬২} ^{৪৬৩} ^{৪৬৪} ^{৪৬৫} ^{৪৬৬} ^{৪৬৭} ^{৪৬৮} ^{৪৬৯} ^{৪৭০} ^{৪৭১} ^{৪৭২} ^{৪৭৩} ^{৪৭৪} ^{৪৭৫} ^{৪৭৬} ^{৪৭৭} ^{৪৭৮} ^{৪৭৯} ^{৪৮০} ^{৪৮১} ^{৪৮২} ^{৪৮৩} ^{৪৮৪} ^{৪৮৫} ^{৪৮৬} ^{৪৮৭} ^{৪৮৮} ^{৪৮৯} ^{৪৯০} ^{৪৯১} ^{৪৯২} ^{৪৯৩} ^{৪৯৪} ^{৪৯৫} ^{৪৯৬} ^{৪৯৭} ^{৪৯৮} ^{৪৯৯} ^{৫০০} ^{৫০১} ^{৫০২} ^{৫০৩} ^{৫০৪} ^{৫০৫} ^{৫০৬} ^{৫০৭} ^{৫০৮} ^{৫০৯} ^{৫১০} ^{৫১১} ^{৫১২} ^{৫১৩} ^{৫১৪} ^{৫১৫} ^{৫১৬} ^{৫১৭} ^{৫১৮} ^{৫১৯} ^{৫২০} ^{৫২১} ^{৫২২} ^{৫২৩} ^{৫২৪} ^{৫২৫} ^{৫২৬} ^{৫২৭} ^{৫২৮} ^{৫২৯} ^{৫৩০} ^{৫৩১} ^{৫৩২} ^{৫৩৩} ^{৫৩৪} ^{৫৩৫} ^{৫৩৬} ^{৫৩৭} ^{৫৩৮} ^{৫৩৯} ^{৫৪০} ^{৫৪১} ^{৫৪২} ^{৫৪৩} ^{৫৪৪} ^{৫৪৫} ^{৫৪৬} ^{৫৪৭} ^{৫৪৮} ^{৫৪৯} ^{৫৫০} ^{৫৫১} ^{৫৫২} ^{৫৫৩} ^{৫৫৪} ^{৫৫৫} ^{৫৫৬} ^{৫৫৭} ^{৫৫৮} ^{৫৫৯} ^{৫৬০} ^{৫৬১} ^{৫৬২} ^{৫৬৩} ^{৫৬৪} ^{৫৬৫} ^{৫৬৬} ^{৫৬৭} ^{৫৬৮} ^{৫৬৯} ^{৫৭০} ^{৫৭১} ^{৫৭২} ^{৫৭৩} ^{৫৭৪} ^{৫৭৫} ^{৫৭৬} ^{৫৭৭} ^{৫৭৮} ^{৫৭৯} ^{৫৮০} ^{৫৮১} ^{৫৮২} ^{৫৮৩} ^{৫৮৪} ^{৫৮৫} ^{৫৮৬} ^{৫৮৭} ^{৫৮৮} ^{৫৮৯} ^{৫৯০} ^{৫৯১} ^{৫৯২} ^{৫৯৩} ^{৫৯৪} ^{৫৯৫} ^{৫৯৬} ^{৫৯৭} ^{৫৯৮} ^{৫৯৯} ^{৬০০} ^{৬০১} ^{৬০২} ^{৬০৩} ^{৬০৪} ^{৬০৫} ^{৬০৬} ^{৬০৭} ^{৬০৮} ^{৬০৯} ^{৬১০} ^{৬১১} ^{৬১২} ^{৬১৩} ^{৬১৪} ^{৬১৫} ^{৬১৬} ^{৬১৭} ^{৬১৮} ^{৬১৯} ^{৬২০} ^{৬২১} ^{৬২২} ^{৬২৩} ^{৬২৪} ^{৬২৫} ^{৬২৬} ^{৬২৭} ^{৬২৮} ^{৬২৯} ^{৬৩০} ^{৬৩১} ^{৬৩২} ^{৬৩৩} ^{৬৩৪} ^{৬৩৫} ^{৬৩৬} ^{৬৩৭} ^{৬৩৮} ^{৬৩৯} ^{৬৪০} ^{৬৪১} ^{৬৪২} ^{৬৪৩} ^{৬৪৪} ^{৬৪৫} ^{৬৪৬} ^{৬৪৭} ^{৬৪৮} ^{৬৪৯} ^{৬৫০} ^{৬৫১} ^{৬৫২} ^{৬৫৩} ^{৬৫৪} ^{৬৫৫} ^{৬৫৬} ^{৬৫৭} ^{৬৫৮} ^{৬৫৯} ^{৬৬০} ^{৬৬১} ^{৬৬২} ^{৬৬৩} ^{৬৬৪} ^{৬৬৫} ^{৬৬৬} ^{৬৬৭} ^{৬৬৮} ^{৬৬৯} ^{৬৭০} ^{৬৭১} ^{৬৭২} ^{৬৭৩} ^{৬৭৪} ^{৬৭৫} ^{৬৭৬} ^{৬৭৭} ^{৬৭৮} ^{৬৭৯} ^{৬৮০} ^{৬৮১} ^{৬৮২} ^{৬৮৩} ^{৬৮৪} ^{৬৮৫} ^{৬৮৬} ^{৬৮৭} ^{৬৮৮} ^{৬৮৯} ^{৬৯০} ^{৬৯১} ^{৬৯২} ^{৬৯৩} ^{৬৯৪} ^{৬৯৫} ^{৬৯৬} ^{৬৯৭} ^{৬৯৮} ^{৬৯৯} ^{৭০০} ^{৭০১} ^{৭০২} ^{৭০৩} ^{৭০৪} ^{৭০৫} ^{৭০৬} ^{৭০৭} ^{৭০৮} ^{৭০৯} ^{৭১০} ^{৭১১} ^{৭১২} ^{৭১৩} ^{৭১৪} ^{৭১৫} ^{৭১৬} ^{৭১৭} ^{৭১৮} ^{৭১৯} ^{৭২০} ^{৭২১} ^{৭২২} ^{৭২৩} ^{৭২৪} ^{৭২৫} ^{৭২৬} ^{৭২৭} ^{৭২৮} ^{৭২৯} ^{৭৩০} ^{৭৩১} ^{৭৩২} ^{৭৩৩} ^{৭৩৪} ^{৭৩৫} ^{৭৩৬} ^{৭৩৭} ^{৭৩৮} ^{৭৩৯} ^{৭৪০} ^{৭৪১} ^{৭৪২} ^{৭৪৩} ^{৭৪৪} ^{৭৪৫} ^{৭৪৬} ^{৭৪৭} ^{৭৪৮} ^{৭৪৯} ^{৭৫০} ^{৭৫১} ^{৭৫২} ^{৭৫৩} ^{৭৫৪} ^{৭৫৫} ^{৭৫৬} ^{৭৫৭} ^{৭৫৮} ^{৭৫৯} ^{৭৬০} ^{৭৬১} ^{৭৬২} ^{৭৬৩} ^{৭৬৪} ^{৭৬৫} ^{৭৬৬} ^{৭৬৭} ^{৭৬৮} ^{৭৬৯} ^{৭৭০} ^{৭৭১} ^{৭৭২} ^{৭৭৩} ^{৭৭৪} ^{৭৭৫} ^{৭৭৬} ^{৭৭৭} ^{৭৭৮} ^{৭৭৯} ^{৭৮০} ^{৭৮১} ^{৭৮২} ^{৭৮৩} ^{৭৮৪} ^{৭৮৫} ^{৭৮৬} ^{৭৮৭} ^{৭৮৮} ^{৭৮৯} ^{৭৯০} ^{৭৯১} ^{৭৯২} ^{৭৯৩} ^{৭৯৪} ^{৭৯৫} ^{৭৯৬} ^{৭৯৭} ^{৭৯৮} ^{৭৯৯} ^{৮০০} ^{৮০১} ^{৮০২} ^{৮০৩} ^{৮০৪} ^{৮০৫} ^{৮০৬} ^{৮০৭} ^{৮০৮} ^{৮০৯} ^{৮১০} ^{৮১১} ^{৮১২} ^{৮১৩} ^{৮১৪} ^{৮১৫} ^{৮১৬} ^{৮১৭} ^{৮১৮} ^{৮১৯} ^{৮২০} ^{৮২১} ^{৮২২} ^{৮২৩} ^{৮২৪} ^{৮২৫} ^{৮২৬} ^{৮২৭} ^{৮২৮} ^{৮২৯} ^{৮৩০} ^{৮৩১} ^{৮৩২} ^{৮৩৩} ^{৮৩৪} ^{৮৩৫} ^{৮৩৬} ^{৮৩৭} ^{৮৩৮} ^{৮৩৯} ^{৮৪০} ^{৮৪১} ^{৮৪২} ^{৮৪৩} ^{৮৪৪} ^{৮৪৫} ^{৮৪৬} ^{৮৪৭} ^{৮৪৮} ^{৮৪৯} ^{৮৫০} ^{৮৫১} ^{৮৫২} ^{৮৫৩} ^{৮৫৪} ^{৮৫৫} ^{৮৫৬} ^{৮৫৭} ^{৮৫৮} ^{৮৫৯} ^{৮৬০} ^{৮৬১} ^{৮৬২} ^{৮৬৩} ^{৮৬৪} ^{৮৬৫} ^{৮৬৬} ^{৮৬৭} ^{৮৬৮} ^{৮৬৯} ^{৮৭০} ^{৮৭১} ^{৮৭২} ^{৮৭৩} ^{৮৭৪} ^{৮৭৫} ^{৮৭৬} ^{৮৭৭} ^{৮৭৮} ^{৮৭৯} ^{৮৮০} ^{৮৮১} ^{৮৮২} ^{৮৮৩} ^{৮৮৪} ^{৮৮৫} ^{৮৮৬} ^{৮৮৭} ^{৮৮৮} ^{৮৮৯} ^{৮৯০} ^{৮৯১} ^{৮৯২} ^{৮৯৩} ^{৮৯৪} ^{৮৯৫} ^{৮৯৬} ^{৮৯৭} ^{৮৯৮} ^{৮৯৯} ^{৯০০} ^{৯০১} ^{৯০২} ^{৯০৩} ^{৯০৪} ^{৯০৫} ^{৯০৬} ^{৯০৭} ^{৯০৮} ^{৯০৯} ^{৯১০} ^{৯১১} ^{৯১২} ^{৯১৩} ^{৯১৪} ^{৯১৫} ^{৯১৬} ^{৯১৭} ^{৯১৮} ^{৯১৯} ^{৯২০} ^{৯২১} ^{৯২২} ^{৯২৩} ^{৯২৪} ^{৯২৫} ^{৯২৬} ^{৯২৭} ^{৯২৮} ^{৯২৯} ^{৯৩০} ^{৯৩১} ^{৯৩২} ^{৯৩৩} ^{৯৩৪} ^{৯৩৫} ^{৯৩৬} ^{৯৩৭} ^{৯৩৮} ^{৯৩৯} ^{৯৪০} ^{৯৪১} ^{৯৪২} ^{৯৪৩} ^{৯৪৪} ^{৯৪৫} ^{৯৪৬} ^{৯৪৭} ^{৯৪৮} ^{৯৪৯} ^{৯৫০} ^{৯৫১} ^{৯৫২} ^{৯৫৩} ^{৯৫৪} ^{৯৫৫} ^{৯৫৬} ^{৯৫৭} ^{৯৫৮} ^{৯৫৯} ^{৯৬০} ^{৯৬১} ^{৯৬২} ^{৯৬৩} ^{৯৬৪} ^{৯৬৫} ^{৯৬৬} ^{৯৬৭} ^{৯৬৮} ^{৯৬৯} ^{৯৭০} ^{৯৭১} ^{৯৭২} ^{৯৭৩} ^{৯৭৪} ^{৯৭৫} ^{৯৭৬} ^{৯৭৭} ^{৯৭৮} ^{৯৭৯} ^{৯৮০} ^{৯৮১} ^{৯৮২} ^{৯৮৩} ^{৯৮৪} ^{৯৮৫} ^{৯৮৬} ^{৯৮৭} ^{৯৮৮} ^{৯৮৯} ^{৯৯০} ^{৯৯১} ^{৯৯২} ^{৯৯৩} ^{৯৯৪} ^{৯৯৫} ^{৯৯৬} ^{৯৯৭} ^{৯৯৮} ^{৯৯৯} ^{১০০০}

শ্রামা। কিছুই করতে হবে না মা। কাপড়গুলো আমায় দিয়ে দাও, আমি ওই নিরাশ্রয় বহুতল চাষীদের মধ্যে বিলিয়ে দিই।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কি? মায়ের পূজোর কাপড় তুই চাষীদের বিলিয়ে দিবি!

শ্রামা। তার চেয়ে বড় পূজো আর কি আছে মা? মা যে জগজ্জননী, তার সন্তানের যদি পরণের কাপড় না জোটে, পেটের ভাত না জোগায়; রোগে ওষুধ না মেলে, তাহ'লে মা তোমাদের ভোগ নেবেনা। আমার পরণে যদি জোটে ছেঁড়া ময়লা সেলাই-করা কাপড়, তুমি কি পার মা বেনারসী পরতে?

এদে উঠেছে। তাদের বের করে দেবার জন্তে পাইক পেয়াদারা কোমর বেঁধে লেগেছে, ওদের ছুঁলে কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তর্ক করবি না। প্রায়শ্চিত্ত না হয় পরেই করবি। কিছু ছোটলোকের ছোঁয়া—

শ্রামা। দাও না মা কাপড়গুলো। ওরা বড় দুঃখী। তোমার অনেক আছে, তুমি ওদের মুখের দিকে চাও। বরাবর ত মায়ের পূজা করেছ, এবার গরীবের পূজা কর। দেখবে তোমার মায়ের সঙ্গে তেত্রিশ কোটি দেবতা তোমার ঘরে নেমে এসেছে। কবি তোমাদের ডেকে কি বলেছেন জান?

বিষ্ণুপ্রিয়া। যা যাঃ, ভারী তোর কবি। কি বলেছে কবি?

শ্রামা। বলেছেন,—“মাতৃহারা মা যদি না পায়, তবে আজ কিসের উৎসব?”

বিষ্ণুপ্রিয়া। তা বলে পূজোর কাপড় তুই ছোটলোকদের দিয়ে দিবি! যা খুশী কর, আমি সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। সিরাজের মেয়ে না কি বললি? কাপড়ের অভাবে বেকতে পাচ্ছে না? তাতে তোমার কি এল আর গেল হতভাগা মেয়ে?

শ্রামা। মা,—

বিষ্ণুপ্রিয়া। বলব কাকে? আমার কথা কি শুনবে? ছ’ জোড়া কাপড় আর দশটা টাকা তুমি তাকে দিয়ে বসে আছ। যা প্রাণ চায় কর! আমাদের কি? আজ আছি, কাল নেই। দূর দূর। [প্রস্থান।

শ্রামা। রাগ করো না জগজ্জননি, বছর বছর তুমি রাজভোগ খাও; রাজবেশ পর। এবার তোমার ছেলে মেয়েরা থাক, তারাই পুরুষ, তুমি চেয়ে চেয়ে দেখ। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সিক্বেস্বরের বাড়ী।

সিক্বেস্বরের প্রবেশ।

সিক্বেস্বর। গোরা, এ গোরা, গোরা,—

ভাছুর প্রবেশ।

ভাছ। দাদাকে ডাকছ বাবা?

সিক্বেস্বর। ডাকছি না ত কি চৈঁচিয়ে ব্যায়াম করছি? কোথা
সে বাদরটা?

ভাছ। দাদা ত ঘরে নেই।

সিক্বেস্বর। নেই তা ত দেখতেই পাচ্ছি। মরেছে কি না তাই
বল্।

ভাছ। মরবে কেন? ভোরবেলা ভিক্ষে করতে বেরিয়েছে।
এখনও ফেরেনি।

সিক্বেস্বর। ভিক্ষে করতে বেরিয়েছে! কেন, বাপের চিতার
উপর মঠ তুলবে বুঝি?

ভাছ। না বাবা, ভিক্ষে করে এনে বস্ত্রার্জীদের খাওয়াবে।

সিক্বেস্বর। শুভীর মাথা করবে। বস্ত্রার্জীরা ওর স্বর্গে বাতি
দেবে। শূয়ারকে এখানে ঠাই দিয়েই অন্তায় করেছে। আমি কি

হানি ওর এত গুণ! হেন দিন নেই যেদিন ছ'দশটা লোক এসে নাশিশ না করবে। হয় কারও মাথা ফাটিয়েছে, না হয় কাউকে অপমান করেছে, নয়ত কারও ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। কত লোকের পায়ে ধরব আমি? মান মর্যাদা রসাতলে গেল, চাকরিটাও বন্দি যায়।

ভাছ। কেন বাবা, আবার কি করেছে দাদা?

সিক্কেস্বর। যা করেছে, তাতে ওর ত যা হবার হবেই, আমার শুদ্ধ হাতে দড়ি পড়বে। রাজবাড়ার ঠাকুর নোকো করে নিয়ে আসছিল, হতভাগা তার দলবল নিয়ে ঠাকুর ফেলে দিয়ে বস্তার্ত ব্যাটাদের নোকো ভর্তি করে নিয়ে এসেছে। এখন আমি করব কি বল?

ভাছ। তোমার কিছু করতে হবে না বাবা। ঠাকুর নিজেই এর বিচার করবে। তুমি দেখে নিও বাবা, যে অনাচারী তার অসম্মান করেছে, তাকে রাজবাড়ীর পাঠার মাংস খেতে দেয়নি, সে তিনদিনের মধ্যে মুখে রক্ত উঠে মরবে। আবার কি বলে গেছে জান?

সিক্কেস্বর। কি বলে গেছে শূয়ার?

ভাছ। বলে গেছে, কাকাকে বলিস আমাদের সঙ্গে যেন ভিক্ষে করতে বেরোয়।

সিক্কেস্বর। কি? ভিক্ষে করব আমি,—ওই বস্তার্ত ছোটলোকদের জন্তে?

ভাছ। ক্ষেপেছ? গা শুদ্ধ সবাই পাগল হলেও ত তুমি পাগল হতে পার না। রাস্তায় গিয়ে দেখ না, ছেলেদের ত কথাই নেই, বুড়ো ভদ্রলোকেরা, মহিলারা পর্য্যন্ত আজ রাস্তায় নেমে এসেছে। রতন গীয়ে এ দৃশ্য না কি আর কখনও কেউ দেখেনি। টাকা

পরমা সোনা দানার ভিক্ষুর ঝুলি ভরে গেছে, কাপড় জামা উড়ে এসে পড়ছে। ঠাকুর দেখতে আজ আর কেউ যায়নি বাবা, সবাই রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে মানুষের পূজো দেখতে। এ হ'ল কি বাবা?

সিক্কেস্বর। মানুষের পূজো! সাতজন্মেও এমন কথা শুনিনি।

ভাত্ৰ। আমি তাকে বলেছিলুম বাবা খবরদার, আমাদের ঘরে এনে যেন চাষা ভূষোদের ঢুকিও না। তার উত্তরে কি বললে জান?

সিক্কেস্বর। কি বললে?

ভাত্ৰ। বললে, যত্র জীব তত্র শিব। কে ওদের বিবেকানন্দ না পাগলানন্দ নাকি বলেছে,—

“জীবে প্রেম করে যেই জন,

সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।”

[প্রস্থান।]

সিক্কেস্বর। এ শূয়রেরও যেন কথাবার্তা বাঁকা বাঁকা মনে হচ্ছে। কাণ ধরে বাড়ী থেকে বার করে দেব।

শঙ্করীর প্রবেশ।

শঙ্করী। গোরা কোথায় গেল বল দেখি? কখন থেকে ভাত কোলে করে বসে আছি। ছেলের দেখাই নেই। হাড়মাস জালিয়ে খেলে হতভাগা ছেলে।

সিক্কেস্বর। জ্বালাতনের এখনও হয়েছে কি? জেল হয় না ফাঁসী হয়, তাই দেখ। রাজা বাহাদুর চটে আগুন হয়ে আছে। ওর ত বা হবার হবেই, আমাদেরও চাল কেটে তুলে দেবে।

শঙ্করী। কেন বল দেখি? চুরি কুরি করেছে না কি?

সিন্ধেশ্বর । বাজে কথা বলো না । চুরি করতে দেখেছ আমার কোনদিন ?

শঙ্করী । কেন দেখব না ? রোজই ত দেখাছি । মাইনে ত পাও সতেরো টাকা বারো আনা,—তাও বছরের পর বছর বাকি পড়ে থাকে, তবে আমার গায়ে এত গহনা উঠল কি করে ? এত জমিজমা কিনলে কি দিয়ে ? রোজ রোজ এত থলে ভর্তি টাকা আসে কোথেকে ?

সিন্ধেশ্বর । সে সব তুমি কি বুঝবে ? ও হচ্ছে আমার দস্তুরী ।

শঙ্করী । চুরির গায়ে চিনি মাথালেই দস্তুরী হয় । আমি সব বুঝি ঠাকুর । রাজা বাহাদুর ধরে চাবকে দিয়েছে বকি ?

সিন্ধেশ্বর । আমাকে চাবকাবে কেন ? চাবকাবে ওই গোরাকে । তোমার আশকারা পেয়েই ত হতভাগা মাথায় উঠেছে । এখন ওর জালায় আমার মাথা খুঁড়ে মরতে হবে ।

শঙ্করী । মরতে ত হবেই একদিন, না হয় দুদিন আগেই মরলে ।

সিন্ধেশ্বর । মস্তুরা করোনা বলছি, হতভাগা কি করেছে জান ? রাজবাড়ীর ঠাকুর নৌকো করে আসছিল । হতচ্ছাড়া পাজি সেই ঠাকুর নামিয়ে রেখে বস্ত্রার্জীদের পার করে এনেছে । ঠাকুর গলে কাঁদা হয়ে গেছে ।

শঙ্করী । বল কি ?

সিন্ধেশ্বর । শুধু কি এই ? রাজা বাহাদুরের পাঠশালায়, আট-চালায় বাগান বাড়ীতে আর নহবৎখানায় বস্ত্রার্জীদের জোর করে চুকিয়ে দিয়েছে । মায়ের পূজো বন্ধ হয়ে গেল ।

শঙ্করী । ছেলেটার কি বুকের পাটা গো ?

সিক্বেস্বর। তোমার যে দাঁত বেরিয়ে পড়ল গো। যাবে না কি রাস্তার ? সে ব্যাটা ত দল বল নিয়ে ভিক্ষেয় নেমেছে। তুমিও গিয়ে ভাস্করপোর সঙ্গে যোগ দাও। সে গান কছে, তুমি গিয়ে নাচ।

শঙ্করী। তুমিও চল না পেছন থেকে ধ্বনি দেবে।

সিক্বেস্বর। ওঃ—অমনি চার পা তুলে ছুটল। মেরে তক্তা বানিয়ে দেব, জান ?

শঙ্করী। জানি। তবে তুমিও জেনো ; আমার গায়ে হাত তুললে ওই গোরাই তোমার উঠোনে পুতে ফেলবে।

[প্রস্থান।]

সিক্বেস্বর। এ হ'ল কি ? দেশটা কি অরাজক হয়ে গেল ?

চুড়ামণির প্রবেশ।

চুড়ামণি। মহাপাপ, বোর মহাপাপ সিক্বেস্বর। প্রতিমার অভাবে রাজবাড়ীর পূজা বন্ধ হয়ে গেল। দশটা পাঠা মানসিক ছিল, একটারও আর পান্তা নেই, দড়ি খুলে কে ছেড়ে দিয়েছে। রাজা-বাহাদুর শোকে জুপে শয্যা নিয়েছেন আর জরের বোরে ভুল বকছেন। সব তোমার ভাইপোর জন্তে। এত বড় মহাপাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত ভূয়ানল। শুধু ওর নয়। এমন শাস্ত বিরোধী দেবদেয়ী পাষাণকে যে আশ্রয় দেয় ; তারও পরিণামে অনন্ত নরক।

সিক্বেস্বর। আমি ত কিছু করিনি চুড়ামণি মশায়।

চুড়ামণি। না করলেও করেছ। সে হচ্ছে তোমার ভাইপো।

সিক্বেস্বর। আমি যদি তাকে ত্যাজ্য ভাইপো করি ?

চুড়ামণি। হয় না। ত্যাজ্য পুত্র হতে পারে, ত্যাজ্য পিতা-মাতাও হতে পারে, কিন্তু ত্যাজ্য ভাইপো হয় না।

সিন্ধেশ্বর । তাহ'লে উপায় ?

চুড়ামণি । উপায় আছে । ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে সবৎসা গাভী দান, তার উপর স্বর্ণ উপবীত, স্বর্ণকলস, বিশ জোড়া বজ্র, একশটি সোনার বিহুপত্র—

সিন্ধেশ্বর । আর এক জোড়া হীরের খড়ম, মোতির মালা—
আমাকে বেচলেও এর হু আনি খরচ উঠবে না ।

চুড়ামণি । নরক । আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোমাকে কুন্তীপাক নরকে তেলের কড়ায় ভাজছে ।

সিন্ধেশ্বর । ও ঠাকুর,—

চুড়ামণি । মা জগদম্বার এই অমর্যাদায় তেত্রিশ কোটি দেবতা রুটে হয়েছে সিন্ধেশ্বর । মহাদেবের ত্রিশূল, ইশ্বেশ্বর বজ্র, বিষ্ণুর চক্র সব একসঙ্গে গর্জছে উঠেছে । তোমার আর রক্ষে নেই ।

সিন্ধেশ্বর । আরে মশায়, আমি কি করেছি ? গায়ে কি লোক নেই ? ওকে ধরে তুষানলে ফেলে দিতে পারে না ? হতভাগা মরুক, আমি কিচ্ছু বলব না ।

চুড়ামণি । কত বড় বৃকের পাটা বল দেখি । বলা নেই, কওয়া নেই, কতকগুলো চাষা ভূষোকে এনে মায়ের আটচালায় ঢুকিয়ে দিয়েছে ? গোটা কতক মুসলমানকে আবার নহবৎখানায় ঠাই দিয়েছে । আরে, ওরা হচ্ছে ভগবানের অবহেলিত জীব । ওরা জন্মেছেই ত কুকুর ছাগলের মত মরতে । তার জন্তে দেবস্থান অপবিত্র করা ? গেলে, হিন্দুধর্ম রসাতলে গেল ।

সিন্ধেশ্বর । তাই ত দেখছি ।

চুড়ামণি ! শুধু কি এই ? রাস্তায় গিয়ে দেখ, বস্ত্রার্হ ব্যাটাদের জন্তে লোকের গলায় সাঁড়ানী দিয়ে পরসাদ আদায় হচ্ছে । লোকের

ঘর থেকে জামাকাপড় টেনে বার কচ্ছে। মেয়েছেলেগুলোকে পর্যাপ্ত ভিক্ষে করতে রাস্তায় নামিয়েছে। তুমি বললে বিশ্বাস করবে না সিদ্ধেশ্বর, আমার ব্রাহ্মণীর কাছ থেকে ভুলিয়ে ভালিয়ে পাঁচ পাঁচটা টাকা আদায় করেছে। রাজা বাহাদুর ত বারুদ হয়ে আছেন। সেয়ে উঠে গোরাকে ত গোর দেবেনই, তোমারও মাথাটা থাকলে হয়। দস্তুর মত গ্রহশাস্তি না করলে মনিবের রোহও কাটবে না, আর নরকের ভয়ও যাবে না।

সিদ্ধেশ্বর। করুন না আপনি গ্রহশাস্তি। কি লাগবে বলুন।

চুড়ামনি। অস্তুর কাছে পঞ্চাশ টাকা সওয়া পাঁচ আনা নিই। তুমি আপনার লোক, না হয় পঞ্চাশ টাকাই দিও।

সিদ্ধেশ্বর। পঞ্চাশ টাকা! মরে যাব চুড়ামনি মশায়। আমি ছ'টি টাকা দেব; আমার রক্ষে করুন।

চুড়ামনি। কি পাগলের মত বকছ? ছ'টাকায় গ্রহশাস্তি! এ কি অনন্ত শিরোমণি পেয়েছ যে ন' সিকে নিয়ে লক্ষ্মী পূজোর মন্ত্র আউড়ে দিয়ে যাবে? আমি বাবাম্বর চুড়ামনি। মেয়ে কেটে চলিশ টাকায় নামতে পারি, তার কমে নয়।

সিদ্ধেশ্বর। এই জন্তেই শাজে বলেছে, “অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়”। আচ্ছা, আজি লিখে এই তিন টাকা ছ'আনা পেয়েছি; ছ'আনা রেখে তিন টাকাই ধরে দিলুম। ওঃ—খরচ, কেবলি খরচ। কুলাঙ্গারকে আমি পথে বসাব, তবে আমার নাম সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্তী।

[প্রস্থান।]

চুড়ামনি। তিন টাকায় গ্রহশাস্তি! উচ্ছন্ন যা ব্যাটা।

গোরার প্রবেশ।

গোরা। কাকা,—

চুড়ামণি। এই যে বাবা গোরাচাঁদ। তোমার কথাই হচ্ছিল বাবা। সাবাস বাপের ব্যাটা। যা কেউ পারেনি; তুমি তাই করেছ। রাজা বাহাদুরের দর্প চূর্ণ করতে তুমি ছাড়া আর কেউ পারত না। তোমার কাকা ত রেগে কাঁই। বলে,—আমি শূদ্রকে ভিটে ছাড়া করব। আমি বললুম,—খবরদার সিধু, আমি বেঁচে থাকতে যে ওর গায়ে একটা আঁচড় কাটবে; তারই একদিন কি আমারই একদিন।

গোরা। আমি জানি চুড়ামণি মশায়, এ ঘোর সংসারারণ্যে আপনিই আমার একমাত্র বান্ধব।

চুড়ামণি। তুমি কিছু ভেবো না বাবাজি। তোমার কল্যাণে আমি শান্তি স্বস্ত্যয়ন করব। বিশেষ কিছু খরচা লাগবে না। ভিক্ষে কবে যা পাবে, তার আদ্বৈত তুমি নিও, বাকি আদ্বৈত আমার দিও। এমন স্বস্ত্যয়ন করব যে তোমার কাকার মাথাটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

গোরা। ফেটে গেলে ত রয়েই গেল। মাথাটা কাঁধ থেকে খসে পড়া চাই।

চুড়ামণি। তাহ'লে যে আরও খরচা লাগবে।

গোরা। লাগুক। আপনাকে আমি এমন দেওয়া দেব যে আর আপনার করে খেতে হবে না।

চুড়ামণি। হেঃ হেঃ। প্রাণের টান যাবে কোথায়? তোমার বাবা ছিলেন আমার পিসেমশায়ের সম্বন্ধীয় ছেলে। তাই ত অহরহঃ তোমার জন্তে এমন প্রাণ কাঁদে গোরাচাঁদ।

গোরা। কাঁদবেই ত। মা মরার সময় বলে গিয়েছিলেন,—
গোরা,—তোমার হুঁখে শেয়াল কুকুর কাঁদবে।

চুড়ামণি । দেখ, তোমার কাকা যদি তোমায় বলে, বেরিয়ে যাও, তুমি বলবে,—তুমি বেরিয়ে যাও । মনে রেখো,—এ বাড়ী ঘর বিষয় সম্পত্তি সব তোমার বাবার টাকায় কেনা ।

গোরা । তবে না কি আমার কিছু নেই ।

চুড়ামণি । আছে কি না, আমি দেখে নেব । তুমি এ দলিলটার সহ করে দাও দেখি ।

গোরা । কিসের দলিল ? আমার সম্পত্তি আমি আপনাকে বিক্রি কচ্ছি ?

চুড়ামণি । মিছেমিছি বাবা । হেঃ হেঃ হেঃ ।

গোরা । হেঃ হেঃ হেঃ । [দলিল ছিঁড়িয়া ফেলিল]

চুড়ামণি । ছিঁড়লে যে ?

গোরা । আজ শুধু দলিলটাই ছিঁড়লুম, কাল তোমার মাথাটা ছিঁড়ব ।

চুড়ামণি । বঁচে থাক বাবা । দেখলুম তোমার বিষয় বুদ্ধি আছে কি না । হেঃ হেঃ হেঃ । [প্রস্থান ।

গোরা । এরাই গ্রামের সমাজপতি । গ্রামের নিরক্ষর মানুষ-গুলোকে এরা পুতুলের মত নাচায় । এদেরই জন্তে রাম আর রহিমে এত প্রভেদ, এরাই শিখিয়েছে যে পৃথিবীর ফলশ্রুতি শুধু ভদ্রলোকের অধিকার, ছোটলোকের অধিকার নেই । দাড়াও চুড়ামণি ঠাকুর,—তোমাদের ঘুরুর বাসা আমি ভাঙ্গব, তবে আমার নাম গোরাচাঁদ চক্রবর্তী ।

সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ ।

সিদ্ধেশ্বর । দাড়াও । এর অর্থ কি ?

গোরা । কিসের অর্থ ?

সিন্ধেশ্বর । রাজবাড়ীর ঠাকুর গলে কাদা হয়ে গেছে শুনেছ ?
শুনেছ যে প্রতিমার অভাবে পূজা হতে পারেনি ? রাজা বাহাদুর
হরের ঘোরে অজ্ঞান, শুনেছ ?

গোরা । এই ত শুনছি ।

সিন্ধেশ্বর । কে এর জন্তে দায়ী ?

গোরা । তিনি নিজে ।

সিন্ধেশ্বর । আমি যে তোমায় কি করব, তাই ভেবে উঠতে
পাচ্ছি না ।

গোরা । তুমি বসে বসে ভাব, আমি ঘুরে আসছি ।

সিন্ধেশ্বর । ঘুরে আসতে হবে না । এখনি রাজা বাহাদুরের
পাইক এসে তোকে কাণ ধরে রাজবাড়ী নিয়ে যাবে ।

গোরা । ভয়ের কথা ।

সিন্ধেশ্বর । কার হুকুম নিয়ে তুই চাষা ব্যাটারের রাজবাড়ীতে
চুকিয়েছিস্ শুনি ।

গোরা । যার হুকুম নিয়ে দেশের ছরস্ত্র ছেলেরা গুলির সামনে
বুক পেতে দিয়েছে, নেংটি পরা অন্ধনগ্ন ফকির পৃথিবীর সেরা
শক্তিকে যুদ্ধে আহ্বান করেছে, যার হুকুমে যুগে যুগে এ দেশের
(বাপে তাড়ানো, মায়ে খেদানো) ছেলেরা “কাসীর মধ্যে জীবনের জয়
গান” গেয়ে গেছে । এ তুমি বুঝতে পারবে না কাক্স । তুমি বোঝ
টাকার ঝনঝনানি, মামলার প্যাচ, আর ঘুষের মধু ।

সিন্ধেশ্বর । জুড়িয়ে লড়া করব শ্রীর ।

গোরা । জুতোটাই ছিঁড়বে, গায়ে দাগ লাগবে না ।

সিন্ধেশ্বর । বক্তৃতা রেখে দে । যদি ভাল চাস্ ত এখনি ছুটে
যা বলছি । রাজা বাহাদুরের পায়ে ধরে মাপ চাইছি ।

গোরা। তোমার রাজা বাহাদুরকে বল প্রজাদের কাছে মাংস চাইতে।

সিক্কেস্বর। চাষা ব্যাটারদের সরিয়ে নিবি না তুই?

গোরা। সময় হলেই সরাব, তার আগে নয়।

সিক্কেস্বর। বেরিয়ে যা আমার বাড়ী থেকে।

গোরা। বাড়ী ত তোমার একার নয়, আধখানা আমার। বাড়ীঘর বিষয় সম্পত্তি ভাগ করে দাও। তারপর বলো বেরিয়ে যেতে।

সিক্কেস্বর। কিসের বিষয় সম্পত্তি রে ছুঁচো? তোর বাপ তোর তার অংশ আমার কাছে বিক্রি করে গেছে, সেটা বুঝি জান না? দেখাব দলিল?

গোরা। দলিল ফলিল শিকেয় তুলে রাখ কাঁকা। ঘুব দিলে সবই হয়, ও আমি জানি। আর নিজের পাওনা গণ্ডা কি করে আদায় করতে হয়, তাও আমি জানি। তুমি গুরুজন, তোমাকে অসম্মান করতে আমি চাই না। কিন্তু আমাকে ঘাটালে আমি ভাল করে ওষুধ দিয়ে দেব।

সিক্কেস্বর। এত বড় কথা বলিস তুই? আমি তোকে খুন করব।

গোরা। সে যখন পার করো। এখন আমার হিসেব থেকে ছশো টাকা দাও দেখি, বস্তান্ত ভাণ্ডারে দেব।

সিক্কেস্বর। ছশো টাকা! ছশো পয়সা চোখে দেখেছিস?

গোরা। তুমি পুজুরি বামুনের ছেলে, না দেখতে পার, আমি দেখেছি। যাক, আমি এখন চললুম, সন্ধ্যাবেলা এসে টাকা নিয়ে যাব, তৈরী থেকো।

সিক্কেস্বর। এক পয়সা দেব না।

গোরা। তাহলে মনে রেখো, আমি সুবোধ, স্থূল ছেলে নই, আর আমার আত্মীয় তুমিও যেমন, এই সিরাজও তেমন।

[প্রস্থান।]

সিক্কেস্বর। উচ্চল যাক, মরুক; অমন ভাইপো থাকার চেয়ে মরতি ভাল।

শঙ্করীর প্রবেশ।

শঙ্করী। গোরা এসেছিল না? গেল কোথায়?

সিক্কেস্বর। যমের বাড়ী গেছে।

শঙ্করী। তুমি বাবে কবে? *২৮ - ২৯ নভেম্বর*

সিক্কেস্বর। তোমাকে খেয়ে তারপর যাব।

শঙ্করী। আগেই যাও না। চুরি চামারি করে যা কিছু ভিয়েছ, সব খরচ করে তোমার শ্রদ্ধ করি। নইলে নরকেও ঠাই হবে না যে, সেটা বুঝতে পাচ্ছ?

সিক্কেস্বর। বাজে কথা রাখ। *সেই দিন* গোরাকে আর দেখতে দেবে না বলে দিচ্ছি। ওর সঙ্গে এক বাড়ীতে আর আমরা থাকব না।

শঙ্করী। আমিও ত তাই বলছি গো।

সিক্কেস্বর। কই বলছ গো?

শঙ্করী। মেয়েটাকে আমি দেখে এসেছি। আমার খুব পছন্দ হয়েছে, জানলে?

সিক্কেস্বর। জানলুম।

শঙ্করী। তুমি কালই গিয়ে আশীর্বাদ করে এস। দেনা পাওনার কথা তুমি মোটে ভুলবেই না। এই মাসেই বিয়ে দিয়ে

বউটাকে ঘরসংসার বুঝিয়ে দিয়ে আমরা কাশী চলে যাব। অমন হতছাড়া ছেলের সঙ্গে আমি আর এক বাড়ীতে থাকতে পারব না। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, ঘুম ত একদম নেই। বউয়ের মুখনাড়া না খেলে হতভাগা ছেলে জন্ম হবে না। তুমি কাশী যাবার জন্তে তৈরী হও।

সিদ্ধেশ্বর। তৈরী আমি হয়েই আছি, তবে কাশী যাবার জন্তে নয়, ফাঁসী যাবার জন্তে।

গীতকণ্ঠে বালকগণের প্রবেশ।
 গীত।

ও জননি আর,
 অন্ন দে না, বসন দে না, প্লাবন এল দরিয়ায়
 কত শিশু কত মেয়ে সুধায় কাদে মা গো,
 ঘুমের ঘোরে থাকিস না কেউ, ও জননি জাগো;
 মুছিয়ে দে অশ্রুধারা,
 ওরা যে না সর্বহারা,
 মুমূর্ষু বার ছেলেমেয়ে, কি হুখে সে নিদ্রা বার?

সিদ্ধেশ্বর। বন্যাস্তদের জন্তে ভিক্ষে দেব আমি? বেরো বেরো, এফুণি বেরো। ও গিন্নি, একটা লাঠি নিয়ে এস না ছাই।

শঙ্করী। লাঠিতে হবে না। এদের তুমি চেনো না। এদের গণ্ডারের চামড়া। আমি ওদের চোক কাণা করব। [তাগা ও বালা ছুঁড়িয়া মারিল] বেরো লক্ষ্মীছাড়ার দল, বেরো, বেরো বলছি।

সিদ্ধেশ্বর। ও গিন্নি, ও শঙ্করী। গেল, গেল, সঙ্কল্প বিলিয়ে দিলে।

প্রথম দৃশ্য।

স্নান

বালকগণ। জয় মা জগদ্ধাত্রী, জয় মা জগদ্ধাত্রী।

[প্রস্থান।

সিদ্ধেশ্বরী। চুলোমুখি, এতগুলো গয়না ভুই ছোটলোক ব্যাটাধেকে
দিয়ে দিলি?

শঙ্করী। ছোটলোক ওরা নয়, ছোটলোক তুমি।

সিদ্ধেশ্বরী। সোনাদানা তোর কাছে খোলামকুচি!

শঙ্করী। চুরি করা সোনাদানা খোলামকুচির চেয়েও খারাপ।

সিদ্ধেশ্বরী। তোকে আমি খুন করব।

শঙ্করী। তোমাকে আমি ভালুক দেব।

[প্রস্থান।

সিদ্ধেশ্বরী। যাক্ছি আমি রাজবাড়ী। সব ব্যাটারদের দেখে নেব।
আমার নাম সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্তী।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নহবৎখানা ।

সিরাজের প্রবেশ ।

সিরাজ । কাণ্ডটা দেখেছ ? আমি হুদিন নেই, এর মধ্যে সব নোবৎখানায় এসে ঠাঁই নিয়েছে ! এ আদম, আদম,—

আদমের প্রবেশ ।

আদম । ডাকছ বাপজান ?

সিরাজ । [ভাঙ্কাইয়া] ডাকছ বাপজান ? এসব কি ব্যাপার ? তোরা নোবৎখানায় উঠে এলি কেন ? ইস্কুল বাড়ীতে কি হল ?

আদম । হবে আবার কি ? তোমার মেয়ে যে জ্বরে বেহুঁস হ'য়ে পড়ল ।

সিরাজ । আর তুই অমনি বোনকে নিয়ে নোবৎখানায় ঠেলে উঠে এলি ?

আদম । আমি উঠে আসব কেন ? গোরাবাবু এনে এখানে রেখে গেল যে ।

সিরাজ । তুই এলি কেন শূয়ার ? এটা নোবৎখানা সে খবর রাখিস্ ? এখানে বসে বাজনদাররা পূজোর বাজনা বাজায় । এর দেয়ালে দেয়ালে হিন্দুয়ালীর ছাপমারা । এঘরে ঢুকলে মোসলমানের গুণাহ হয় না ?

আদম । ইস্কুল ঘরটাও ত হিন্দুর বাবা । হিন্দুর ছেলেরা ওখানে পড়ে, সরস্বতী পূজো করে, বাজনা বাজায়, ঠাকুর দেবতার নাম করে, সেখানে থাকলে গুণাহ হয় না ?

সিরাজ। ব্যাটাকে ধরে ছ'ধা দিয়ে দেব না কি? ইস্কুল আর নোবৎখানা এক হল? মোলভী সাব বলেছে, ইস্কুল কারও একার সম্পত্তি নয়, ও হচ্ছে সবার জিনিষ।

আদম। ওই মোলভী সাহেবরাই তোমাদের মাথা খাবে। চাষীদের এত বড় বিপদের সময় কোন ব্যাটা মোলভীর ছায়াও ত দেখতে পেলুম না।

সিরাজ। বাজে কথা বলিসনি। জিন্নৎ কোথায়, জিন্নৎ?

আদম। দেখ না গিয়ে, বসে বসে রাঁধছে আর কাঁদছে।

সিরাজ। বারণ করে দে। দিনরাত কান্নাকাটি আমার ভাল লাগে না। পেটে নেই ভাত, পরণে নেই কাপড়, জমিজিরেং বাড়ী ঘর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, ভেবে ভেবে হাত পা পেটের ভেতর সেধিয়ে যাচ্ছে, তার উপর মেয়ে কাঁদছে ত কাঁদছেই। কাঁহাতক সয় মানুষের?

আদম। তোমার না সয়, তুমি কাণে আঙুল দিয়ে থাক না। তার খসম জলে ডুবে মরেছে, সে কাঁদবে নী?

সিরাজ। ওঃ—ভারী খসম। সাত বছর আমার মেয়েকে নিয়ে ঘর করে গেছে, এর মধ্যে একখানা গয়না দিয়েছে? একখানা ভাল শাড়ী দিয়েছে? খেটে খেটে মেয়েটার কাঁচা সোনার রং কালী হয়ে গেল। চাইনে আমি অমন জামাই।

আদম। চাইলেই কি আর পাবে? সে এখন অনেক দূরে। কিন্তু আমার কাছে যা বলেছ বলেছ, জিন্নতের কাছে যেন তার খসমের নিন্দে করো না।

সিরাজ। তুই ব্যাটাই ত দিনরাত মেয়েটার কাছে জমাখানের গুণগান করিস। নে নে, সব বেঁধে ছেঁদে তৈরী হয়ে নে। একুনি আমরা চলে যাব।

আদম। কোথায় যাব বল দেখি।

সিরাজ। তালগঞ্জের জোতদার কদম আলি তার একখানা বাড়ী ছেড়ে দিয়েছে আনাদের থাকবার জন্তে। চার বিঘে জমিও দেবে, চারটে হালের গরু আর দুটো লাঙ্গলও দেবে বলেছে। সেই সঙ্গে আরও দেবে ত'শো কড়কড়ে টাকা।

আদম। দাঁড়াও, দাঁড়াও। কদম আলির ভাই না হর্দম খাঁ, খুনের দায়ে যার ছ'বছর জেল হয়েছে? হর্দম খাঁই ত সেদিন জিন্নতের হাত ধরেছিল।

সিরাজ। মিছে কথা বলিসনি।

আদম। তার ভাইয়ের এত দয়া কেন বল ত? টাকা কি আগাম নিয়ে এসেছ না কি?

সিরাজ। তা, একশো টাকা এনেছি বই কি?

আদম। তাই দিয়েই বুঝি এই নতুন পোষাক কিনেছ? কি করে এসেছ বলত। কোন মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়ে তার আড্ডায় ঢুকিয়ে দাওনি ত?

সিরাজ। ব্যাটাকে জুতিয়ে সোজা করব।

আদম। তাইত, পায়ে জুতোও পরেছ দেখছি। কি করে এনেছ বাপজান?

সিরাজ। বললে তুই এখনি আহ্লাদে লাফিয়ে উঠবি। কদম আলির সঙ্গে আমি জিন্নতের নিকে পাকা করে এসেছি।

জিন্নতের প্রবেশ।

জিন্নত। আমার নিকে!

সিরাজ। চোখ কপালে তুললি যে? এ কি তুই নতুন দেখছিস, না নতুন শুনছিস? করিমুজ্জার মেয়ে, বসিরদির ভাগ্নী, নেয়ামতের

পাংনী—তোরাই ত সমবয়সী । আজ তাদের খসম মরেছে, কাল তাদের নিকে হয়েছে । নিজের চোখে দোখস নি ?

জিন্নং । দেখেছি ।

সিরাজ । তবে ?

জিন্নং । তবে আবার কি ? তাদের যা হয়েছে, আমার তা হবে না । দোহাই তোমাদের, আমার কাছে ওকথা উচ্চারণ করো না । এলোকেশীর জলের তলায় তোমার জামাই শিউরে উঠবে বাবা ।

সিরাজ । ওঃ—ভারী আমার জামাই ! ব্যাটা লেখাপড়া শিখে চাকরি বাকরি করলে না, গাঁয়ে এসে মজুব খুলে বসল । কেউ মাইনে দিত, কেউ ধানপান দিত, কেউ মোটে কিছুই দিত না । একখানা গয়না তোকে দেয়নি, একখানা ভাল কাপড় দেয়নি, হু'বেলা পেট ভরে খেতে পর্য্যন্ত দিতে পারেনি ।

জিন্নং । তবু যা দিয়েছিল, রাজা বাহাছর তার রাণীকে তা দিতে পারেনি । নাই থাক আমার পেটে ভাত, পরণে জমকালো শাড়ী গয়না, তবু আমার চেয়ে সুখ কারও ছিল না, আমার মত মান কেউ পায়নি বাবা । হিন্দুর বিয়ে বাড়ীতে মুসলমানের দাওয়া-খানায় সব চেয়ে বড় আসন আমারই ছিল বাবা । এত বড় পরিচয় আমি মুছে ফেলতে পারব না বাবা । হিন্দুরা বলে এ জন্মজন্মান্তরের বন্ধন । আমরা জন্মান্তর মানি না । কিন্তু আমি মর্শ্বে মর্শ্বে বুঝতে পাচ্ছি বাবা, এ বাধন স্বামীর মরণে খুলে যায় না ।

আদম । তা বললে কি চলে ? বাপজান তোর নিকে পাঁকা করে এসেছে । একশো টাকাও আগাম নিয়ে এসেছে ।

জিন্নং । এ কি সত্যি বাবা ?

সিরাজ। সত্যি না ত কি মিথ্যে?

আদম। কত বড় লোক জানিস্? টাকার বিছানায় শোয়, সোনার চাদর গায়ে দেয়, মুক্তোর ভাত খায়।

সিরাজ। ফাজলামো করিসনি।

আদম। বাড়ী ত একখানা দেবেই। আরও দেবে চার বিঘে জমি, হু' হুটো লাঙ্গল, চার চারটে বলদ। লোকটা কে জানিস? তার নাম কদম আলি সর্দার। গরু চুরি করে একবার বিবিগঞ্জের হাটে মার খেয়েছিল। আর তার ভাই হুদুম ণা তোর হাত ধরেছিল।

সিরাজ। মিছে কথা বলিসনি। বেঁধে ছেদে নে, আমরা একুণি চলে যাব। এ হেঁতুর নোবংখানায় আর এক লহমা থাকব না। শুণাহ ত হয়েইছে, আরও কি হবে কে জানে।

আদম। কোথায় থাকতে বাবা সেদিন,—যেদিন চারিদিকে অঁথে জল আমাদের কবরখানার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল? পায়ের তলায় জল, মাথার উপর বৃষ্টি, পরণে ভিজে কানি, মেহেটা তোমার এলোকেশীর জলে ডুবে মরবার জন্তে পাগল হয়ে ছুটে যাচ্ছিল। হিন্দুর ছেলে ওই গোরাবাবুই সেদিন ঠাকুর ফেলে দিয়ে আমাদের নৌকায় তুলে এনেছিল। ভিক্ষে করে এনে সেই আমাদের মুখের ভাত জোগাচ্ছে।

জিন্নৎ। অরে এখন আমি বেহুঁস্ হয়ে পড়েছিলাম, তখন এক হিন্দুর মেয়েই আমার খেদমত করেছে; আমি বমি করেছি, সে হু'হাতে তা সাফ করেছে, আমার মাথায় হাওয়া করেছে, কপালে জলপট্টি দিয়েছে।

সিরাজ। সব শরতানি। সব জাত মারবার মংলব, আমি বুঝি নে? চলে আয়, আমি আর এক লহমা এখানে থাকব না।

আদম। তোমার মত বেইমানের এখানে না থাকাই উচিত। যেখানে খুশী তুমি চলে যাও; আমরা যাব না। আমিও নই, জিন্নৎও নয়।

সিরাজ। চালাকি পেয়েছ? আমি কথা দিয়ে এসেছি, আগাম টাকা নিয়ে আদ্বেক খরচা করে ফেলেছি, এখন আমি তাকে বলব কি?

আদম। বলবে, তোমার মত খাঁটি মুসলমান যারা, তারা কথা দেয়, কিন্তু রাখে না।

সিরাজ। বললেই হল? আমার মাথায় যখন লাঠি মারবে?

আদম। লাঠি থাকবে। গরু চোরের সঙ্গে কারবার করতে গেলে লাঠি ত খেতেই হবে, তার উপরে আরও কিছু খেতে হয় কি না, তাই দেখ।

[প্রস্থান।

সিরাজ। জিন্নৎ,—

জিন্নৎ। বুখা চেষ্ঠা কচ্ছ বাবা। নিকে আমি করব না। কদম আলি ত একটা পোকামাকড়, নবাব বাদশা যদি তার সর্বস্ব আমার পায়ে ঢেলে দেয়, তবু আমার সে গরীব বসমের অপমান আমি করব না। কারও অহুরোধে নয়, কারও চোখ রাঙানিতে নয়, হীরে জহরতের লোভেও নয়।

সিরাজ। করিসনি তুই নিকে। কিন্তু এখানে আর আমরা থাকব না।

জিন্নৎ। যাব বাবা, আমার ঘরেই আমি ফিরে যাব। তোমার ভার আমি হব না। আমি জামা সেলাই করতে জানি, ছেলে পড়াতেও জানি, তাতেও যদি পেট না ভরে, আধপেটা খেয়ে

থাকব, তবু কারও গলগ্রহ হব না, কাউকে নিকেও করব না। আমার একটাই প্রাণ, আমি একজনকে দিয়ে ফেলেছি বাবা; সে আমার সর্বস্ব নিয়ে পালিয়ে গেছে, আর কাউকে দেবার মত কিছুই নেই আমার।

সিরাজ। সে তুই বা খুশী করিস, এখন বেরিয়ে আয়।

জিন্না। তুমি যাও, আমরা এখন যাব না।

সিরাজ। এটা রাজা বাহাদরের নোবংশানা। এখনি পাইক পেয়াদা চুলের মুঠি ধরে বার করে দেবে।

জিন্না। তার আগেই তারা মরবে। গোরাদার চর চারিদিকে ওৎ পেতে আছে। আর আমরা অসহায় নই, আর আমাদের উপর অত্যাচার করে কেউ রেহাই পাবে না। দেশে মানুষ এসেছে। তুমি যেতে হয় যাও, আমরা গোরাদার চকুম ছাড়া এক পাও নড়ব না।

সিরাজ। গোরাদা গোবাদা, বাপের কথা গোবাঘি হল না, তোর আপনানরজন হল ওই হেঁচু বাটা। গোরাদা তোর কে রে শয়তানি ?

জিন্না। আমার ভাই, আমার আত্মীয়, তোমার জামাইয়ের কলিঙ্গার দোস্ত। আমি তোমাকে তত বিশ্বাস করি না, যত বিশ্বাস করি আমার ওই হিন্দু ভাইকে।

সিরাজ। বটে! আচ্ছা, আমিও দেখে নেব সে বাটার ধড়ে কটা মাথা।

জিন্না। যতই চেষ্টা কর বাবা, তোমার ফাদে আমি পা দেব না।

গোবর্দ্ধনের প্রবেশ।

গোবর্দ্ধন। তোরই নাম সিরাজ ?

সিরাজ । জী ।

গোবর্দ্ধন । রাজা বাহাদুর বারবার তোকে তলব দিয়েছেন যাসনি কেন ?

সিরাজ । যাব কি করে ? আমি ছিলুম না কি ?

গোবর্দ্ধন । তোর ছেলেটা কোথায় ?

সিরাজ । কি জানি কোথায় গেছে ।

গোবর্দ্ধন । ডাক্ সে বিচ্ছু শূয়ারকে । রাজা বাহাদুর তার নাথাটা উড়িয়ে না দেন ত তোর বাপের ভাগ্যি ।

সিরাজ । [জিন্সকে] শুনতে পাচ্ছিচ্ ?

গোবর্দ্ধন । এটা কে ? তোর মেয়ে বুঝি ? খুব ঘর সংসার শুছিয়ে নিয়ে বসেছে । রান্না চাপিয়েছিস বুঝি ? কি রান্না হচ্ছে ? শুটকি মাছ না ষাঁড়ের ডালনা ?

জিন্স । মুরগীর মাংসও আছে । জানি ত আপনি আসবেন । আপনি রাজা বাহাদুরের দেওয়ান, আপনাকে ত যা তা ষাওয়াতে পারি না । যান, চান করে আসুন, আমার রান্না হয়ে গেছে ।

গোবর্দ্ধন । কি বললি ছোটলোকের বাচ্চা ?

জিন্স । ছোটলোকের বাচ্চা আপনি ।

সিরাজ । সৰ্ব্বনাশ হল, সৰ্ব্বনাশ হল । ওরে ও জিন্স,—

জিন্স । কেন না বলে আমার ঘরে এসে ঢুকেছেন ? জানেন না আমি পর্দানশীন মুসলমানের মেয়ে ?

গোবর্দ্ধন । তোর ঘর শয়তানি ? হৈ হৈ করে এসে শানকী বদনা নিয়ে বেখানে সেখানে উঠলেই হল ? তুই ছুঁড়ীই দেখছি পাঞ্জীর পা ঝাড়া । বারবার রাজা বাহাদুর তলব দিয়েছেন, তবু হুঁস নেই । তুই শয়তানিই বাপভাইকে যেতে দিসনি । আমি তোর নির্ঠের ছাল তুলে নেব ।

জীবন

[দ্বিতীয় অঙ্ক।

জিন্নং। আমুন দেওয়ানজি, এই যে পিঠ পেতেছি। জুতো শুদ্ধ লাগি মারুন। আমি চাষার মেয়ে, আমার আবার মান ইজ্জৎ কি? আপনি আমার পিঠের ছাল তুলে নেবেন, সে ত আপনার দয়া। একে রাজার দেওয়ান, তার উপর বামুন, আপনার লাগি ত আমাদের আশীর্বাদ।

সিরাজ। ওরে ও জিন্নং,—

জিন্নং। জুতোটা খোল ত বাবা, জুতোটা খোল ত। এই ছোট-লোক দেওয়ানটাকে আমি দেখিয়ে দিই যে চাষীর নেয়ের ইজ্জৎ ওর মা বোনের চেয়ে কম নয়; শিখিয়ে দিই, আমরা গরীব বলে আমাদের গায়ের রক্ত এখনও জামাট বেঁধে যায়নি।

গোবর্দ্ধন। তবে রে হারামজাদি।

[জিন্নতের পিঠে যষ্টি প্রহারোছোণ।]

বিনোদ প্রবেশ করিয়া যষ্টি কাড়িয়া নিল।

বিনোদ। ^{হুই-হুই-হুই-হুই} কিলাইয়া সিদা করুম। [সিরাজের পলায়ন।]

গোবর্দ্ধন। ধরলি যে ব্যাটা?

বিনোদ। ধরুম না? ইয়ারকি পাইছ? মাইয়া লোকেরে নার-বার চাও? কি রকম ভদ্রলোক তুমি?

গোবর্দ্ধন। বেরিয়ে যা বাঙ্গাল।

বিনোদ। বাঙ্গাল তোমার বাপের ঠাকুর। আমি হালা ঢাকার
পোলা-শাখারী টোলার বিনোদ। বেশী চালাকি করলে ^{ফুল} কিলাইয়া
সিদা করুম।

গোবর্দ্ধন। আমি তোর মাথাটা নামিয়ে দেব বদমায়েস।

(বিনোদ। বদমাইস তুমি, বদমাইস তোমার চৌদপুরুষ।)

গোবর্দ্ধন। চল্‌ ব্যাটা রাজা বাহাদুরের কাছে, (আজ তোরই)

একদিন কি আমারই একদিন।

বিনোদ। তোমার রাজা বাহাদুরেরে আইতে কও, আমি আরে
কিলাইয়া সিদা করুম। অরাজক পাইছ পোরা কুপাইল্যারা? চাষীরা
মানুষ না, চাষীর মাইয়া গো মান উজ্জ্ব নাই? তাগো ঘরে যখন
তপন হালা কুস্তা মেকুর ঢুকাইয়া দিলেই হইল? আবার লাঠি
দেহায়। এই ছেমরি, খারাইয়া আছ কিসের লইগ্যা? ঘরে পিছা
নাই? হালা দেওয়ানজীরে পিছা দিয়া পিডাইয়া দেও-পায়ে ন।

গোবর্দন। এই ভজন সিং, লাঠি নিয়ে আয়। এই ব্যাটা বাঙ্গালকে মাটিতে গুইয়ে দে।

বিনোদ। তবে রে দেওয়ানের পো, তোমারে আমি বাপের
বিস্মা দেখাইয়া দিযু। কাপড় বাগাইল।

জিন্মৎ। ছি দাদা ছি, কুকুর কামড়ালে কুকুরকে কি কেউ
কামড়ায় ?

বিনোদ। আরে বারেবারে হালা “বাস্তাল” কয় দিদি।

জিন্নৎ । বলুক না, সেই ত তোমার গৌরব ।

বিনোদ । গৈরব !

জিন্নাং। গোরব বই কি ভাই। গোরাদার কাছে জিজ্ঞেস করে,
জানতে পারবে, বাঙ্গলা দেশে যত কবি সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক
জন্মেছে, যত লোক দেশের জন্তে মরেছে। তার বেশীর ভাগ জন্মেছে
ভাগীরথীর তীরে নয়, পদ্মার পারে। তোমাদের নিয়ে আমাদের কত
গৰ্ব! তোমরা সিংহের সঙ্গে লড়াই করেছ, অমানীকে মান দিয়েছ,
আমাদের মত গরীব দুঃখীকে পালক ঢাকা দিয়ে রক্ষা করেছ।

জীবন

[দ্বিতীয় অঙ্ক :

ছোট কাজ কি তোমরা করতে পার? যাও তুমি, ভয় কি? তোমরা যার ভাই, তার অপমান কেউ করতে পারবে না।

বিনোদ। হোনছ^{সুমনা} দেওয়ানের পো, চাবার মাইয়ার কথা হোনছ? এইবার হালা বিচার কর, ভদ্রলোক তোমরা না এরা। এর পরেও যদি আবার হালা ওর গায়ে লাঠি তোল, তোমারে আমি কিলাইয়া সিদা করুম, তবে আনি শাখারী টোলার বিনোদ।

[প্রস্থান।

গোবর্দ্ধন। লোক ডেকে এনে আমাকে অপমান করা! তোদের আমরা জ্যান্ত কবর দেব।

জিন্নং। আপনি কবর খুঁড়ে রাখুন, আমি রাজা বাহাদরের কাছে যাবি। দেখে আসি তাঁর কাধের উপর কটা মাথা।

গোবর্দ্ধন। চলে আস শরতানি।

জিন্নং। একটু দাঁড়ান। ভাতের হাঁড়ীটা ফেলে দিয়ে আসি। আপনার মত কুকুর যখন ঘরে ঢুকেছে, ও হাঁড়ীর ভাত ত আয় খেতে পারব না।

গোবর্দ্ধন। কি বললি কুকুরের বাচ্চা?

জিন্নং। কথাটা আপনাকেই ফিরিয়ে দিচ্ছি! আদাব, আদাব।

[প্রস্থান।

গোবর্দ্ধন। আচ্ছা দেখা যাবে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজবাড়ী।

অগ্নিবরণের প্রবেশ।

অগ্নিবরণ। সাতপুরুষের পূজা বন্ধ হয়ে গেল! ঢাক বাজল না, মন্ত্র পাঠ হল না, বলির পাঠা কোথায় হারিয়ে গেল। কত নাচগান, কত অতিথি সমাগম, কত পান ভোজন—সব শেষ হয়ে গেল! কেন মা তুই বিরূপ হলি? ত্রিশ বছর ধরে শারদ ষষ্ঠীতে তুই আমার ঘরে এসেছিস। কেন আজ মুখ ফেরালি মা?

মুক্তকেশীর প্রবেশ।

মুক্তকেশী। আমি জানি। তোমার ঘরে পেত্নী এসেছে, মা আসবে না।

অগ্নিবরণ। কেন আসবে না মা?

মুক্তকেশী। কি করে আসবে গো?

পীত।

ছেলে মেয়ে গুদায় জলে, নাই রে পেটে ভাত,
তোয় ভোগে মা কেমন করে বাড়াবে দশ হাত?
নিলি না ত বুকে ভুলে, টাকা পা তুই গুলে গুলে,
আস্তাইড়ে কলে দে ভোগ, লাঠিতে কর বাজীমাং।
ঘরের দুয়ার বন্ধ করে “আমি মা” বলে ডাকলে গুরে
আসবে কি মা মাটি কুঁড়ে ও অস্তাগার জাত?

অগ্নিবরণ। সেই পাগলী মেয়েটা নয়? ভজন সিং,—

ভজন সিংয়ের প্রবেশ।

ভজন। ফরীদাইয়ে সরকার।

অগ্নিবরণ। আমি তোকে খুন করব বদমায়েস। যাকে তাকে কেন বাড়ীর ভেতর ঢুকতে দিস? এ পাগলী মেয়েটা কেমন করে যখন তখন দেউড়ী পার হয়ে আসে?

ভজন। আমি ত কিছু না জানে সরকার। এ পাগলি,—

মুক্তকেশী। পাগলী কে রে ডাকরা? পাগলী তোর মাসী, পাগলী তোর চৌদ্দপুরুষ।

ভজন। আমি তোকে খুন করবে।

মুক্তকেশী। আমাকে খুন করবি কেন রে মুখপোড়া? আমি কি তোদের পাকা ধানে মই দিয়েছি? খুন করতে হয় তোর মনিবকে কর। ও ব্যাটা জাতির শত্রু, দেশের কলঙ্ক, ঘরের ঢেকি কুমীর।

ভজন। চোপরাও বদমায়েস।

মুক্তকেশী। দূর আটকুড়ীর ব্যাটা।

ভজন। আভি শির উতার দেঙ্গে।

মুক্তকেশী। কাঁচকলা করঙ্গে।

[প্রস্থান।]

ভজন। বাহার যাও উল্ল, নিকালো। আভি নিকালো। [নিশ্ফল যষ্টি প্রহার] ফিন হিঁয়া আনেসে একদম কাট ডালেঙ্গে। [যষ্টি প্রহার]

অগ্নিবরণ। কাকে লাঠি মাচ্ছিস ব্যাটা?

ভজন। দেখিয়ে লেন হজুর। এ পাগলী বড়ি বদমাস আছে।

এত না ডাঙা খেলো, তব্ ভি না পালালো, খালি তিড়িং মিড়িং
করকে ইধার সে উধার যাতা, আউর ফিক্ ফিক্ করকে দাঁত
দেখলায়কে লুটোপুটি খাতা। হামি উহার হাড়ি চুর করে দিবে।

[শূন্তে প্রহার]

অগ্নিবরণ। খাড়া রহো উল্লু। মেয়েটা কখন পালিয়ে গেছে,
আর ও শূন্তে লাঠি মারছে!

ভজন। এ কেয়া বাৎ সরকার? হামি তবে কাকে মারলো?
আ রে বাপ্; এ কেইসা ভেঙ্কা!

অগ্নিবরণ। চাবী ব্যাটা সিরাজকে না বেঁধে আনতে বলেছিলুম?
এনেছিস্?

ভজন। না সরকার। সিরাজ ঘরমে না আছে।

অগ্নিবরণ। সে না থাকে, তার ছেলেটাকে বেঁধে চাবুক মারতে
নারতে নিরে আয়।

ভজন। হাঁ সে হামি ঠিক পারবে।

অগ্নিবরণ। পারবি ত এতদিন আনিসনি কেন? কেন চাবীর
দল এখনও চণ্ডীমণ্ডপে, নহবৎখানায় আর স্কুলবাড়ীতে জেঁকে বসে
আছে। আমি এসেই না হকুম দিয়েছিলান তাদের মেয়ে ধরে
তাড়িয়ে দিতে?

ভজন। হাঁ, সে ত আপনি দিয়েছিল। লেकिन আপনার
বিমার হল, বাৎভি না করলো, আঁখতি না খুলল; বমরাজ কাণ
পাকাড়কে টানাটানি করল। রাণীমা কাঁদল, দেওয়ানজি ডাগ্‌দর
আনল, আউর দিদিভাই সব কইকো লাঠি পাকড়ারে লিয়ে হকুম
দিলো, রহ্‌নে দেও ভজন ভাই, বাপ্‌জীকো আগারি আছি হোনে
দেও।

অগ্নিবরণ । দিদিভাই বললে, আর তোরা সব হাত শুটিয়ে বসে রইলি উল্লুকের দল ? আমি যদি মরেই যাই, তাহলেই কি এই ছোটলোকের দল এমনি করে আমার বাড়ীতে বসে শেয়াল কুকুরের মত কামড়া কামড়ি করতে থাকবে ?

ভজন । নেহি ।

অগ্নিবরণ । সিরাজের ছেলেকে এখনি মারতে মারতে কাচারি ধরে নিয়ে আয় । আর তার একটা মেয়ে আছে না ?

ভজন । হাঁ একঠো মেয়ে ভি আছে ।

অগ্নিবরণ । এই মেয়েটাই শুনেছি সব চেয়ে বেশী শয়তান । মেয়েটাকে চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে আয় ।

শ্রামার প্রবেশ ।

শ্রামা । কাকে চুলের মুঠি ধরে আনবে বাবা ?

অগ্নিবরণ । সিরাজের মেয়েকে ।

শ্রামা । অমন কাজ করো না ভজন ভাই । সে এক আগুনের গোলা, হাত দিলেই পুড়ে মরবে ।

ভজন । সে হামি জানে দিদিভাই । হামকো ভি লেড়কী আছে । কই আদমি তার বেইজ্জৎ করলে হামার ভি কলিজার খুন টগবগ করে, সিরাজের লেড়কীকো বেইজ্জৎ করলে সিরাজের ভি ঐসাই হোবে । ও হামি না পারবে সরকার ।

অগ্নিবরণ । ভজন সিং,—

ভজন । মাপ কিজিরে মহারাজ । দশ বরষ হামি কুস্তী করিয়েছে, পাঁচ বরষ লাঠি খেলা শিখিয়েছে । এ বিলকুল মর্দানাকো সাথ লড়াই

করনেকো লিয়ে, জেনানাকো বেইজ্জৎ করনেকো ওয়াস্তে নেহি
সরকার।

[প্রস্থান।

অগ্নিবরণ। শ্রামা—

শ্রামা। একটা অশিক্ষিত দরোয়ানের যে মহত্ব আছে, সে মহত্ব
তুইও তোমার নেই বাবা? কেন তুমি এত ক্রিপ্ত হয়ে উঠেছ?
কি হয়েছে তোমার?

অগ্নিবরণ। কি হয়েছে দেখতে পাচ্ছ না? আমি অগ্নিবরণ
রায়, আমি জীবিত থাকতে আমার ঘরে মায়ের বার্ষিক পূজো বন্ধ
হয়ে গেল, পবিত্র নহবৎখানায় অল্পশ্রুয়া ঘর সংসার পেতে বদল,
লাঠি, বন্দুক কিছুই কাজে লাগল না? এ দৃশ্য দেখবার জন্যে কেন
তোমরা আমাকে বাঁচিয়ে তুললে? ওঃ—

শ্রামা। হুঃখ করো না বাবা। ত্রিশ বছর ঢাক ঢোল বাজিয়ে
মায়ের পূজো করেছ, কাহন কাহন পাঠা বলি দিয়েছ, মুঠো মুঠো
মোহর ছুঁড়ে দিয়ে বাদ্জীদের প্যালা দিয়েছ। কত বাদ্জী পুড়েছে,
কত ভদ্রলোক পেট পূরে খেয়ে কুৎসা গাইতে গাইতে বাড়ী গেছে।
কি ফল দেয়েছ বাবা? ছেলে মরেছে, রুখতে পেরেছ? মহালের
পর মহাল নিলেমে উঠেছে, রুখতে পেরেছ? প্রজাদের বৃকে মই
দিয়ে টাকার পাহাড় জমিয়েছ। ভোগে ত এল না বাবা। এক
বেলা একমুঠো ভাত, তাও তুমি হজম করতে পার না।

অগ্নিবরণ। সে কি পূজোর দোষ?

শ্রামা। না, তোমার দোষ। মাকে দেবে সন্দেশের ভোগ, আর
সন্ধানকে করবে নির্যাতন, এর নাম পূজো নয়, পরিহাস।

অগ্নিবরণ। শ্রামা!

শ্রামা। তুমি দেখতে পাচ্ছ না বাবা, তোমার এ বাড়ীতে আজই বর্ষার্থ মায়ের পূজো হয়েছে। দেখবে এস, কাঙাল ছেলে-মেয়েরা নতুন কাপড় পরে কেমন খুশীতে ভরে উঠেছে, কি আনন্দ খেলছে তাদের গরীব বাপ মায়ের মুখে। মা এসেছে বাবা, সহস্র বাহুতে বরাভয় নিয়ে তোমার মা এসেছে। তুমি তাকে অনাদর করো না বাবা।

অগ্নিবরণ। নতুন কাপড় কোথায় পেলে তারা?

শ্রামা। তুমিই দিয়েছ বাবা।

অগ্নিবরণ। আমি দিয়েছি!

বিষ্ণুপ্রিয়া প্রবেশ।

বিষ্ণুপ্রিয়া। ওগো, গুনছ? বিদ্যা আসছে যে। আমি গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছি। ওরে ও শ্রামা, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? চুলটা আঁচড়ে একটু সেজে গুজে নে না।

শ্রামা। সেজে গুজে নেব কেন?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তর্ক করবি না বলে দিচ্ছি। আর কি তোর ভাল শাড়ী নেই? এই আধময়লা কাপড় পরে তুই বিদ্যাতের সামনে বেরবি? সে হল ধোপহরস্ত ছেলে, তার উপর বিলেত থেকে পাশ করে আসছে। এই ছিরি দেখলে সে বলবে কি?

শ্রামা। যা বলে বলুক। আমার এখন সং সাজার সময় নেই।

অগ্নিবরণ। তোমার সে জড়োয়া গহনা কই? সেদিন যে শাড়ী কেনে এনেছি, সে শাড়ী পর না কেন?

শ্রামা। কখন পরব বাবা? কলিমদ্দির মেয়ে ছেলের শোকে দিনরাত কাঁদে, তাকে সাধনা দিতে হয়, হারাণ বাগ্‌দীর বউটা পাগল

হয়ে গেছে, তাকে ধরে বেঁধে নাইয়ে খাইয়ে দিতে হয়; পরিবাণর] স্বামীর অসুখ, তাকে চিঠি লিখে দিতে হয়। ছোট ছোট ছেলেগুলো খাবারের জন্তে বাঘনা ধরে, মেয়েরা গল্প শুনতে চায়। আমার কি সময় আছে বাবা?

অগ্নিবরণ। তুমি ওই ছোটলোকদের সেবা করতে গিয়েছিলে?

শ্রামা। সব সময়ই ত যাই।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আবার তুই ওই ছোটলোকদের ছুয়ে এসেছিলি?

তাকে না সেদিন বলে দিলুম, ওদের কাছে আর যাবি না?

শ্রামা। তোমাকেও ত বলে দিলুম, আমায় বাধা দিও না।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমার মা তুই, না তোর মা আমি?

শ্রামা। তুমি আমার মা, আমিও তোমার মা।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তর্ক করবি না বলে দিচ্ছি। ছোটলোকদের সঙ্গে হোঁয়াছুঁয়ি আমি ভালবাসি না। ওষুধ পথা দিয়েছ, বেশ করেছ, কাপড় চোপড় দিয়েছ, সেও না হয় আমি সাথে গেলুম; তা বলে তুমি যে তাদের বমি ঘাটবে, সে আমি বরদাস্ত করব না বলে দিচ্ছি।

অগ্নিবরণ। চাষাদের নতুন কাপড় হাটলে তোমরা দিয়েছ?
কোথায় পেলে এত কাপড়?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি আমার দিকে তাকাচ্ছ কেন? মেয়েকে বল।
হতভাগী কি আমার কলা শুনলে? বাঘুনদের দান করবার জন্তে যত ধুতি শাড়ী এসেছিল, সব জোর করে টেনে নিয়ে গেল। কলা বৌয়ের জন্তে যে লাল পাড় শাড়ী এসেছিল, সে ওই সিরাজের মেয়েটাকে পরিয়ে এসেছে।

অগ্নিবরণ। কি? কলা বৌয়ের শাড়ী পরিয়েছ সিরাজের মেয়েকে!

৩— ১৬ অঙ্ক - ?
[৬২]

বিষ্ণুপ্রিয়া । এত লোক মরে, এই মেয়েটা ত মরে না? দুর্গা দুর্গা । মায়ের গাল অবশ্য লাগে না । দেখ, লাল শাড়ী পরে সিরাজের ওই অনামুখো মেয়েটাকে যা মানিয়েছে । যেন স্বয়ং মা দুর্গাই এসে দাঁড়িয়েছে । দেখবে?

অগ্নিবরণ । তুমি দেখ, আর তোমার মেয়ে দেখুক । এত সাহস তোমাদের কি করে হল যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের জন্তে যে কাপড় আনা হয়েছে, তাই তোমরা চাষাভূষাদের বিলিয়ে দিলে? মায়ের শাড়ী পরিয়ে দিলে একটা বিধবা বিধবীর মেয়েকে? আমি তোমাদের মা মেয়ে দুটোকে বেধে চাবুক মারব ।

শ্রামা । সারাজীবন কেবল চাবুক মেরেই গেলে বাবা, একটা মানুষকেও কাছে টেনে নিতে পারলে না । মায়ের পুজোর অধিকার তোমার নেই বাবা ।

অগ্নিবরণ । শ্রামা !

বিষ্ণুপ্রিয়া । বিদেয় কর, যত শীগগির পার হতভাগীকে বিদেয় কর । যে কটা দিন আছে, ও যা চায়, তাই দিয়ে দাও । আমরা ত আর কিছু সঙ্গে করে নিয়ে বাব না । যা থাকবে সব ওরই থাকবে । ওর ব্যাসাত ও যদি চাষীদের আগে থাকতে বিলিয়ে দিতে চায়, দিক গে যাক; আমরা আর কদিন? আজ আছি এখানে, কাল থাকব কাশিতে ।

অগ্নিবরণ । তুমিই সব অনর্থের মূল ।

বিষ্ণুপ্রিয়া । ঠাট্টা করো না । আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলছে, তা বুঝতে পাচ্ছ? একটা মাত্র মেয়ে, তাও মানুষ হল না? দিনরাত অজান্তে কুজাতের মড়া ঘেটে বেড়াবে! পোড়া বরাত আমার! ওরে ও শ্রামা, সেই যে চাষা হতভাগার ছেলের অন্ত্রের খবর এসেছিল, সে আছে না মরেছে?

শ্রামা । মরে গেছে মা ।

অগ্নিবরণ । আপদ গেছে ।

শ্রামা । তোমার ছেলে যখন মরেছিল, তখন কি একথা বলে-
ছিলে বাবা ?

বিষ্ণুপ্রিয়া । ও—অমনি চোখে বান ডেকে এল । চাষার ছেলে
মরেছে, তাতে তোর কি ? মা'টা খুব কাঁদছে বুঝি ? কাঁদুক,
স্বরদার ওদিকে যাসনে বলছি । আমি বরং দাসীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি ।
এই যে বিদ্যাৎ, এসো এসো ।

বিদ্যাভূতের প্রবেশ ।

বিদ্যাৎ । কি ব্যাপার ? বাইরে অত চাষাভূষো বসে আছে
কেন ? কে ওরা ?

অগ্নিবরণ । ও গুলো সব ভূত পেত্নী, এলোকেশীর বস্ত্রার ওদের
ঘরবাড়ী ডুবে গেছে, আর গাঁয়ের যত অসভা ছেলের দল ওদের
আমার আটচালায় নহবৎখানায় আর পাঠশালায় ঢুকিয়ে দিয়েছে ।

বিদ্যাৎ । বাড়ীতে কি বন্দুক ছিল না ? দরওয়ানরা কি
করেছিল ?

অগ্নিবরণ । সব মরে গেছে বিদ্যাৎ । আমিও মরে গেছি ।
নইলে কতকগুলো গুপ্তার উপদ্রবে আমার বাবিক পূজো বন্ধ হয়ে
যায় ? সব চেয়ে পরিতাপের কথা কি জান বিদ্যাৎ ? আমার
বাইরে শত্রু, ঘরেও শত্রু । রাজা বাহাদুর অগ্নিবরণ রায়ের আটচালা
চাষারা দখল করে বসে আছে, আর তার মেয়ে কক্ষে তাদের
সেবা !

বিষ্ণুপ্রিয়া । জাতধর্ম রসাতলে গেল বাবা । যাকগে, তোমার
ওসব কথায় কাণ দেবার দরকার নেই ।

বিদ্যাৎ । এ কি শুনছি শ্ৰামা ? এসব সত্য ?

শ্ৰামা । সব সত্য ।

বিদ্যাৎ । তুমি ওইসব ইতর অসভ্য ছোটলোকদের সেবা করেছ ?

শ্ৰামা । করেছি কচ্ছি এবং করব ।

বিদ্যাৎ । আমি এসব পছন্দ করি না ।

শ্ৰামা । আমার দুৰ্ভাগ্য ।

অগ্নিবরুণ । [রাগীকে] মেয়ের কথা শুনছ ?

বিস্মুপ্রিয়া । থাক গে । বলে আর কি হবে ?

বিদ্যাৎ । তোমার পরণে ছোটলোকের মত এ আধ ময়লা কাপড় কেন ? গায়ের গহনা কি তাদের বিলিয়ে দিয়েছ ?

শ্ৰামা । এখনও দিষ্ট নি । দেব কি না ভাবছি ।

বিদ্যাৎ । তোমাকে এ রকম ছোটলোকের মত দেখাচ্ছে কেন ?

শ্ৰামা । ভদ্রলোকের চোখ দিয়ে সবাইকেই ছোটলোক দেখায় ।

অগ্নিবরুণ । শ্ৰামা, —বিদ্যাৎ তোমার বহস্ত্রের পাত্র নয় ।

শ্ৰামা । আমিই কি ঠুর বহস্ত্রের পাত্র ?

অগ্নিবরুণ । তুমি কি ভুলে গেছ ও কে ?

শ্ৰামা । তোমার বন্ধুর ছেলে, বিলেৎ ফেরৎ । শুনছি না কি ব্যারিষ্টার । রাজার মেয়ে, পুনজন্ম ত করতেই হবে । আসামী হয়ে আদালতে বধন গিয়ে দাঁড়াব, ওর জেয়ার উত্তর দেব, ধমকও সহ্য করব । কিন্তু তার আগে ওই ব্যারিষ্টারের মুখে ইতর ছোটলোকদের সম্বন্ধে কোন কটুক্তি আমি সহিব না ।

[প্রস্থানোচ্চোগ ।

বিদ্যাৎ । কোথায় যাচ্ছ তুমি ?

শ্রামা। ছোটলোকের সেবা করতে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কি? বিদ্যাৎ এল, আর তুই যাক্ষিস ওদের সেবা করতে?

অগ্নিবরণ। ফেরো বলছি।

শ্রামা। ক্ষমা কর বাবা।

বিদ্যাৎ। ভাল হবে না শ্রামা।

শ্রামা। মন্দই তবে হক। নমস্কার ব্যারিষ্টার সাহেব।

[প্রস্থান।

বিদ্যাৎ। এই ~~কি~~ কি? আমি এসেছি দেখেও সে চাবাদের সেবা করতে চলে গেল? আমি ও ছোটলোকদের এখনি তাড়াব।

বিষ্ণুপ্রিয়া। থাক বাবা থাক, যতটা রয় সয়, ততটাই ভাল। মেয়েটা পাগল হয়েছে বলে তুমি ত আর পাগল হতে পার না। ওরা ছোটলোক, ওদের কি উকীল ব্যারিষ্টার জ্ঞান আছে? হয়ত তোমার মাথায় লাঠি মেরে বসবে। মেয়েটা কবে বিদেশ হবে, কবে আমার হাড়ে বাতাস লাগবে।

[প্রস্থান।

অগ্নিবরণ। দেখ ত বিদ্যাৎ আমার হাতটা দেখ ত, আমি বেঁচে আছি না মরে গেছি?

জিন্নতের পবেশ।

জিন্নৎ। আদাব রাজা বাহাদুর। আমার ডেকেছেন কেন?

অগ্নিবরণ। কে তুমি?

জিন্নৎ। আমার বাবার নাম সিরাজ।

অগ্নিবরণ। আমার নহবৎখানায় তোমরাই এসে সংসার পেতে বসেছ?

বিদ্ভাং । মৰবার আৰ জায়গা ছিল না ?

জিন্নং । জায়গা থাকলে এখানে মৰতে আসব কেন ? রাজ-
বাড়ীর দত জোলুঘট থাক, এ স্থান আমাদের মত গরীবের নয় ।

বিদ্ভাং । চোপরাও রাঙ্কেল ।

জিন্নং । ঞনলুম, আপনি রাজা বাহাদুরের বিলেত ফেরং হবু
জামাই । বিলেতে কি এইসব গালাগাল শিখতেই গিয়েছিলেন, না
আর কিছু শিখতে গিয়েছিলেন ?

বিদ্ভাং । পাঞ্জি মেয়েটার কথা ঞনেছেন ?

অগ্নিবরণ । আমি তোকে চাবুক মারব ।

জিন্নং । কেন রাজা বাহাদুর ? আপনার জামাইকে আদাব
দিইনি বলে ? তার কটু কথা মাথা পেতে হজম করিনি বলে ?
সে মাহুৰ জিন্নং নয় । আপনি দেশের রাজা,—পিঠে চাবুক মারলেও
মান আপনাকে দেব, তাবলে আপনার জামাইকে দেব না ।

অগ্নিবরণ । ছ'দিন পরে এ-ই হবে তোদের দণ্ডমুণ্ডের মালিক ।

জিন্নং । আগে হক, তখন খাজনাও দেব, আদাবও দেব ।

অগ্নিবরণ । কেন তোরা আমার নহবংখানায় ঢুকেছিস, তার
জবাব দে ।

জিন্নং । জবাব ত আমার কাছে নেই জনাব । আমি ^{মানব}ভাত
চাড়েছিলুম, কেন অসময়ে আমাকে তলব দিয়েছেন ?

অগ্নিবরণ । তোর ভাতের ইাড়ী আমার দরোয়ানেরা লাখি
মেরে ফেলে দেবে ।

জিন্নং । আমি নিজেই ফেলে দিয়ে এসেছি । দেওয়ানজী আমার
ষয়ে ঢুকেছিল কি না ।

বিদ্ভাং । রাজবাড়ীর নহবংখানা তোর ঘর শয়তানি ?

জিন্নং । ও আপনি বুঝতে পারবেন না কালো সাহেব । তিন রাত্রি গাছতলায় থাকলেও তাকেই বলে ঘর ।

অগ্নিবরণ । কে তাদের এখানে নিমন্ত্রণ করে এনেছে ?

জিন্নং । আমাদের পোড়া নদীব ।

বিহাং । লাথি মারি আমরা নসীবের মাথায় ।

জিন্নং । আপনারা যা পারেন, আমরা তা পারি না । তাই এলোকেশীর জলে আমাদেরই স্বামী মরে, আমাদেরই ঘর তলিয়ে যায়, আর আমরা যখন ডুবে কঁাদি, তখন জামা কাপড় পরা ভুল্ললোকেরা আমাদের রূপ দেখে শিষ দেয় ।

বিহাং । চোপরাও অসভা মেয়ে ।

অগ্নিবরণ । বাচালতা শোনবার সময় আমার নেই ।

জিন্নং । আমারও নেই ।

অগ্নিবরণ । আজই তোরা আমার নহবৎখানা ছেড়ে চলে যাবি ।

জিন্নং । তিনি হুকুম না দিলে আমরা বাব না ।

বিহাং । তিনিটা কে ?

জিন্নং । যিনি আমাদের নিয়ে এসেছেন ।

বিহাং । কে সে শূয়ার ?

জিন্নং । শূয়ার নয়, মাহুয । তার নাম গোরা ।

অগ্নিবরণ । হতভাগা আমার সদরের নায়েব সিঙ্কেখর চক্রবর্তীর ভাইপো ।

বিহাং । আপনার কাম্ভচারীর ভাইপো—তার এত সাহস যে আপনার বাড়ীতে কতকগুলো ইতর ছোটলোক চাষীকে ঢুকিয়ে দেয় ? আপনি তাকে খুন করতে পারেননি ?

অগ্নিবরুণ । এমন সব অকর্ণশ্রুত অপদার্থ কৰ্ম্মচারী যার, তার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয় বিহ্যৎ । অগ্নিবরুণ রায় মরে গেছে, তার পেয়াদা পাইক দরওয়ান নায়েব নাজির দেওয়ান সবারই মেরুদণ্ড বেকে গেছে । রোগশয্যায় শুয়ে হাজারবার আমি হুকুম দিয়েছি গোরাকে বেঁধে আন, দরকার হয় বন্দুক দিয়ে তার মাথাটা উড়িয়ে দাও । মামলা হক, মোকদ্দমা হক, জেল হক আর ফাঁসী হক, সব আমার দায় । কেউ তার গায়ে একটা আঁচড়ও দিতে পারলে না ।

বিহ্যৎ । বলেন কি আপনি ? এমন অপদার্শ আপনার কৰ্ম্মচারীর দল ! ছি ছি ছি ।

অগ্নিবরুণ । আমি যখন থাকব না ; আমার স্থান তোমাকৈই অধিকার করতে হবে । এইসব বেইমান মেরুদণ্ডহীন কৰ্ম্মচারীগুলোকে তুমি কোঁটিয়ে বিদেয় করো, আর প্রজাদের উঠতে বসতে পয়জার দিয়ে শাসন করো । যাদের শয়তানীতে আমার সাতপুরুষের ছুগাঁ-পুজো বন্ধ হয়ে গেল, তাদের বংশে বাতি দিতে যেন কেউ না থাকে । এ মারণযন্ত্র আমি হয়ত শেষ করে যেতে পারব না । আমি যেখানে থেমে যাব, তুমি সেখান থেকে আরম্ভ করো ।

বিহ্যৎ । সে ত পরের কথা । আজ এখনি আমি এই চাষা-গুলোকে রাস্তায় নামিয়ে দেব ।

জিন্নৎ । পারবেন না সাহেব । গোরাদার হুকুম ছাড়া কেউ এক পাও নড়বে না ।

অগ্নিবরুণ । নড়ে কি না, আমি দেখে নিচ্ছি ।

বিহ্যৎ । আপনি বসুন, আমি বাচ্ছি । কত পালোয়ানকে মেরে ঠাণ্ডা করে দিলুম আর তোরা ত হাভাতে চাবী । বেরিয়ে যা, একুনি নহবৎখানা ছেড়ে বেরিয়ে যা ।

জিন্নঃ। বললুম ত যাব না। যা বলতে হয় গোরাদাকে বলুন।

অগ্নিবরন। গোরাদা, গোরাদা!

বিদ্বাং। তোর গোরাদাকে আমিই জ্যান্ত কবর দেব, তুই সহমরণে যাবার জন্তে তৈরী হ।

জিন্নঃ। মুসলমানের মেয়ে, সহমরণে কেমন করে যেতে হয়, জানি না। আপনার মা বোন যদি যায়, আমি না হয় সঙ্গে যাব।

বিদ্বাং। কি বললি?

জিন্নঃ। বলছি, লেখাপড়া শিখেও বে মামুষ জানোয়ার হতে পারে, আপনিই তার প্রমাণ।

অগ্নিবরন। আমি তোর মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।

জিন্নঃ

[পিস্তল বাগাইল]

কবির প্রবেশ ও বাধাদান।

কবি। থামো সাহেব, থামো। এত বড় দামী যন্ত্র দিয়ে কি এত ছোট জীব মারতে আছে?

অগ্নিবরন। আবার তুমি কি বলতে এসেছ?

কবি।

গীত।

জগৎ জুড়ে চাইছে সবাই শান্তি ওরে শান্তি।

তোর কেন এ পাগলামি বল সর্দনাশা লাভি?

ভেবেছ কি একাই তুমি, করবে ভোগ এই বিশ্বতুমি,

আর সবে কি রইবে বেঁচে

শুধু তোমার চরণ চুমি।

কেন এত গানের আলা, যা গিলেছিস উগরে পালা,

ধাকবেনা এ তেলে ঘিরে গড়া সোনার কান্তি।

বিজ্ঞাৎ। কি চাই এখানে?

কবি। তোমাদের সেই কথাটা স্মরণ করিবে দিতে চাই।

অগ্নিবরণ। কোন্ কথা?

কবি। সব শাস্ত্রের গোড়ার কথা;—ইট মারলেই পাটকেল খেতে হয়। দু'দিন আগে আর পরে।

[প্রস্থান।

জিন্নাৎ। রাজা বাহাডুর, মেয়েটাকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিন, তবু এ মহাপুরুষকে দেবেন না।

[প্রস্থান।

বিজ্ঞাৎ। এর জবাব আমি মুখে দেব না, বন্দুক দিয়ে দেব। এ বেগমদেবি আপনি সহিতে পারেন, কিন্তু আমি বিলেৎ ফেরত ব্যারিষ্টার, আমি সহ্য করব না।

[প্রস্থান।

অগ্নিবরণ। তাহিত, এ কি স্বপ্ন না সত্য? রায় বাহাডুরকে অগ্রাহ্য করে একটা চাষার মেয়ে! বুগ কি শেষ হয়ে গেল? হুনিয়ার কি সন্ধ্যা নেমে এল?

[প্রস্থান।

— — —

চতুর্থ দৃশ্য

রাজবাড়ীর প্রাঙ্গন।

সিরাজ ও আদমকে বাঁধিয়া প্রহার করিতে করিতে

ভজনসিংয়ের প্রবেশ।

সিরাজ। আলা—পানি।

চুড়ামণির প্রবেশ।

চুড়ামণি। দে দে, পানি দে, ভাল করে পানি খাইয়ে দে।
বদমায়েস বাটারা, বলা নেই, কণ্ঠা নেই, নহবৎখানায় ঠেলে উঠলেই
হল? মরবার আর জায়গা ছিল না?

সিরাজ। দে শূয়ার, জবাব দে।

আদম। জবাব যে দেবার, সেই দেবে; তুমি চুপ কর না।

ভজন। এ শালে বহুৎ বদমায়েস আছে।

আদম। গাল দিসনি বাটা ছাতুখোর। ভাল হবে না বলে
দিস্ছি।

ভজন। ছাতুখোর মৎ বোলো উল্লু।

আদম। উল্লুক তুই, তোর বৌদ্ধপুত্ৰ। মনে করেছ এদিন এমন
যাবে? তা হয় না। আজ আমাদের পিঠে তোরা যেমন করে
চাবুক মারছিস, একদিন তোদের পিঠেও আমরা তেমন করে চাবুক
মারব।

ভজন। কিন আঁধ দেখলাতা? [প্রহার]

সিরাজ । আমাকে মার দারোয়ান সাহেব । আর কটা দিনই বা বাঁচব ? একেবারে শেষ করে দাও ।

ভজন । চোপরাও বদমায়েস । [সিরাজকে প্রহার]

চুড়ামণি । জোরসে মার না আঁটকুড়ির ব্যাটা । গোত্রাসে ডাল রুটির শ্রাদ্ধ করতে জানতা, আর কসে চাবুক মারতে নেই পারতা ? অত আলগা করকে বৈধেছিস কেন ? ভাল করে কসে বাঁধ, ছ' বাপব্যাটাকে খুঁটির সঙ্গে বানকে বিশ কোরা লাগা । ব্যাটার ভেবেছে কি ? দেশটা কি অরাজক হয়ে গেছে ? যে সে রাজবাড়ীর নহবৎখানায় ঢুকলেই হল ? দরোয়ানরা না হয় ছাতুখোর, রাজা-বাহাদুরকেও কি ছাতুখোর পেয়েছিস ?

ভজন । এই ঠাকুর, কেন আপনি এইসা করকে ছাতু ছাতু বোলেন ?

চুড়ামণি । সামে কি বলি বাবা ? গায়ের জালায় বলি । বছর বছর মায়ের পূজা করকে গাড়ী গাড়ী ফল পাকুড়, জোড়ায় জোড়ায় কাপড়া, গণ্ডা গণ্ডা টাকা আর খালা ভর্তি প্রণামী মিলতা, আর এ বছর কুছ নেই পায়া ? সংবসর জরু ছাওয়াল কার গুটীর মাথা খায়েগা ?

ভজন । গুটীর মাথা ? ও কোন্ চিজ ?

চুড়ামণি । জালাসনি বাবা ছাতুরাম । সর্ব্বাঙ্গ জলে জলে ছাই হয়ে যাচ্ছে । সব এই বাটা ছোটলোকদের জন্তে । এই বুড়ো শূয়ার, —

আদম । মুখ সামলে কথা বলো ঠাকুর ।

চুড়ামণি । চোপরাও বিচ্ছু শয়তান ।

ভজন । মার ডালেঙ্গে ।

সিরাজ । আর মেরো না বাবা । দোশাই তোমাদের । দেখ, ছেলেটার পিঠ কেটে রক্ত পড়ছে । এবার ছেড়ে দাও বাবা ।

চতুর্থ দৃশ্য ।]

প্রাচীন

চূড়ামণি । এখনি তিন বাপ বাটাবেটীতে নাকথং দিতে দিতে বাড়ী ছেড়ে চলে যাবি, তবে ছেড়ে দেব ।

সিরাজ । আমি নাকথং দেব দেবতা,—ওদের ছাড়ান দাও । মেয়েটার সেদিন সর্বনাশ হয়ে গেছে, চোখের পানি এখনও শুকোয়নি কত, ওকে তোমরা রেহাই দাও । ধম্মে সহিবে না ।

চূড়ামণি । ছোটলোক চাষার আবার ধম্ম ?

আদম । না, যত ধম্ম তোমাদের জন্তে । তুমিই ঠাকুর বত নষ্টের গোড়া । তুমিই ভদ্রলোকদের শিথিয়েছ যে হুনিয়ার দানাপানিতে শুধু তাদেরই অধিকার, আমাদের কিছু নয় । তুমিই রাজা বাহাদুরকে বুঝিয়েছ যে গরীবকে দোয়া করলে পাপ হয় । তুমিই দেশের মানুষগুলোর কাণে কাণে মন্তর দিয়েছ যে আমাদের ছুঁলে তাদের জাত যায় । আজ পাশা উন্টে যাচ্ছে ঠাকুর ; মানুষের আদালতে আজ তোমাদের জবাব দিতে হবে । সে আদালত সবাইকে মাপ করলেও তোমাকে মাপ করবে না ।

চূড়ামণি । দাঁড়ায়কে দেখছিচ্ কি আটকুড়ীর ব্যাটা ? মার, চাবুক মার । তারপর সেই গোরার শ্রমারকো আর বান্দাল বিড়িওরালাকো টেনে টিঁচড়ে লে আও ।

সিরাজ । মেরো না বাবা, আর মেরো না ।

ভজন । উধার যাও উল্লু । [ধাক্কা দিল]

আদম । তবে রে হতভাগা । [মুক্তির চেষ্টা]

ভজন । জাহান্নামে যা । [প্রহারোত্তোগ]

মহু - মহু

সহসা গোরার প্রবেশ ।

গোরা । খবরদার ভজা,—[চাবুক কাড়িয়া লইল]

ভজন। ভজ্ঞা কোন্ আছে রে ? হামি ভজন সিং ।

গোরা। তুমি পবনের ব্যাটা হুম্মান সিং। ক' ঘা চাবুক
মেরেছিস বল ।

চুড়ামনি। তার কি সংখ্যা আছে বাবা ? আমি যত বলি মারিস
নে, ততই শপাং শপাং করে মারে। দেখো বাবা দেখো, বুড়ো
মানুষটার কি হাল করেছে ।

গোরা। সরকারী নাগরা পেয়েছ ব্যাটা ? পিঠের উপর চাবুক
মারলেই চল ? আমি তোকে খুন করব ।

ভজন। নিকালো হারামজাদ ।

গোরা। তবে রে হতভাগা । [ভজন সিংকে এলো পাখাড়ি,
কিল চড় লাথি মারিতে লাগিল] ডাক তোর রাজা বাহাদুরকে,
ডাক তার হবু জামাইকে, সব কটাকে একসঙ্গে আমি যমের বাড়ী
চালান দেব । [প্রহার, অলক্ষ্যে চুড়ামনিও দুই এক ঘা দিল]

ভজন। এই শালে—এই—আরে—বাপু, এ প্যারেলাল, জান
নিকাল লিয়া ।

সিরাজ। ছাড়ান দাও বাবু, মরে যাবে ।

আদম। মরুক, ওদের মরাই উচিত ।

চুড়ামনি। তোদেরও বলি বাপু। পড়ে পড়ে মার খেলি, তবু
একখানা হাত তুলতে পারলি না ?

আদম। তুমি ঠাকুর ধারেও কাট, ভারেও কাট ।

চুড়ামনি। আবার ঠাট্টা হচ্ছে ! তোরা মরবি না ত মরবে
কে ? ডেকে আন রাজা বাহাদুরকে, টেনে আন দেওয়ান গোবর্দ্ধন
মল্লিককে, আলা আশুন, সবাই মিলে একসঙ্গে রুখে দাঁড়া । ভয়

কি তোদের? আমি কালই তোদের কল্যাণে বজ্র করব। দেখি কেমন সে রাজা আর আমিই বা কেমন বাধাস্বর চূড়ামণি।

[প্রস্থান।

ভজন। আরে বাপ্, হাড়ি চুর দিয়া।

গোরা। খোল, বাধন খোল; খোল বলছি। নইলে তোরা মাথাটা ছাত্ত্ব করে ফেলব।

ভজন। আরে বাপ্।

[আদম ও সিরাজের বাধন খুলিয়া দিল]

গোরা। যাও সিরাজ, ঘরে যাও। তোমাদের যতদিন খুশী নহবৎখানায় থাকবে। কে তোমাদের তুলে দেয়, আমি দেখতে চাই। ঘরে একটা ঘণ্টা বেধে দিয়ে এসেছি। যখন কেউ তোমাদের চোখ রাঙাতে আসবে, তখন ঘণ্টা বাজাবে। আর তোমাদের কিছু করতে হবে না। যাও, চলে যাও।

সিরাজ। তার চেয়ে আমরা বরং নোবৎখানা ছেড়ে চলে যাই।

গোরা। না। নহবৎখানায়ই তোমরা থাকবে।

আদম। এসো বাবা। কাপছ কেন? কিসের ভয় তোমার? মরেই ত আছি আমরা। আর কত মারবে? মরার আগে একবার শেষ কামড় দিয়ে যাব, দেখি ওদের বুকে কি দিয়ে গড়া।

[সিরাজকে লইয়া প্রস্থান।

ভজন। এ প্যারেলাল, এ মহাবীর,—আসামী ভাগল বা, রোখো রোখো।

চাবুক হাতে অগ্নিবরণের প্রবেশ।

অগ্নিবরণ। কোথায় সিরাজ? কোথায় তার ছেলে?

গোরা। তারা নহবৎখানায় ফিরে গেছে।

অগ্নিবরণ। আমি না তাদের বেধে রাখতে বলেছিলাম?

ভজন। সে ত হামি রাখলো সরকার। লেকীন এ ভেরীক বাচ্চা ছোড় দিল।

গোরা। খবরদার উল্লুক, মাথাটা নামিয়ে দেব।

ভজন। দেখিয়ে হজুর, এ আদমী আসামীকো ছোড় দিল, হামার ভি হাড্ডি চুর করলো, আরে বাপু।

[প্রস্থান।

অগ্নিবরণ। কে তুই

গোরা। ভক্তভাবে কথা বলুন, যার তার মুখে তুইতোকারি আমি পছন্দ করি না।

অগ্নিবরণ। বেয়াদবি করে না। আমার নাম অগ্নিবরণ রায়।

গোরা। আমার নাম গোরা।

অগ্নিবরণ। তুমিই গোরা, আমাদের সদরের নায়েব সিন্ধেখরের ভাই পো? এতদিন ছিলে কোথায়?

গোরা। আমার বাড়ীতে।

অগ্নিবরণ। এখানে মরতে এসেছ কেন?

গোরা। মরবার এমন ভাল জায়গা আর নেই বলে।

অগ্নিবরণ। কি কাজ করা হয়?

গোরা। রোগীর সেবা, মড়া পোড়ানো, কচুরিপানা ধুংস করা আর দরকার মত শয়তান ঠাঙ্গানো। যখন কাজ না থাকে, তখন ভালে চালে মিশিয়ে বাছি।

অগ্নিবরণ। আমার কুল ঘরে, আটচালার আর নহবৎখানার চাবা ব্যাটারের চুকিয়ে দিয়েছে কে?

গোরা। আমিই দিয়েছি রাজা বাহাদুর।

অগ্নিবরণ। অমুমতি পেয়েছিলে ?

গোরা। আজ্ঞে না।

অগ্নিবরণ। তবে ?

গোরা। তবে আবার কি ? আটচালা ত পড়েই থাকে, নহবৎখানা ত কোন কাজেই লাগে না। আর ঠিকুল ত মাষ্টারদের রাজনীতির আখড়া। পড়া শোনা ত ওদের গুপ্তীর মাথা। ও ছাই পড়ে আর কি হবে ?

অগ্নিবরণ। বটে। নিজে কতদূর লেখাপড়া শিখেছ ?

গোরা। নকল ফকল করে বি-এ টা পাশ করেছিলুম।

অগ্নিবরণ। বি-এ পাশ করে এত উন্নতি হয়েছে ?

গোরা। আজ্ঞে হ্যাঁ। হঠাৎ একদিন দিবাঙ্গুষ্টিতে দেখলুম, এর চেয়ে রাজমিস্ত্রীর কাজ শিখলে অনেক ভাল হত। সঙ্গে সঙ্গে ডিপ্লোমাক্সানা জলন্ত উহুনে গুঁজে দিলুম।

অগ্নিবরণ। তুমি উচ্চর যাও। কিন্তু আমার নহবৎখানায় ওট উল্লকগুলোকে ঢুকিয়ে দেবার সাহস তোমায় কে দিলে ?

গোরা। সাহস কি কেউ দেয় রাজাবাহাদুর ? ও হচ্ছে অন্তরের জিনিষ। আপনার আলীকাদে ও জিনিষটা আমার একটু বেশীই আছে। আর ওরা উল্লকও নয়, জলজ্যান্ত লোক। ঠিকুল ঘরেই ছিল। মেয়েটা জরের ঘোরে অজ্ঞান হয়ে গেল, ভাবলুম সঁাতসঁতে ঘরে রাখা আর ঠিক হবে না।

অগ্নিবরণ। তাই আমার নহবৎখানায় নেমস্তন্ন করে নিয়ে এসেছ ? আমি যে তোমায় কি করব, তাই ভেবে উঠতে পাচ্ছি না।

গোরা। আপনি শুধু শুধু রাগের অপব্যয় কচ্ছেন।

অগ্নিবরণ। আমার নোঁকো থেকে ঠাকুর নামিয়ে রেখে বস্ত্রাঙ্গদের নিয়ে এসেছিল কোন্ বদমায়েস ?

গোরা। আমি বদমায়েস।

অগ্নিবরণ। ঠাকুর গ'লে কাদা হয়ে গেল। ত্রিশ বছরের বার্ষিক পূজা বন্ধ হয়ে গেল। নিমন্ত্রিতেরা টিটকারী দিয়ে ফিরে গেল, পুরোহিতেরা অভিশাপ দিলে, বান্ধুজীরা গালাগাল দিলে, এসব তোমারই জন্তে। কে নেবে এর শাস্তি ?

গোরা। আপনিই নেবেন। মাকে ভোগ দেবেন বলে দশটা পাঠা বেঁধে রেখেছিলেন। একটা পাঠাও মা খেতে পেলেন না। এত পাপ কি বুখাই যাবে ? এলোকেশী চাষীদের ঘরবাড়ী ডুবিয়ে দিয়েছে ; হঠাৎ একদিন সে সশরীরে এসে আপনার নাম্বেরের ঠ্যাং ভাঙবে, দেওয়ানের চোখ উপড়ে নেবে, আর আপনার মাথাটা বড় বড় দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খাবে।

বিদ্যাতের প্রবেশ।

বিদ্যাৎ। এই অসভ্য জানোয়ারটা কে ?

গোরা। আমি কে, সে কথা আপনার না জানলেও চলবে সাহেব। কিন্তু আপনি কে, তাই আমরা জানতে চাই। কিসের জন্তে আপনি আমাদের কথার মধ্যে মাথা গলাতে এলেন ? জবাব দিন।

বিদ্যাৎ। কার কাছে জবাব দেব ?

গোরা। আমাদের কাছে দেবে। আমরা প্রজা, রাজার সঙ্গে আমাদের বোকাপড়া। তুমি মোড়ল তার মধ্যে কে হে ?

বিহ্বাৎ। হুদিন পরে দেখিয়ে দেব আমি কে?

গোরা। রাজার জামাই হয়ে শূলে দেবে? যখন দেবে, তখন ^{স্বাভাব} তোমার কথা শুনব। আজ তুমি বেরিয়ে যাও আমাদের গাঁ থেকে।

অগ্রিবরণ। চাবুক না খেলে তোমার শিক্ষা হবে না।

গোরা। চাবুক দিয়ে এ জাগ্রত জনশক্তিকে আর কাবু করে রাখতে পারবেন না রাজা বাহাদুর। মানুষ আপনি, মানুষের দরদ নিয়ে প্রজাদের কাছে এগিয়ে আছেন। মান যাবে না, ঐশ্বর্য্যও হুকবে না। আপনার অনেক আছে, কোন কাজে লাগে না। আপনার বাগানবাড়ীতে বাঈজীরা নাচে, মোসাহেবরা মদ খায় আর মুখবিস্তি করে। কত মেয়ে ওখানে ধন্য হারিয়েছে, কত মাথা ওর মাটির তলায় চাপা পড়ে আছে। আজ ওখানে গৃহহারা সর্কহারা আপনারই প্রজাদের ঠাই দিন। তাদের পায়ে পায়ে সাতপুরুষের পাপের ছাপ উঠে যাবে।

বিহ্বাৎ। পাপের ছাপ!

গোরা। আজ্ঞে ই্যা।

অগ্রিবরণ। তুমি আজই এদের সরিয়ে নেবে কি না, আমি জানতে চাই।

গোরা। নিয়ে কোথায় রাখব বলে দিন।

অগ্রিবরণ। আমি তার কি জানি?

গোরা। আপনিই ত জানবেন রাজা বাহাদুর। এলোকেশী বছর বছর চাষীদের শাসিয়ে যায়। মাত্র হুশো গজ বাধ দিলে এলোকেশী গাঁয়ে প্রবেশের পথ পেত না। দশ বছর ধরে ওরা আপনার কাছে কত আবেদন নিবেদন করেছে। বাধের জন্তে গরীব চাষীদের কাছ থেকে টাকাও আপনি তুলেছেন। এত বেশী তুলেছেন

যে তা দিৱে তিনটে বাঁধ দেওয়া যেত। কোথায় সে টাকা? কেন আপনি তা আত্মসাৎ কৰেছেন? আপনাই জন্তে এতগুলো লোকের এ শোচনীয় হুৰ্দ্দশা, আপনাই জন্তে একটা অমূল্য প্ৰাণ এলোকেলীৰ তলায় হাৰিয়ে গেছে।

বিদ্ভাৎ। বেশ কৰেছে। উচ্চন্ন বাক চাবাৰ দল।

গোৱা। প্ৰজা উচ্চন্ন যাবে, আৰু ৰাজা বাহাদুৰ সোনাৰ খাটে বসে ৰাজভোগ খাবেন? অমন ৰাজভোগের চেয়ে ছাই খাওয়া অনেক ভাল।

অগ্নিবৰণ। গোৱা!

গোৱা। ওৱা যাবে না ৰাজা বাহাদুৰ। আপনাই জন্তে ওৱা গৃহহাৰা। ওদের প্ৰত্যেকটি ঘৰ আপনাকে তৈরী কৰে দিতে হবে। যতদিন তা না কৰবেন, ততদিন যে যেখানে আছে, সেইখানেই থাকবে, এক পা-ও নড়বে না; আপনাই চোখ ৰাঙানিতেও নয়, আৰু ওই ময়ূৰ পুচ্ছধাৰী দাড়াকাকের সঙ্গীনের ভয়েও নয়। [প্ৰস্থান।

বিদ্ভাৎ। চাবুক মেরে শহবৎ শেখাব।

গোৱা। সে চাবুক এখনও তৈরী হয়নি।

অগ্নিবৰণ। বিদ্ভাৎ, আমাৰ কি সবাই মেরে গেল?

বিদ্ভাৎ। আমি ত মৰিনি। কোন ভয় নেই আপনাই, আমি চাবাদেৱ ত তাড়িয়ে দেবই, বদমায়েসটাকেও বুকিয়ে দেব যে আমি কুলী মজুৰ নই, বিলেত ফেৰৎ ব্যাৰিষ্টাৰ।

শ্ৰামাৰ প্ৰবেশ।

শ্ৰামা। কেন বলুন ত? প্ৰজা এসেছে ৰাজাৰ কাছে; তাদের ভিন্নকায় কৰতে হয়, পুৰস্কাৰ দিতে হয়, ৰাজাই তা বুঝবেন। আপনি কেন তাদের মাথা নিতে হাত বাড়িয়েছেন?

বিহ্যৎ। সে কথা বোকবার মত বুদ্ধি বোমার নেই।

শ্রীমা। না থাকে আমাদের নিবুদ্ধিতা নিরুই আমরা মরব, আপনার বিলিতি বুদ্ধি ধাব করে আমরা বাচতে চাই না। গরীব ছুখী নিরাশ্রয় ওই চাষীদের উপর তাদের রাজার রাগ হতে পারে, কিন্তু আপনার রাগের ত কোনই অর্থ নেই।

বিহ্যৎ। কোন অর্থ নেই? শ্যাম

শ্রীমা। না সাহেব। দোহাই আপনার, আপনার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ওদের উপর থেকে সরিয়ে নিন। বন্দুক নিয়ে ওদের সামনে আপনি যাবেন না। চেলেমেয়ে ভয়ে আঁতকে উঠবে, বোকা হাবা বউগুলো আর্ন্তনাদ করে আকাশ ফাটিয়ে দেবে।

বিহ্যৎ। দিক। ছোটলোককে প্রশ্রয় দিয়ে জমিদারী চলে না।

শ্রীমা। ৩। জমিদারীর অভিজ্ঞতা আপনার অনেক আছে দেখছি।

বিহ্যৎ। পথ ছাড় শ্রীমা, আমাকে যেতে দাও।

শ্রীমা। পথ ছেড়ে দিচ্ছি। এই পথ দিয়ে আপনি বাড়ী চলে যান। আপনার বাপ মা আপনার পথ চেয়ে বসে আছেন, আপনার বোন আপনার কল্যাণে রোজ তুলসীতলায় প্রদীপ দেয়। তাদের সকলের শুভেচ্ছা বার্থ করে আপনি আমাদের উপকার করতে যাবেন না। তাতে আমাদের মজল হবে না, কিন্তু আপনার অমজল হবে। আপনি যাকে ফেউ মনে করেছেন, সে ফেউ নয়, ছুরক্স বাঘ।

অগ্নিবরণ। বাঘের দাঁত ভেঙ্গে দাও বিহ্যৎ, তার থাথা চিরদিনের জন্তে স্তব্ব করে দাও।

বিহ্যৎ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার কাছে বাঘ আর বেড়ালে কোন তফাৎ নেই।

[প্রস্থান।

শ্ৰামা । ফেরাও বাবা, শুকে ফেরাও । পৰেৰ ছেলেকে কেন ভুমি যমের মুখে ছেড়ে দিলে ? আমাদের ঘরে আগুন লাগলে উনি কেনই বা আগুন নেভাতে ছুটে যাবেন ?

অগ্নিবরণ । বারবার কেন এক কথা বলছ ? কতবার তোমায় বলব যে আমার অবস্থামানে আমার সব কিছুৰ অধিকার তোমার, আর তোমার উপর অধিকার ওই বিজ্ঞাতের ।

[নেপথ্যে গুলির শব্দ ।

শ্ৰামা । দেখ বাবা দেখ, সাহেব বুঝি কোন্ চাষীকে খুন করলে ।

বেগে গোবর্দ্ধনের প্রবেশ ।

গোবর্দ্ধন । শীগ্গির আহ্নান রাজা বাহাদুর, শীগ্গির আহ্নান । সৰ্কনাশ হল । জামাই বাবাজির মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে ।

অগ্নিবরণ । কে ?

গোবর্দ্ধন । গোরা ।

শ্ৰামা । [স্বগত] জয় মা, জয় মা ।

অগ্নিবরণ । গুলি কর ।

গোবর্দ্ধন । বাবাজি নিজেই গুলি করেছেন । কিন্তু তাতে আমাদেরই একটা গুরু মরেছে । গোরা বন্দুক কেড়ে নিয়েছে । সৰ্কনাশ হল রাজা বাহাদুর ।

শ্ৰামা । [স্বগত] জয় মা ।

অগ্নিবরণ । তোমরা কি সবাই মরেছ ? আমারই বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ করে সে আমারই বৃকে মই দিয়ে যাবে, আর আমার কর্মচারীরা শুধু দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখবে ?

শ্রামা। তুমি যাও বাবা, তুমি যাও। [স্বগত] জয় মা।

অগ্নিবরণ। ভীরু অকর্মণ্য সব। তার যদি কোন অনিষ্ট হয়,
আমি তোমাদের সবাইকে জ্যান্ত পুতে ফেলব।

[প্রস্থান

শ্রামা। আপনি নিজের চোখে দেখে এলেন দেওয়ানজি? এত
বড় গুণ্ডা ওই লোকটা—একটা ব্যারিষ্টারের মাথা কাটিয়ে দিলে?

গোবর্দ্ধন। শুধু কি তারই মাথা কাটিয়েছে? পারেলালের ঠ্যাং
ভেঙ্গে দিয়েছে, আমিনউদ্দিনের হাত মুচড়ে দিয়েছে, পাইক পেয়াদা
নায়েব তসিলদার যে কেউ এগিয়ে গিয়েছিল, কেউ আর অক্ষত
নেই। কারও নাক দিয়ে রক্তগঙ্গা বয়ে যাচ্ছে, কারও কাল ফুলে
টোল হয়েছে, কারও পিঠের ছাল তুলে নিয়েছে।

শ্রামা। লোকটা কি অসভ্য! আমাদের এতগুলো লোককে
একা ঘায়েল করে দিলে!

গোবর্দ্ধন। সঙ্গে আছে সেই বাঙ্গাল বিড়িওয়াল। সে বত না
হাত চালিয়েছে, তত চালিয়েছে মুখ। কেবলই হালা হালা করেছে
আর বলেছে, “কিলাইয়া সিধা করুন।”

শ্রামা। এতো বড় ভয়ের কথা হল দেওয়ানজি। অমন একটা
সাহেব,—হলই বা কালো—ষেচে আমাদের উপকার করতে এসেছিল,
তাকে মেরে সোজা করে দিলে একটা গুণ্ডা! ছি, ছি, নরকেও
যে আমাদের স্থান হবে না। যান যান, মাথা বেঁধে দিন গে;
চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।

গোবর্দ্ধন। আমি থানায় যাচ্ছি। তুমি যাও মা, শীগ্গির যাও।

শ্রামা। আমি আর গিয়ে কি করব? আর যাবার কি সম্বর
আছে দেওয়ানজি? আমার এখন বুক ঠেলে গান উঠছে। আপনি

জীবন

[দ্বিতীয় অঙ্ক ।

ধানায় চলে বান; আমি বিপস্তারিণী মা দুর্গাকে ডাকি। আপনি
পুলিশ ডেকে আহুন, আমি মাকে ডেকে আনি, দেখবেন ব্যারিষ্টারের
ফাটা মাথা এক মুহূর্তে জোড়া লেগে বাবে।

গোবর্দ্ধন। এ তুমি বলছ কি মা?

শ্রামা।

গীত।

মুণ্ডমালা পরবি যদি এলোকেশী শ্রামা,
দুঃস্বাদেব ধড় হতে তুই মাথাগুলো নামা।
অভাগাদের মাথার পরে সবলের যা নিত্য পড়ে,
নিরীহদের নাকে তারা সদাই ঘসে খামা।
রক্তে ওদের কর মা সিনান,
ধর লিবাঁনি তীক্ষ্ণ কপাণ,
শিবের বৃকে নাচিস নে আর, পা ছুটে তোর খামা।

[প্রস্থান।

গোবর্দ্ধন। মাথা খারাপ, মেয়েটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সিদ্ধেশ্বরের বাড়ী।

ভাঙ্গুর প্রবেশ।

ভাঙ্গু। মা, মা,—

শঙ্করীর প্রবেশ।

শঙ্করী। কি রে?

ভাঙ্গু। উলু দে, শাঁখ বাজা, হরির লুট দে।

শঙ্করী। কেন? কেন? হয়েছে কি?

ভাঙ্গু। তোর ভাস্কর পোর জেল হয়েছে।

শঙ্করী। হবে না? হতভাগা ছেলে জেলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে দাঙ্গা করতে গেল? রাজার হবু জামাই; তার উপর বিলেত থেকে কি সব পাশ দিয়ে এসেছে, তার মাথা ফাটানো? এতেও যদি জেল না হয় তবে কিসে হবে?

ভাঙ্গু। আরে মাথা ফাটানোর জন্তে জেল হয়নি। উকিলরা বলেছিল, এ জন্তেই বহুরের জেল হবে। হতও তাই, গোলমাল করে দিলে রাজা বাহাদুরের মেয়ে।

শঙ্করী। কি রকম?

ভাঙ্গু। দাদা শুধু তাকেই সাক্ষী মেনেছিল। সে কাঠগড়ার দাঁড়িয়ে স্পষ্ট বললে,—বিছাতই আগে বিশজন লোক নিয়ে গিয়ে

হামলা করেছিল, গোরাদা নিতান্ত বাধ্য হয়েই তার গায়ে হাত তুলেছে। বাস, এক সাক্ষীতেই বাজামাং।

শঙ্করী। তবে জেল হল কেন মুখপোড়া ছেলে?

ভাই। জেল হল বাবাকে মেরেছে বলে।

শঙ্করী। কখন মারলে?

ভাই। যখন মারেনি।

শঙ্করী। তোর বাপ আদালতে দাঁড়িয়ে এই কথা বললে?

ভাই। শুধু বললে? বলতে বলতে হাউ হাউ করে কেঁদে আদালত ভাসিয়ে দিলে, আর পিঠের ঘা দেখালে। চূড়ামনি ঠাকুর হলপ পড়ে সাক্ষী দিলে যে সে নিজের চোখে এ দৃশ্য দেখেছে, আর বাধা দিতে এসে নিজেও মার খেয়েছে। দেওয়ানজী নাকি তখন এই পথ দিয়ে চণ্ডীপালকে নিয়ে রাজবাড়ী যাচ্ছিল। গোলমাল শুনে তারাও সব দেখে গেছে। চণ্ডীপাল না কি ভয়ে হুগাঁনাম জপ করতে লাগল, আর দেওয়ানজী এগিয়ে এসে এক আখলা ইট খেয়ে ফিরে গেল।

শঙ্করী। ক' বছরের জেল হয়েছে বল না পাজি ছেলে।

ভাই। এক মাসের।

শঙ্করী। মোটে একমাস! হাকিমটা পাগল না কি? দশ বছর ঠেলে দিতে পারলে না? তাহলে ও আমার হাড়ে বাতাস লাগত। একমাস বাদে আবার আসবে, আবার এসে আমাকে আলাবে। বলছি হতভাগার বিয়ে দিয়ে দাও, তা দেবে না।

ভাই। বাবা যে বলে, তুইই আদর দিয়ে দাদাকে বিগড়ে দিয়েছিস?

শঙ্করী। মিছে কথা বলিসনি। তেমন লোক শঙ্করী বামনী নয়। আশুক না জেল থেকে ফিরে। অধর্ম করব না, আগে ছুটো পিণ্ড গিলিয়ে দিয়ে কাঁ্যাটা মেরে বিদেয় করব।

ভাছ। তুই তাহলে অত ছটফট কচ্ছিস কেন? তুই যে রাগে কৈদে ফেললি।

শঙ্করী। কৈদে ফেললুম মুখপোড়া? বেরিয়ে বা আমার বাড়ী থেকে। এই ছেলেটাই সব নষ্টের গোড়া।

ভাছ। কেন, আমি কি করলুম?

শঙ্করী। তুই হাকিমকে বলতে পারলিনি বেশীদিন জেল দিয়ে দিতে?

ভাছ। ভুল হয়ে গেছে মা। তুই ভাবিসনি। দেখ না, একমাসেই হাড় ভেঙ্গে দেবে। দিনরাত ঘানি টানাবে।

শঙ্করী। বামনের ছেলেকে দিয়ে ঘানি টানাবে?

ভাছ। শুধু ঘানি টানাবে? জল তোলাবে, মাটি কাটাবে, পায়খানা ঘাটাবে। পান থেকে চুণ খসলে সপাং সপাং করে বেত মারবে।

শঙ্করী। বেত মারবে কি?

ভাছ। বেত ত ছোট জিনিষ, জুতোগুজ লাধি মারবে। তিন দিন হয়ত খেতেই দেবে না। তুই কিছু ভাবিসনি মা। সে হয়ত আর ফিরবেই না। যদি বা ফেরে, আর মাথাটি ভুলতে হবে না। তুই ভাল করে কাঁ্যাটা বাগিয়ে রাখ। খবরদার আর বাড়ীতে চুকতে দিবিনি।

শঙ্করী। আবার? যেখানে খুশী সেখানে চলে যাক, আমার বাড়ীতে আর নয়। কথাটা একবার মুখপোড়াকে শুনিয়ে দিয়ে এলে

হয়না ? ওরে ও ভাছ, চল না একবার জেলে গিয়ে দেখা করে আসি ।

ভাছ । কি বাজে কথা বলছিস ? সেখানে তোকে ঢুকতে দেবে কেন ? সে হচ্ছে যমপুরী ।

শঙ্করী । যমপুরী ! তাই ত রে, লোকে নিন্দে করবে না ত ? বলবে নিজের ছেলে নয় কি না, তাই মা-বাপ মরা ছেলেটাকে জেলে পুরে দিয়েছে । আমি না খেয়ে থাকতে রাজি আছি, তবু লোকের নিন্দে সহ্যেতে রাজি নই । চল আমি হাকিমের কাছে যাব ।

ভাছ । হাকিমের কাছে যাবি !

শঙ্করী । নিশ্চয়ই যাব । বলব,—গোরা ভাছর বাপকে মারেনি, আমি নিজে দাঁড়িয়ে দেখেছি ।

ভাছ । মারেনি আবার দেখে কি করে ? তোর যেমন বুদ্ধি ! আপদ বিদেশ হয়েছে যাক না, লোকনিন্দায় আমাদের কি কাঁচকলা হবে ? সে থাকলে কি বিপদ হত জানিস্ ? এই সব ঘরবাড়ী জমি জমা সব বেহাত হয়ে যেত ।

শঙ্করী । কেন ? বেহাত হবে কেন ?

ভাছ । তুই কিছু বুঝিসনে । এ সম্পত্তির এক কণাও বাবার রোজকারের নয় ; সব তার বড় ভাইয়ের টাকায় কেনা । জ্যাঠামশায় মরার সময় বাবাকে তার সব জমানো টাকা দিয়ে বলে গেছিল, গোরা বড় হলে তাকে দিও । বাবা তাই দিয়ে তোর নামে এসব কিনে নিয়েছে ।

শঙ্করী । তুই কি করে জানলি ?

ভাছ । মামা ত সব কিনে দিয়েছে ? মামাকে যা দেবার কথা ছিল, তা বাবা ঘেঁষনি । ছজনে সেদিন ঝগড়া করছিল, আমি সব শুনেছি ।

শঙ্করী। তবে ত তার হয়েই গেল। সব বখন আমার, তখন আর আমি তাকে আমার ঘরে ঢুকতেই দেব না। এ যদি মিথ্যে হয়, তাহলে আমি বামুনের মেয়ে নই।

ভাছ। কথা রাখতে পারিস, তবে ত। তুই হয়ত রেগে মেগে গিয়ে সব সম্পত্তি দাদাকে লিখে দিয়ে বসে থাকবি। বাবা জিজ্ঞেস করলে হয়ত বলবি,—তুমি পাপ করেছ, আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করলুম।

শঙ্করী। আঁ!

ভাছ। পবরদার অমন কাজ করিসনি। উকিলের বাড়ী গেছিস্ কি মরেছিস্।

(প্রস্থান।

শঙ্করী। উকিলের বাড়ী! সে কদুর!

বিনোদের প্রবেশ।

বিনোদ। নমস্কার।

শঙ্করী। কে তুমি?

বিনোদ। আমি ঢাকার পোলা, শাখারী টোলার বিনোদ।

শঙ্করী। কি চাও এখানে?

বিনোদ। ভাউন্টার বাপেরে চাই, আইজুই গেই, এহনই চাই।

হালা মিথ্যা সাক্ষী দিয়া গোরাদারে জ্যালাে দিছে, আমি ওরে কিলাইয়া সিদা করুম।

শঙ্করী। তা আমাকে কিল দেখাচ্ কেন?

বিনোদ। না না, আপনারে দেখামু ক্যান? আপনি ভাউন্টার মা, হালা বামুনের মাইয়া, আমাগো বক্তিবাজোন। নাইলে ঠারাইন, আপনারেও এতক্ষণ কিলাইয়া সিদা করতাম। ভাউন্টার বাপে কই, ভাউন্টার বাপে?

শঙ্করী । তিনি ত এখনো বাড়ী আসেননি ।

বিনোদ । হাচা কথা কইও ঠারাইন । বারীতে আছে নাই, তবে গেল কোয়ানে ? আদালতে ধরছিলাম, ফুরুৎ কইয়া পালাইয়া গেল । বারীতে ঢুকতে দেখলাম, আর তুমি কও বারী নাই ? আমি বারী চাষ করুম ।

শঙ্করী । ও মা, বাড়ী চাষ করবে কি ? এ কি ধান জমি না কি ?

বিনোদ । আরে হেই, চাষ না ঠারাইন, খানা তালাস, বোঝছ ?

শঙ্করী । ও কাজ করো না বাবা পুলিশ তোমাদের পেছনে লেগে আছে ।

বিনোদ । পুলিশেরে কিলাইয়া সিদা করুম ।

শঙ্করী । পুলিশকে কিলিয়ে সিধে করা যায় না বাবা । এ কুকুরের ল্যাঙ্গ, যতবার সিধে করবে ততবারই বেঁকে যাবে । গোরী জেলে গেছে,—তোমাদেরও যদি ধরে নিয়ে যায়, তাহলে এই গরীব চাষীগুলোকে লাথি মেরে রাস্তায় নামিয়ে দেবে, সিরাজের ছুখী মেরেটাকে ওই রাজা বাহাদুরই হয়ত বাগান বাড়ীতে আটকে রেখে দেবে ।

বিনোদ । কিলাইয়া সিদা করুম ।

চুড়ামণির প্রবেশ ।

চুড়ামণি । ও বোমা, শুনেছ ? হেঃ হেঃ হেঃ ।

শঙ্করী । সব শুনেছি চুড়ামণি মশায় ; হাঃ হাঃ হাঃ ।

চুড়ামণি । কি শুনেছ বল দেখি ।

শঙ্করী । শুনেছি আপনার একটি বাছুর হয়েছে ।

চুড়ামণি । আমার বাছুর ! কি যে বল ? বলছি গোরার এক মাসের জেল হয়েছে ।

শঙ্করী । আর কিছুদিন ঠেলে দিতে পারলেন না ? এত দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে ।

চুড়ামণি । ফুরবে না বোমা । উকিলবাবু বলেছে আপীল করবে । তাহলে কমসে কম সাত বছরের জেল ।

শঙ্করী । আপেলের এমন গুণ ! আচ্ছা চুড়ামণি মশায়, আপনি ত সবই জানেন । কবে গোরা তার কাকাকে মেরেছিল ?

চুড়ামণি । আরে দূর, আমি থাকতে তাকে মারবে কে ? মিছে কথা, মিছে কথা । হেঃ হেঃ হেঃ ।

বিনোদ । হেঃ হেঃ হেঃ । নমস্কার তালই ।

চুড়ামণি । কে ? ও—বাক্সাল বিড়িওয়ালা ?

বিনোদ । আইজ্ঞা হ ।

শঙ্করী । দেখুন ন', বলে মিনসেকে কিলিয়ে সিধে করবে । মারুন না তুঘা । যত সব আপদ । [প্রস্থান ।

চুড়ামণি । তুমি ত গোরার ডান হাত । বেশ বেশ, তা টানো আদায় হচ্ছে কেমন ?

বিনোদ । হ', লোকে খুব দেয় ।

চুড়ামণি । তাহলে ত বিড়ির দোকান দোতারা হবে ।

বিনোদ । আপনার আশীর্বাদ থাকলে সবই হইবার পারে ।

চুড়ামণি । আহা, আশীর্বাদ করব না ? দেশে ঘন ঘন বজ্রা হক. বাক্সালের বিড়ির দোকানে সোনার ছাদ হক ।

বিনোদ । তোমার মত চোর চ্যাচ্চর ঋষিদ্ধার থাকলে হালা সোনার ক্যান্ হীরার ছাদ হইব । আমার পাওনা টাকা দেও

দেহি। এগার বাঙিল বিরি, আর সাত প্যাক সিগারেট। একটাকা
সারে তেরো আনা। জাও।

চুড়ামণি। পয়সা নিয়ে বেরিয়েছি না কি? কাল পাবি।

বিনোদ। চালাকি পাইছ? আইজ পয়সা না দিলে তোমারে
কিলাইয়া সিদা করুম। তুমি হালা চোরেরে কও চুরি করতে, আর
গিরন্তরে কও জাইগ্যা থাকতে। ভাউজার বাপেরে যখন পাইলাম
না, তখন তোমারে কিলাইয়া আইজ সাইদ করুম।

চুড়ামণি। এই এই, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

বিনোদ। ভালো আমাগো হইয়া গেছে। তুমি বাস্তবঘু থাকতে
কারণ ভালো নাই। তোমারে আমি খুন করুম।

জিন্নতের প্রবেশ।

জিন্নৎ। না বিনোদ ভাই, মশা মেরে লাভ নেই।

বিনোদ। মশা কারে কও? এই ব্যাটাই এ গেরামের শনি
ঠাকুর। ভাউজার বাপেরে পরামর্শ দিচ্ছে এই বুইয়ার পো বুইয়া।

জিন্নৎ। দিক না ভাই। তোমাকে গোরা দা যা বলে গেছে,
তাই কর। সে এসে যেন দেখতে পার, তার গ্রামের হাওরা
বদলে গেছে; কেউ আর কারণ বুকে ছুরি বসাতে সাহস কচ্ছে
না, ধনীর চোখ রাঙানিতে গরীবেরা আর মাটির মধ্যে সঁধিয়ে
যাচ্ছে না, কারণ বুকের পাজর দিয়ে কেউ আর ইমারৎ গড়তে
পাচ্ছে না। যাও বিনোদ ভাই যাও। সে জমি তৈরী করে রেখে
গেছে, তোমরা হুহাতে বীজ ছড়িয়ে দাও।

বিনোদ। ছেমরি, তুই মর, তুই মর, তর লইগ্যাই ত আমাগো
এত জালা। তরে আমি খুন কইর্যা কালী যামু।

[প্রস্থান।

চুড়ামণি। তুমিই ত সিরাজের মেয়ে? আহা, আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম। সবাই বলছে, গোরা ত জেলে গেল, এখন সিরাজের মেয়ের কি উপায় হবে? গোরাকে না দেখে ও কি আর বাঁচবে?

জিন্নৎ। কি বলছেন আপনি?

চুড়ামণি। আমি কি আর বলছি? গ্রামের পাঁচ জনে বলছে। ইয়া গা, গোরা তোমার খসমের বন্ধু বুঝি? তোমাদের বাড়ীতে খুব ঘনঘন যাতায়াত ছিল, না?

জিন্নৎ। আজে না। আমাদের বাড়ীতে তিনি কখনও যাননি।

চুড়ামণি। তাহলে দেখা সাক্ষাৎ বুঝি তোমার বাপের বাড়ীতে হত? তা বেশ। কদিন ধরে চলছে?

জিন্নৎ। কি চলছে?

চুড়ামণি। এই ভাবসাব। হেঃ হেঃ হেঃ।

জিন্নৎ। চুড়ামণি মশায়!

চুড়ামণি। তা তোমার ভালই হল। বংশটা ভাল, লেখাপড়াও শিখেছে, কোন রকমে চালিয়ে নিতে পারবে। তা দেখ, নিকে কর আর বিয়ে কর, এখানে আর ওটা করে কাজ নেই। তোমরা বরং বৃন্দাবনে গিয়ে কপ্তী বদল কর। হেঃ হেঃ হেঃ।

জিন্নৎ। আপনি বাবুনের ছেলে না চামারের ছেলে?

চুড়ামণি। মারব ছুঁড়ীকে খড়মের বাড়ি। [খড়ম তুলিল]

শঙ্করীর প্রবেশ।

শঙ্করী। হাঁ হাঁ হাঁ, করেন কি? খড়ম অপবিত্র হবে। আপনার খড়ম কি যার তার গারে উঠতে পারে? [খড়ম ছিনাইয়া ফেলিয়া দিল]

চুড়ামণি । শয়তানীর কথা শুনেছ ?

শঙ্করী । চাষাভুষের কথাই ওই রকম । আপনি একে বামুন, তার উপর পণ্ডিত, আপনি যদি ওকে কুচ্ছিত কথা বলেই থাকেন, তা বলে ওঁক পারে আপনাকে কটু কথা বলতে ? আপনার মেয়েকে নিয়ে যে কত কানায়ুষো শুনতে পাই, তাবলে ওঁক বলতে পারে আপনার মেয়ের চরিত্র খারাপ ?

চুড়ামণি । তুমি এসব কি বলছ ?

শঙ্করী । কথায় কথায় খড়ম তোলেন কেন ? পৈতে ছুঁয়ে অভিশাপ দিতে দিতে চলে যান,—দেখবেন চাষার বংশ তিন দিনে নিশ্চল হয়ে যাবে ।

চুড়ামণি । আচ্ছা, আমিও দেখে নেব, তোরা কেমন চাষা, আর আমি কেমন বামুন ।

[প্রস্থান ।

শঙ্করী । ঠ্যা গা, চাষার মেয়ে তুমি, গতরে ত জোর কম নেই, এই বুড়ো শকুনটাকে কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাতে পারলে না ? শুধু শুধু তোমাকে যা তা বলে রেখাই পেয়ে গেল ?

জিন্ন২ । আমরা গরীব, মাথা গোজবার ঠাই নেই । যার দৌলতে পাতার ঘরে আমি রাণী ছিলাম, সে আজ নেই । তার উপর পোড়া নসীব গা ভরা রূপ দিয়েছে । কত লোকেই ত কত কথা বলে মা । কার কি করতে পারি আমি ? সহিতে এসেছি, সহ্যেই যাই ।

শঙ্করী । আমার কাছে কেন এসেছ ?

জিন্ন২ । আপনি ত গোয়ালার মা ?

শঙ্করী । না নই, বুড়ী ।

জিন্নঃ। একই কথা, খুড়ীও যা, মাও তাই।

শঙ্করী। খুড়ীও যা, মাও তাই? এ ছোটলোকের মেয়ে বলে কি?

জিন্নঃ। আপনার কাছেই আমি এসেছি চাচি। গোরাধা ভিক্ষে করে টাকা কড়ি সোনা দানা যা কিছু পেয়েছে, সব আমার কাছে জমা রেখেছে। আমি বুক দিয়ে তা রক্ষা করেছি। আর আমি পাচ্ছি না। বাবার দৃষ্টি পড়েছে। তাই সব আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। আজ থেকে সব আপনার কাছেই জমা হবে। এই নিন।

শঙ্করী। আমার কাছে জমা রাখবে? কত টাকা?

জিন্নঃ। ভেতরে হিসেব আছে; হাজার মশেক হবে। সস্তর আলী ভরি সোনাও আছে।

শঙ্করী। এসব তুমি আমার কাছে রাখবে? মেয়েটা গাংল না কি? আমি যদি সব খেয়ে ফেলি?

জিন্নঃ। এমন নীচ কাজ আপনি করতে পারেন না।

শঙ্করী। কেন পারব না?

জিন্নঃ। আপনি যে গোরাধার মা। পীরের মা কি পেত্নী হয়, শ্বশুর মা কি চুরি করতে পারে? তাহলে স্বর্গ্য পশ্চিমে উঠবে, বাতাস আর বইবে না।

শঙ্করী। ছুড়ী বলে কি? আমি কার পরিবার জান না?

জিন্নঃ। জানি চাচি। কিন্তু এও জানি, মা আর বাপে আশ্রয়মান জমিন তফাৎ। ^{এই} ^{আমি} ^{কি} ^{বলেছি} ^{শোনিনি?} “লবকুশে বনে তাজিয়াছে রাম, পালন করেছে সীতা।”

[প্রস্থান।

শঙ্করী। “লবকুশে বনে তাজিয়াছে রাম, পালন করেছে সীতা।”
এই কথা ছাপার অক্ষরে লিখেছে? তবে?

সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ।

সিদ্ধেশ্বর। তবে কি?

শঙ্করী। এস এস, আমি ফুল বেলপাতা :হাতে নিয়ে পথের
দিকে চেয়ে বসে আছি। দেবী দেখে ভাবলুম বাঙ্গাল বিড়িওয়ালা
বুঝি তোমায় কিলিয়ে সিধে করলে।

সিদ্ধেশ্বর। মন্তব্য করো না। শুনেছ গোরাকে জেলে পূরে দিচ্ছে।

শঙ্করী। কি করে দিলে গা? তোমার কি বুদ্ধি! মুখপোড়ারা
তবু বলে কি না, অমুক চক্কোতি একটা বামুনের ঘরের গরু।

সিদ্ধেশ্বর। কে বলেছে?

শঙ্করী। সবাই বলে! বাঙ্গাল বিড়িওয়ালাটা আবার কি বলে
গেল জান? বললে,—ও ব্যাটা বামুনের ছেলে নয়।

সিদ্ধেশ্বর। বদমায়েস ব্যাটা আবার এখানেও এসেছিল?

শঙ্করী। এই ত গেল, আবার আসবে বলেছে। বললে,—
ভাউজার বাপেরে আমি কীলাইয়া সিধা করুম। যাক যাক; দেখি
তোমার পিঠের ঘাটা। গোরা তোমায় কবে মেরেছিল গো?

সিদ্ধেশ্বর। আমাকে মারবে গোরা? তার বাপের সাধ্য আছে
আমার গায়ে হাত তোলে?

শঙ্করী। মিথ্যে সাক্ষী দিয়েছ বুঝি? বেশ করেছ। পোড়ামুখো
ছোড়াগুলো বলে কি জান? “আদালতে দাঁড়িয়ে যে মিথ্যে সাক্ষী
দেয়; সে বাপের ব্যাটা নয়।”

সিদ্ধেশ্বর। কেন ব্যাটার ঘর বাড়ীতে ঢুকতে দাও?

শঙ্করী। জোর করে ঢুকলে কি করব?

সিন্ধেশ্বর। গলায় দড়ি দেবে।

শঙ্করী। জানি না যে। তুমি গলায় দড়ি দিয়ে দেখিয়ে দাও না। হ্যাঁ গা, আমার একবার ভেলে নিয়ে যাবে? আমি একবার দেখব, হাতকড়া পরে কেমন তাকে মানিয়েছে। দেখব ঘনি টেনে কি হাল হয়েছে তার। না খেয়ে না খেয়ে—উঃ, আমার বুকেটা কেমন কচ্ছে। চল না গো।

সিন্ধেশ্বর। বাজে কথা বলো না।

শঙ্করী। বাজে কথা? সে কি বলেছে জান? এবার বাড়ী ঘর জমি জায়গা সব নাকি তার বাবার।

সিন্ধেশ্বর। আঁ!

শঙ্করী। ফিরে এসে সে তোমায় কিলিয়ে সব আদায় করবে। দলিলগুলো দাও দেখি, দলিলগুলো দাও। শুনছি না কি ওরা আপেল খাবে। তাহলে না কি তার হাতকড়া তোমার হাতে উঠবে। দাও দাও, দলিলগুলো আগে আমি সামলে রাখি।

সিন্ধেশ্বর। তা কথাটা মন্দ বলনি। চল, দলিল বের করে দিচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজবাড়ী।

শ্রামার প্রবেশ।

শ্রামা। সত্য সত্যই লোকটার জেল হয়ে গেল? হাকিমটা মানুষ না কি? মরুক গে, আমার আর কি? গুণ্ণামি করলে জেল ত হবেই। কি দরকার ছিল ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে যাওয়ার? অসভ্য, ইতর, পাগল কোথাকার।

কবির প্রবেশ।

কবি। এমনি ছ একটা পাগল পৃথিবীতে মাঝে মাঝে আসে বলেই সভ্যতার ইমারৎ দিনের পর দিন গড়ে উঠছে দিদি। এরা যদি না আসত, এরা যদি জীবন মৃত্যুকে পায়ের ভূতা মনে করে এগিয়ে না যেত, তাহলে মানুষ আজ আকাশে উড়তে পারত না, মরার পরও সে গান গাইত না, শত বোজনের পথ এক নিমেষে পার হয়ে যেতে পারত না।

শ্রামা। কবি,—

কবি। যে তাকে ভুল বোঝে বৃথুক। তুমি ভুল বৃকো না দিদি। যাদের জন্তে সে কারাবরণ করেছে, তাদের বোঝা তোমরা সবাই তুলে নাও। ভদ্রলোকের কথা বলতে সভ্য সমিতি আছে, সংবাদ পত্র আছে, সরকারী যন্ত্র দিনরাত মুখর হয়ে আছে, কিন্তু এ অভাগাদের কথা বলতে কেউ নেই। কোন্ রাজা ছবার বেশী ছাই

তুলেছে, সমগ্র জগৎ তার জন্তে তুড়ি দেবে; কিন্তু কোন্ শ্রমিক ধনির মধ্যে কয়লাচাপা পড়েছে, সংসারের রথ তার জন্তে এক মুহূর্তও থামে না, অথচ দেশ বলতে ওদেরই বোঝায়।

শ্রামা। দেশে কি তাহলে ধনী থাকবে না বলতে চাও?

কবি। থাকবে, থাকবে। আগে সবার মুখে আহাৰ দাও, সবার পরণে কাপড় দাও, সবার মাথা গোঁজবার ঠাই দাও, তারপর ছ চারজন হাওয়া গাড়ী চড়ুক, জড়োয়া গহনা পরুক। কেউ হিংসে করবে না।

শ্রামা। তুমি বাও কবি, তুমি বাও। এ ধনীর প্রাসাদ, এখানে ওসব কথা বলতে নেই, মাথাটা নামিয়ে দেবে। এখানে আসতে হলে তোতাপাখীর মত একটা বুলি শিখে আসতে হয়,— ছনিয়ার মাটি শুধু ধনীর জন্তে, গরীবের জন্তে নয়। দেশের সরকার ধনীর টাকাকে বাধা, হাকিম তাদেরই চকুমে চলে, বম তাদের কাছেও ঘেঁষে না।

কবি। সেদিন ফুরিয়ে গেছে দিদি। দেখতে পাচ্ছ না, পূর্বাশার দ্বার খুলে আলোর বারণা ছুটে আসছে। সে এসেছে, ওরে সে এসেছে।

শ্রামা। কে এসেছে কবি!

কবি।

গীত।

মাহুদ এল, মাহুদ এল, বাঙা শব্দ বাজা,
ফলে ফলে ছনিয়াটায় সবাই মিলে সাজা।
উচ্চ নীচের তফাৎ সত আজ হবে সব অপগত
দে দেখি সব অজলি দে বুকের রক্ত তাজা।

হজুর মজুর বামশা ধনীর
রক্ত সবার এক ধমনীর,
একই মায়ের বাচ্ছা তোরা ভিথিরী আর রাজা।

[প্রস্থান।

শ্রামা। সত্যই কি মানুষ এসেছে? কোথায় তুমি, কে তুমি জানি না। যদি তুমি এসে থাক,—মানুষে মানুষে এ হস্তের ব্যবধান তুমি পদাঘাতে চূর্ণ কর, নিশ্চিহ্ন কর।

ভজন সিংয়ের প্রবেশ।

ভজন। দিদিভাই,—সাহেব জলদি আপনাকে তলব দিয়েছে।

শ্রামা। তলব দিয়েছে!

ভজন। ঠা। সাহেব আপনার উপর সাংহাতি রাগিয়ে গেলো দিদিভাই।

শ্রামা। কেন বল ত? আমি ত সাহেবের পাকা ধানে মই দিয়েছি বলে মনে পড়ছে না। তোকে কিছু বলেছে?

ভজন। হামাকে কি বোলবে? আমি পুছলুম,—কাঁচ আপনি খানাপিনা না করলো, কইকো সাথ বাতচিৎভি না করলো? বোলনেসে বিশোয়াস না করবে দিদিভাই। জুতি দেখলাইয়ে হামাকে বললো,—আভি শয়তানীকো বোলাও উল্লু; আমি একদফে উহাকে দেখে লিবে।

শ্রামা। তুমি গিয়ে সাহেবকে বল,—দিদিভাই এল না, আপনাকেই যেতে বলেছে।

ভজন। আপনি উনকো কেন ডর করলো দিদিভাই? আপনি ত রাজা বাহাছরকা লেডকী আছে।

শ্রামা। উনিও ত একজন ব্যারিষ্টার।

ভজন । ছোড়্, দিজিরে বেলাস্তার । ও আচ্ছা আদমি না আছে । গোরাবাবু উনকো হাজার দফে খবর দারি করলো,—বন্দুক মৎ ছোড়্ সাহেব । এসব গরীব আদমী, রাজা বাহাদুরকা প্রজা আছে । বাপকো সাধ লেড়কা লেড়কী বুঝাপড়া করতে আসলো । আপনি কেন ইনিকা অন্দর ঝঙ্কাট করতে থাকলো ?

শ্রামা । বিলেত ফেরৎ সাহেব বাঙ্গালীর কথা শুনেবে কেন ?

ভজন । সাহেব একঠো গুলি ছুঁড়ল আউর হামাদের কালা গো হাত পা ছোড়্কে মর গইল । গোরাবাবু ভি শেরকা বাচ্ছা, বন্দুক পাঁকড়ে নিয়ে সাহেবকে এইসা মার ডাললো, আরে বাপ, সাহেব একদম চিংপাত হ'কে এইসা খাবি পেতে থাকলো ।

শ্রামা । তোমাকেও বাদ দেয়নি শুনেছি ।

ভজন । হাঁ হাঁ ; হামকোভি ফিন্ হাড়ি চুর করল । প্যারেলাল, হাতী সিং, পীর মহম্মদ,—সব কইকো মার দিয়া দিদিভাই । হাতী সিংকো পানঠো দাঁত টুট গইল, পীর মহম্মদকো টেংরি এইসা ফুল গইল,—

শ্রামা । বল কি ভজন ?

ভজন । হাঁ, গোরাবাবু সিংহীকা দুধ পিয়েছে । বাংগালী আদমী এইসা পালোয়ান, হামি কভি জানতে না পারল ।

শ্রামা । এত মার ঝেয়েও আদালতে তার বিরুদ্ধে তুমি ত কিছুই বললে না ।

ভজন । কেইসে বোলবে ? গোরাবাবু ত কুছু কসুর না করেছে । হাকিম জবরদস্তি করকে উনকে ফাটকমে ভেজ দিল ।

শ্রামা । চূপ চূপ, সাহেব শুনলে মাথা কাটিয়ে দেবে ।

ভজন। আরে যানে দিজিয়ে দিদিভাই। ও ভেড়ীকা বাচ্চা খালি হেই হেই কোরতে পারে, আউর কুছু পারে না। ও আপনাকে কেন তলব দিবে? সব আদমীকো কেন আঁখ দেখাবে?

শ্রামা। চুপ চুপ, জানিস্ না, সে তোদের ভাবী মনিব।

ভজন। হামার বাৎ গুনিয়ে দিদিভাই। উনকো সাদি মং কিজিয়ে। দিদিভাই, আপনি সাক্ষাৎ লছমী, তামাম নল্লকমে আপনার জুড়ি এক আদমীই আছে। সে হানাদের ছশমন ওই গোরাবাবু। আউর কই নেহি, আউর কোই নেহি।

[প্রস্থান।]

শ্রামা। হতভাগা বলে কি? ছি ছি ছি। তার চেয়ে আমি গলায় কলসী বেঁধে মরব। কিন্তু গুণ্ডটার কি হাতীর বল, আর কি সাহস!

বিষ্ণুপ্রিয়া প্রবেশ।

বিষ্ণুপ্রিয়া। শ্রামা,—

শ্রামা। কি মা?

বিষ্ণুপ্রিয়া। বিছাৎ বারবার ডেকে পাঠাচ্ছে, তোর কি কাণ নেই?

শ্রামা। কেন থাকবে না? দেখতে পাচ্ছ না?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তবে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি কচ্ছিস্?

শ্রামা। আকাশের তারা গুণ্টি।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তারা গুণ্টি হতভাগা মেয়ে? আর ওদিকে বিছাৎ যে কিচ্ছ মুখে দিলে না, সে খবর রাখ?

শ্রামা। রাখি।

বিষ্ণুপ্রিয়া । তবে কেন তার কাছে যাচ্ছ না ।

শ্রামা । আমি গিয়ে কি কিছুক দিয়ে ছুঁ খাওয়াব ?

বিষ্ণুপ্রিয়া । তর্ক করবি না বলে দিচ্ছি । এত বাড় তোর কি করে হল, আমি ভেবে পাচ্ছি না । রায় বংশের মেয়ে হয়ে তুই আদালতের কাঠগড়ায় উঠে সাক্ষী দিয়ে এলি ?

শ্রামা । আদালত তলব দিলে সাক্ষী দেব না ?

বিষ্ণুপ্রিয়া । বিদ্রাং যে বললে, সাক্ষী না দিলেও হবে ।

শ্রামা । উনি আইন কানুন জানেন না ।

বিষ্ণুপ্রিয়া । বিদ্রাং জানে না, জানিস তুই ? বিলেত থেকে আইন পাশ করে এসেছে ।

শ্রামা । বোধহয় টুকে পাশ করেছে । পড়ে পাশ করলে এত জ্ঞান হতে পারত না ।

বিষ্ণুপ্রিয়া । তর্ক করবি না । বংশে যা কখনও হয়নি, তুই তাই করে এলি ? বাপের মাথা ধুলোর মিশিয়ে দিলি ?

শ্রামা । ধুলোয় আমি বেশাইনি না, মিশিয়েছেন তিনি নিজে, আর তাতে হাততালি দিয়েছে চূড়ামণি গোবর্দ্ধন সিদ্ধেশ্বর কোম্পানি, আর সাহায্য করেছে এই গায়ে পড়া আশ্রায় দিশী সাহেব । তোমাকে আর কি বলব ? সংসারের কিছুই তুমি বোঝ না । ধীর বোধবার শক্তি ছিল, তাঁকে চারটে রাহতে গ্রাস করেছে । তোমরা দেখতে পাচ্ছ না উদয়াচলে নবজীবনের জলপ্রপাত যুগযুগান্তরের এ বাদশাহী ঠাঁট ভেঙ্গে চূরে ছড়িয়ে পড়বেই । নাহুবে নাহুবে এত প্রভেদ থাকতে পারে না । বলদর্পী আভিজাত্যকে পথের ধুলোর নেমে আসতেই হবে । সময়ের সঙ্গে তাল রেখে যে চলতে পারবে না, তার মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে মহাকাল ছুটে আসছে । সাবধান ।

বিকুপ্রিয়া । এসব কি বলছিস্ তুই ? কে তোর মাথা খারাপ করে দিলে ? কার কথায় তুই বাপের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে এলি বল ?

শ্রামা । যার কথায় রাজা হরিশ্চন্দ্র জীকে বিক্রি করছেন, কিন্তু অধর্ষ করেননি । আমি যা বলেছি সত্য কথাই বলেছি ।

বিদ্যাতের প্রবেশ ।

বিদ্যাৎ । সত্য কথা বলেছ ? সত্য কথাটি কি সব ক্ষেত্রে বলা যায় ? পিতার স্বার্থও তুমি দেখবে না ?

শ্রামা । পিতা ত আমার । তাঁর কথা আমাকেই ভাবতে দিন ।

বিদ্যাৎ । সাক্ষী দিতে যাবার সময় তাঁর কথা তুমি এতটুকু কি ভেবেছিলে ?

বিকুপ্রিয়া । দে এইবার, কি জবাব দিবি দে ।

শ্রামা । জবাবটা বাবার কাছেই দেব ।

বিদ্যাৎ । তাই দিও ! কিন্তু আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে তোমার সাহস হল কি করে ?

শ্রামা । আপনি ছাড়া আর সবাই জানে, সাহসের আমার অভাব নেই ।

বিকুপ্রিয়া । কথাটাও কি ভাল করে বলতে পারিস না ?

শ্রামা । যা কখনও পারিনি, আজও তা পারব না ।

বিদ্যাৎ । তোমাকে আর কি বলব শ্রামা ? তোমার ব্যবহারে আমাদের সবারই মাথা হেঁট হয়েছে ।

শ্রামা । আপনার ত মাথা হেঁট হবার কথা নয় ।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আর কিসে মাথা হেঁট হয় শুনি। এত বড় বংশের মেয়ে তুই, আদালতে দাঁড়িয়ে সাক্ষী দিয়ে লোক হাসিয়ে এলি, যার দশ বছর জেল হবার কথা, তোরই জন্তে সে একরকম রেহাই পেয়ে গেল, এর জন্তে তোর এতটুকু লজ্জা নেই?

শ্রামা। না, নেই। আমি যা করেছি, বারবারই তা করব। তাতে কার স্বার্থ রইল, আর কার স্বার্থ গেল, আমি গ্রাহ্য করি না।

বিহ্বাৎ। শুনছেন আপনার মেয়ের কথা?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমিও বাছা ভাল কাজ করনি। ওরা লাঠি দেখলে ভয়ে আঁতকে ওঠে, ওদের তুমি বন্দুক দেখাতে গেলে কেন? যতটা রয় সয়, ততটাই ভাল।

[প্রস্থান ।

বিহ্বাৎ। শ্রামা,—

শ্রামা। কি বলছেন?

বিহ্বাৎ। তুমি ত ছেলেমানুষ নও। কিছুই কি তুমি বুঝতে পাচ্ছ না? এই সব চাষা ভূষো ভঙ্গলোকের মুখের দিকে চেয়ে কখনও কথা বলেনি, আজ তারা মাথা উঁচু করে কৈফিয়ৎ চায়। এদের মুখে ভাষা দিয়েছে গোরা, এদের বুক সাহস দিয়েছে সে; এরা চলে যেতে চায়, সে-ই এদের যেতে দিচ্ছে না। এত বড় একটা শত্রুকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্তে তোমায় কুপরাশর্ম দিয়েছে কে?

শ্রামা। আমার শিক্ষা, আমার দেশের শাস্ত্র।

বিহ্বাৎ। রেখে দাও তোমার শাস্ত্র। আমি তোমার এ ব্যবহার অত্যন্ত ঘৃণা করি।

জীবন

[তৃতীয় অঙ্ক ।

জামা । একথা আপনি বহবার বলেছেন, আমি আপনাকে শুধু একবারই বলছি শুনুন । আপনার ঘৃণা বা প্রশংসা আমার কাছে সমানই তুচ্ছ ।

বিদ্যাৎ । বটে ! আচ্ছা । আমি একজন ব্যারিষ্টার, এসব বেয়াদপি আমি বরদাস্ত করব না ।

[প্রস্থান ।

জামা । ছুপেয়ে জানোয়ার । মাথাটা না কাটিয়ে নামিয়ে দেওয়াই উচিত ছিল ।

নেপথ্যে কোলাহল—আগুন, আগুন ।

জিন্নতের প্রবেশ ।

জিন্নৎ । দিদি আছ ? দিদি, এই যে ; তোমার কাছেই আমি এসেছি দিদি ।

জামা । কোথায় আগুন লেগেছে জিন্নৎ ?

জিন্নৎ । নহবৎখানায় । সব পুড়ে গেল, যা কিছু ছিল সব পুড়ে গেল । বাবা আর দাদা ঘরে ঘুমিয়েছিল । বাবাকে টেনে বার করেছি ; দাদাকে বার করতে পাচ্ছি না । বত আমি ভেতরে যেতে চাই, ততই দরোয়ানরা বাধা দেয় । দরোজা জানালা সব জ্বলছে দিদি । কেউ এক বাগতি জ্বলও ঢালছে না । উপায় কর দিদি, উপায় কর ।

শঙ্করীর প্রবেশ ।

শঙ্করী । ও কি উপায় করবে রে ? শনি যে পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে, এক পা এগুলেই মাথায় লাঠি মারবে । আমার ছেলেটা কোথায় গেল ? ভাছ, ভাছ,—

ভাছুর প্রবেশ ।

ভাছ। দেখলি মা, যা বলেছি সত্যি নয়? এখন কি করব বল্।

শঙ্করী। আমি বলব, তবে তুই করবি? যা ছুটে যা। ঘরের ভেতর লোক আছে। যেমন করে হক, টেনে বার কন্।

জিন্নং। না না না, আপনার ছেলে কেন যাবে?

ভাছ। কেন যাব? সে কথা এখন বলব না, পরে বলব। আমি তবে আসি মা।

শঙ্করী। দেবী কচ্ছিস্ কেন হতভাগা ছেলে? যা যা, শীগ্গির যা।

শ্রামা। কার ছেলে ভাই তুমি?

ভাছ। আমার বাবা আপনাদের নায়েব সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্তী।

শ্রামা। তুমি যেও না ভাই, আমি অস্ত্র কাউকে পাঠাচ্ছি।

ভাছ। কাউকে পাবেন না। এ আমারই কাজ। বাধা দেবেন না, পথ ছাড়ুন।

জিন্নং। থাক ভাই থাক, মরতে হয় চাষার ছেলেই মরুক। তোমরা বেঁচে থাক ভাই।

ভাছ। আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে তোমরা এতদিন মরেছ, এবার তোমাদের বাঁচিয়ে রাখতে আমাদের মরার পালা।

[প্রস্থান।

জিন্নং। এ আপনি কি করলেন? আমাকে কি আপনারা কেউ শাস্তিতে থাকতে দেবেন না? শোন ভাই, শোন।

[প্রস্থান।

শঙ্করী। তুমিই কি আমাদের রাজকন্তা?

শ্রামা। হ্যাঁ। আপনিই কি গোরাবাবুর মা?

শঙ্করী । মা নয়, কাকীমা ।

শ্রামা । কাকীমাও ত মা ।

শঙ্করী । তুমিও বলছ একথা ?

শ্রামা । ছেলেটাকে কেন আপনি এ বিপদের মধ্যে ঠেলে দিলেন ? রাজবাড়ীতে কি লোক ছিল না ?

শঙ্করী । অনেক ছিল, কিন্তু কেউ এল না ।

শ্রামা । মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন কেন ? সন্ধান, সর্বস্ব পুড়ে গেল যে ।

শঙ্করী । কিছুই পুড়বে না মা । নহবৎখানাটা পুড়ে যাওয়ার দরকার ছিল, ওই অভাগা চাষীদের নিরাশ্রয় করার জন্তে । বন্দুক যা পারেনি, আদালত যা পারেনি, আগুন তাই করে গেল । আর কিছু পুড়বে না । দূরে দাঁড়িয়ে এখন যারা মজা দেখছে, তারাই এর পর বাগতি নিয়ে ছুটে যাবে ।

শ্রামা । এ আপনি কি বলছেন ? এ কি তবে ইচ্ছাকৃত ? এমন ভৎসন মনোবৃত্তি কার ?

শঙ্করী । শিব দিয়ে যে সাড়া পায় না, টাকা দেখিয়েও মন পায় না, তার । মেয়েটা ছোটলোক হলে কি হয়, দেখতে যে বড় সুন্দর ।

শ্রামা । তাহলে এখন উপায় ? কোথায় রাখব আমি এ রূপের খনি ? কে দেবে ওকে আশ্রয় ?

শঙ্করী । আর কেউ না দেয়, আমিই দেব ।

শ্রামা । আপনি দেবেন !

শঙ্করী । তা আর কি করব বল ? ছেলে বাকে কুড়িয়ে এনেছে, মা কি তাকে ফেলতে পারে ? হতভাগা ছেলে জেল থেকে কিরে

এসে যদি দেখে তার কুড়িয়ে আনা বোনকে পত্ততে ধারেল করেছে, তাহলে সে বুক ফেটে মরে যাবে। আর লোকে বলবে, আমিই না খাইয়ে মেয়েছি। আমি বাপু সব সইতে পারি, কিন্তু লোকনিন্দা সইতে পারিনে। কি বল? অস্তায় বলছি?

শ্রামা। না না, আপনি গোরার মা, অস্তায় আপনি বলতেও পারেন না, করতেও পারেন না। আমার প্রণাম নিন।

শঙ্করী। কি আর আশীর্বাদ করব মা? ফুলের মত ফুটেছ যদি, দেবতার পারে অঞ্জলি হও, অমরের পারে ঝরে পড়ো না।

[প্রস্থানোত্তত।

দক্ষ অবসন্ন ভাটুর প্রবেশ।

ভাটু। মা, মা, কাজ শেষ করেছি মা, কাজ শেষ করেছি। বাবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছি।

শঙ্করী। ভাটু,—

শ্রামা। এ তুমি কি করলে ভাই? কি করলে তুমি? এ যে সর্সাক পুড়ে গেছে। ওগো, কে আছ? দেওয়ানজি, ভজন সিং, ডাক্তার, ডাক্তার।

ভাটু। ডাক্তারে কি করবে দিদি? এ প্রকৃতির প্রতিশোধ। নহবৎখানার আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন আমার বাবা।

শ্রামা। ওঃ—এও কি সম্ভব?

শঙ্করী। ওদের পক্ষে সবই সম্ভব মা। বাপের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ছেলেকেই করতে হয়। তাই ওকেই আমি এ বিপদের মুখে পাঠিয়েছিলাম। দুঃখ করো না মা।

ভাটু। সর্সাক জলছে মা। আমি দাঁড়াতে পারছি না। দেখতেও কিছু পারছি না। আমার চোখদুটো বুঝি পুড়ে গেল মা।

আমার ধর, বাবার কাছে চল্ মা, বাবার কাছে চল্ । আমি তাকে দেখিয়ে বাব তার নিজের হাতে গড়া মহিমার তাজমহল । উঃ—

শঙ্করী । তাই চল্ ভাহু, দেখি পাষণ ফেটে ঝরণা বেরোয় কি না ।

ভাহু । চেয়ে দেখ্ মা, আগুন কি নিভে গেছে ।

শ্রামা । নিভে গেছে ভাই । নহবৎখানা ছাই হয়েছে, আগুনও নিভে গেছে । তুমি ঠিক বলেছিলে মা, এ মানুষের গড়া বিপর্যায় । কিন্তু সে মানুষটি কে ? আমি তাকে নিশ্চয়ই খুঁজে বার করব । সবাই তাকে ক্ষমা করলেও আমি ক্ষমা করব না ।

[প্রস্থান ।

জিন্নতের প্রবেশ ।

জিন্নৎ । এ তুমি কি করলে ভাই ? আমরা গরীব চাষাভূষো, মরবার জন্তেই আমরা জন্মেছি, কেন আমাদের জন্তে তুমি প্রাণ দিলে ভাই ?

ভাহু । তুমি যে আমার দাদার বোন । আমারও বোন তুমি । তোমার ভাই আমারও ভাই ।

জিন্নৎ । ভাই—

ভাহু । কৈদো না । মরার আমার প্রয়োজন ছিল । যারা মানুষকে মনে করে পোকা মাকড়, হুহাত ভরে যারা শুধু নিয়েছে বেয়নি কিছুই, তাদের সঙ্গে আপোস করো না ।

ওই যে কবি গাইছে—

“পোহার রজনী জাগিছে জননী বিপুল নীড়ে

এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে ।

[জিন্নৎ ও শঙ্করীর সাহায্যে প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য

জেলায়ের বাসা।

গোরা ও হর্দমের প্রবেশ।

হর্দম। এই, ও—

গোরা। কি ও?

হর্দম। কচ্চিস কি তুই?

গোরা। প্রাণে স্মৃতি জাগল, তাই গান গাইছি।

হর্দম। স্মৃতি! জেলে এয়েছ স্মৃতি করতে?

গোরা। নয় ত কি বাবা? পরসা খরচা করে কিছু লেখা পড়া শিখেছিলুম। কিন্তু রাশি রাশি কেতাব পড়েও এত জ্ঞান ত কখনও হয়নি যা একদিনে হল! কি আলেমি কাও বাবা। গাড়ী গাড়ী মাংস আসছে, টন টন দুধ আসছে, কত কঞ্চল কত ওষুধ কত জামা কাপড়ের আমদানি হচ্ছে, অথচ যাদের জন্তে আসছে, তারা কেউ পায় না। মাছ মাংস ছুটে পালায়, দুধ উড়ে যায়, জামা কাপড় হামাগুড়ি দিয়ে অফিস-বাঁড়ীদের বাড়ীতে গিয়ে ওঠে!

হর্দম। জেলার বাবু একথা শুনেলে তোর পিঠের ছাল তুলে নেবে।

গোরা। কেন বাবা খাঁয়ের পা, বেশ ত স্তব গান কচ্ছি। দেখি একটা বিড়ি ফিড়ি ছাড়।

হর্দম। বিড়ি খাবে? ভাল করে খাইয়ে দেব।

গোরা। কেন বাপ? জেলে ত কিছু বাদ নেই দেখছি। বিড়ি তামাক মদ জেনানা, পরসা ছাড়লে সবই ত মেলে দেখছি।

আইন কাহুন শুধু আমাদের মত ছিঁচকে কয়েদীদের জন্তে । তুমি বছরে তিনবার করে আস, তুমি ত আমাদের নবাব । এবার যখন আসব, কিছু পরসী নিয়ে আসব, কি বল ? তুমি এবার ক বছরের জন্তে এলে গো ?

হর্দম । সে খোঁজে তোর দরকার কি ? এয়েছি স্ ত এক মাসের জন্তে । এসব ছাঁচরা কয়েদীর সঙ্গে আমরা কথাও কই নে । কি করব, সুপুরি ঠনঠন বাবু পাঠিয়ে দিলে । বলে, জেলার বাবুর বাসায় নতুন কয়েদীটা কি কচ্ছে দেখে আর ।

গোরা । এসেছ বেশ করেছ । তোমাকে দেখলে যে প্রাণে কি শাস্তি হয়, তা আর কি বলব ? কেবলি মনে হয়, তোমাকে যেন এলোকেশীর বস্ত্রার সময় একবার দেখেছিলুম ।

হর্দম । ওরে বাটা, তুইই সেই ?

গোরা । হেঃ-হেঃ-হেঃ, তাহলে আমার চিনতে পেরেছ ? সেই যে তুমি মেয়েটার হাত ধরেছিলে, সে এখন তোমার জন্তে পাগল ।

হর্দম । পাগল ! তুমি বলছ কি ?

গোরা । বেরিয়ে গিয়ে দেখ না । তোমার নাম ত হর্দম খাঁ ? কদম আলির ভাই ত তুমি ?

হর্দম । তাতে হয়েছে কি ?

গোরা । হবে আবার কি ? কদম আলি তাকে নিকে করতে চায় । সে কি বলেছে জান ? নিকে করতে হয়, আমি হর্দম খাঁকেই করব ।

হর্দম । এই কথা বলেছে ?

গোরা । একবার ? দশবার বলেছে । কিন্তু তুমি যে এদিকে গোলমাল করে বসলে । কদিনের জন্তে এসেছ ?

হর্দম । বেশী নয়, মোটে ছ বছর ।

গোরা । মোটে ? এ ত দেখতে দেখতে কুরিয়ে যাবে । তারপরই তুমি জেনে রেখো, জিন্মৎকে তুমি পেরে গেছ হর্দম ঝা । আচ্ছা, তোমার এমন একটা নাম হল কেন ? তুমি কি হরদম ঝাও না কি ?

হর্দম । কে বলেছে ?

গোরা । জেলার সাহেব বলছিল । বলে,—“ও বাটা না খেয়ে এক মুহূর্ত থাকতে পারে না । ইট কাঠ কয়লা যা পায়, তাই খায় । ওর বাপ ছিল ডোম আর মা সাঁওতাল ।”

হর্দম । বিলকুল ঝুট । ও বাটা নিজে কি, আমি জানি না বাগ্দী, বাগ্দী । ওই যে মেম সাহেব বিহুনি খুলিয়ে ফটাস ফটাস করে দালানে পায়চারী করে, ও কার মেয়ে জান ? ধোপার মেয়ে ।

গোরা । বল কি হর্দম ঝা ? ধোপার মেয়ে আমাদের দিয়ে কাপড় কাঁচিয়ে নিতে চায় ?

হর্দম । তুমি কেচো না, কি কাঁচকেলা করবে তোমার ?

গোরা । যদি মায়ে ?

হর্দম । তুমি আইন দেখিয়ে দেবে । গরমিনের কড়া হুকুম, কোন অফিসারের বাগায় করেদী নিয়ে খাটাতে পারবে না ।

গোরা । ভাগ্যিস তুমি বললে । নইলে ত আমি কাপড় কেচে বসে থাকতুম ।

হর্দম । এই নাও, বিড়ি খাও । [বিড়ি দিয়া ধরাইয়া দিল]

গোরা । দেখ ভাই হর্দম, আমি ত আজ আছি, কাল নেই । বাবার আগে ভাই তোমার অন্তে বড় কান্না পাচ্ছে ভাই ।

হর্দম । আমারও পাচ্ছে ।

গোরা । আবার মাঝে মাঝে আসব আমি ।

হর্দম । তা আসবে বই কি ? এখানকার শোয়াদ একবার যে পেয়েছে, তাকে ফের আসতে হবে ।

গোরা । আচ্ছা, এই যে সব মালপত্তর চুরি যার, এসব যার কোথায় ?

হর্দম । আর বল কেন ? ডাক্তার ছু আনা, সুপুри ঠনঠন চার আনা, ওয়াড়ার এক আনা, জেলার ছ আনা আর বাকি সব পুলিশ জমাদার ফমাদাররা পায় । আজই ত এক গাড়ী ছিট কাপড় বখরা হয়েছে ।

গোরা । কই, জেলার সাহেবের বাসায় ত আসেনি ।

হর্দম । তোমাকে দেখিয়ে আসবে না কি ? খিড়কির দরোজা দিয়ে কিছু এসে গোয়ালঘরের মেজের নীচে জমা হয়েছে, আর বাকিটা চলে গেছে গিরিধারী ল'ল বাটপাড়িয়ার গুদামে ।

গোরা । সে আবার কোথায় ?

হর্দম । বনগাঁর কাছে একটা বাগান বাড়ীতে মাটির ভলায় ।

গোরা । হুঁ, আচ্ছা । তোমার সঙ্গে ত ভাই আবার কখন দেখা হবে ঠিক নেই । আমি তাহলে জেল থেকে বেরিয়ে জিন্নৎকে কি বলব ?

হর্দম । হেঃ হেঃ হেঃ । বলবে যে আমি রাজি আছি ; খালাস পেয়েই গিয়ে তাকে নিকে করব ।

গোরা । কিন্তু কদম আলি যদি তোমাকে খুন করে ফেলে ?

হর্দম । তাহলে আমিও তাকে খুন করব ।

জেলায়ের প্রবেশ ।

জেলায় । হয়েছে কাপড় কাচা ?

হর্দম । দেখুন হজুর, ঠায় দাঁড়িয়ে আছে । মেমসাহেব মোটে কুড়িখানা কাপড় আর চারটে বিছানার চাদর কাচতে দিয়েছে । সব পড়ে আছে, আর ও এসে এখানে দাঁড়িয়ে গান গাইছে ।

জেলায় । এই ব্যাটাচ্ছেলে,—

গোরা । গাল দেন কেন হজুর ? ভদ্রভাবে কথা বলতে শেখেননি ?

জেলায় । কি বললি ?

হর্দম । ষা কতক দিয়ে দিন না । ব্যাটা ছুচার দিন বাদে চলে বাবে । যাবার সময় গায়ে বেশ করে দাগ কেটে দিন । হতভাগা, ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি ? এ কি তোর বামুন কায়েত জেলায় যে মায়া করে বেত মারবে ? এ হচ্ছে বাগ্‌দী জেলায় ।

জেলায় । চুপ কর বদমায়েস ।

হর্দম । চুপ করব কি হজুর । রাগে আমার গা জ্বলছে । ব্যাটা বলে কি না ধোপানীর কাপড় আমি কাচব না ; আমার কাপড় সে কাচুক ।

জেলায় । থাম্‌ ব্যাটা । এই শৃংখর,—

গোরা । ভদ্রভাবে কথা কও ।

জেলায় । ব্যাটা করেদী ভদ্র হয়েছে ।

হর্দম । তাও পুরণো করেদী নয় ।

গোরা । চুরিও করিনি, ডাকাতিও করিনি । যে ক্ষত্রে আমাকে জেলে আসতে হয়েছে, আমি তা বরাবরই করব, তাতে আমার লজ্জা নেই । কিন্তু তোমরা যারা আমাদের পিঠে বেত মারছ,

একবার নিজদের বুকে হাত দিয়ে বল দেখি কোন্ জেল তোমাদের উপযুক্ত ।

জেলার । কি বললি ?

গোরা । জবাব দাও জেলার, কারা খায় কয়েদীদের ছুখ মাছ মাংস, কারা চুরি করে তাদের বরাদ্দ জামা কাপড় কব্বল, কারা পাচার করে বাক্স বাক্স থাটি ওষুধ ?

জেলার । জবাব দেব ?

হর্দম । ডাঙা দিয়ে জবাব দিন হজুর ।

গোরা । এমনি করেই ডাঙা মেরে তোমরা মুখর কয়েদীদের ঠাণ্ডা করে দাও । কিন্তু আমি সে জাতের কয়েদী নই । মুখ বুজে অস্ত্রের সহিতে আমার জন্ম হয়নি । আমার একটা চড় মারলে আমি দেব ছুটো, আর একটা দেব স্তদ ।

জেলার । কাপড় কাচিসনি কেন শূয়ার ?

গোরা । কেন কাচব শূয়ার ? আমি সরকারের কয়েদী । তোমার পেছনীর কয়েদী নই ।

জেলার । উল্লুক বলে কি রে হর্দম ?

গোরা । উল্লুক তুমি । আবার যদি গাল দাও, তোমারই একদিন কি আমারই একদিন । সরকার তোমাকে মাইনে দেয় না ? চাকর রাখবার পরস্যা জোটে না ? না জোটে তোমার বউয়ের কাপড় তুমি কাচবে, আমি কাচব কেন ?

জেলার । তবে রে রাব্বেল,—

[গোরাকে লাধি মারিতে উদ্ভত হইল, গোরা তাহাকে কেলিয়া দিয়া বেদম প্রহার করিল]

তৃতীয় দৃশ্য।]

স্নান

হর্দয়। এই এই বাগ্‌দী সাহেবকে মেরে ফেললে, সাহেবকে লাধি মেরে মেরে ফেললে। এই ভেঁপু সিং, পাগলা ঘটি লাগাও। বা বাটা বা, দেখবি এখন মজা।

গোরা। মজাটা আমিই দেখাচ্ছি। আজ থেকে আমি তোমার বারান্দায় অনশন করে রইলুম, স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট না আসা পর্যন্ত আমি উঠব না। দেখি তোমাদের দাঁত ভাঙতে পারি কি না।

[প্রস্থান।

হর্দয়। উঠুন সাহেব, বড্ড লেগেছে কি? এত রক্ত কিসের? এঃ, একটা দাঁত ভেঙে গেছে যে।

জেলার। বাটা ইতর, শুওটাকে তুই জাপটে ধরতে পারলি নে?

হর্দয়। আপনি যে হুকুম দিলেন না হজুর।

জেলার। আমি হুকুম দেব, তবে তুই ধরবি শূরার? আমি তোকে টিকটিকিতে তুলব।

হর্দয়। ম্যাজিষ্টার এলে যে আপনাকে গিরগিটিতে তুলবে হজুর। ইস্, এমন করে মেরেছে? লাধির চোটে দাঁত ভেঙে গেল?

জেলার। লাধি নয়, ঘুঘি।

হর্দয়। মুখে যে পায়ের দাগ রয়েছে হজুর। [জেলার কুমালে মুখ মুছিল] এই ভেঁপুসিং, পাগলা ঘটি লাগাও। লাধি মেরে হজুরের দাঁত ভেঙেছে।

জেলার। আবার লাধি! বেরো শূরার।

হর্দয়। এই, পাগলা ঘটি। হজুরকে লাধি—

জেলার। ধেং, খালি লাধি লাধি করছে। তোর দকাও আজ রফা করব।

[প্রস্থান।

হর্দয়। কাঁচকালা করবি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

রাজবাড়ী।

অগ্নিবরণের প্রবেশ।

অগ্নিবরণ। সব অকর্ম্মার খাড়ি। যেমন আমলাগুলো, তেমনি সব উকিল মোক্তার। এত টাকা মামলায় খরচ করে শুধু এক মাসের জেল, তাও দাঙ্গার জন্তে নয়! একমাস ত দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে। তারপর এসে আবার গ্রামটাকে জ্বালাবে। কে?

গোবর্দ্ধনের প্রবেশ।

গোবর্দ্ধন। আমি সরকার।

অগ্নিবরণ। কি খবর এনেছ?

গোবর্দ্ধন। আমি এখন কি করব রাজা বাহাদুর? সিদ্ধেশ্বরকে ভগবান্ মেরেছেন, তার ভাইপো হয়ত তাকে ক্ষমা করবে। চূড়ামণি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, তার গায়েও হাত সে হাত তুলবে না। কিন্তু আমাকে ত ছেড়ে কথা কইবে না। সে যে ফিরে এসে আমার মেরে ফেলবে।

অগ্নিবরণ। মেরে ফেলে মরবে।

গোবর্দ্ধন। মরব?

অগ্নিবরণ। অত ভয় থাকলে দেওয়ানি করতে এসেছ কেন? আর মামলাই বা বাধিয়েছিলে কেন?

গোবর্দ্ধন। আপনি ত সব জানেন। উকিল বাবুয়া বললেন,—
তিনটে মামলায় ওর ন বছর জেল হবে।

অগ্নিবরুণ। এখন তারা কি বলে ?

গোবর্দ্ধন। বলেন আপীল,—

অগ্নিবরুণ। হবে না আপীল। নহবৎখানায় আগুন দিয়েছিল কে বলতে পার ?

গোবর্দ্ধন। আজ্ঞে না।

অগ্নিবরুণ। কোথায় ছিল তোমরা সব ? এতগুলো আমলা চারিদিকে গিসগিস কচ্ছে, তার মধ্যে বাইরে থেকে একটা লোক এসে আমার নহবৎখানায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেল ? করে এত বড় সাহস ? গোরা ত আর বাইরে নেই ?

গোবর্দ্ধন। গোরা না থাকলেও তার অসংখ্য চালা আছে। আমার মনে হয়, এ ওই আদমের কাজ।

বিদ্যুত্তের প্রবেশ।

বিদ্যুৎ। মনে হয় কি বলছেন মশায় ? আমি তাকে অন্ধকারে রাজবাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছি।

অগ্নিবরুণ। দেখেও তাকে হাতে নাতে ধরতে পারলে না ?

বিদ্যুৎ। আমি ভেবেছিলাম, শ্রামা তাকে পাঠিয়েছে।

অগ্নিবরুণ। সে পাঠাবে কেন ?

বিদ্যুৎ। গোয়ার ধ্বংস নেবার জন্তে।

অগ্নিবরুণ। তুমি অনেক কথাই ভাব যা না ভাবাই উচিত।

বিদ্যুৎ। রাজা বাহাদুরের মেয়ে যে আদালতে দাঁড়িয়ে সাক্ষী দিতে পারে, এ কথা আপনিই কি ভাবতে পেরেছিলেন ?

অগ্নিবরুণ। তা পারিনি সত্য। কিন্তু একটা ব্যারিষ্টার যে যার তার হাতে মার খেয়ে আদালতে দাঁড়িয়ে পিঠের ঘা দেখাতে পারে, এও আমি ভাবতে পারিনি।

বিদ্যাৎ । এসব আপনি কি বলছেন ?

অগ্নিবরণ । তুমি পরের ছেলে, তোমাকে বলবার আমার কিছুই নেই বিদ্যাৎ । আমি আমার দেওয়ানকে জিজ্ঞেস্ কচ্ছি, আমিই না হয় বাড়ী ছিলাম না, তোমরা ত ছিলে । তোমাদের চোখের উপর আমার নহবৎখানা পুড়ে ছাই হয়ে গেল, আর তোমরা চেয়ে চেয়ে দেখলে ?

গোবর্দ্ধন । আজ্ঞে বিদ্যাৎ বাবাজি বললেন—

বিদ্যাৎ । আমি বললাম ? বলেন কি আপনি ? আমি ত তখন কাছেই ছিলাম না । আমি থাকলে কি একটা মানুষ এমন করে মরে যেত ?

অগ্নিবরণ । কে মরেছে ?

গোবর্দ্ধন । আজ্ঞে সিদ্ধেশ্বরের ছেলে ভাছ ।

অগ্নিবরণ । সিদ্ধেশ্বরের ছেলে ! সে এখানে এল কি করে ?

বিদ্যাৎ । বোধহয় আদমকে উদ্ধার করতে এসেছিল ।

অগ্নিবরণ । তুমি কাছে ছিলে না, অথচ সবই জান দেখছি ।

সিদ্ধেশ্বরের প্রবেশ ।

সিদ্ধেশ্বর । হুকুর,—

অগ্নিবরণ । এতগুলো লোকের চোখের সামনে আমার তিনপুরুষের নহবৎখানা পুড়ে গেল, তারপরই অগ্নিদেব নিঃশব্দে স্থান ত্যাগ করলেন ? এর অর্থ কি ? সিদ্ধেশ্বর, কে মরেছে তোমার ছেলেকে ?

সিদ্ধেশ্বর । ওই সিরাজের ব্যাটা আদম আর তার বোন । নহবৎখানা বৎন দাউ দাউ করে জলছিল, তখন আদম আর জিন্নৎকে টেনে বার করবার লজ্জা—

গোবর্দ্ধন । ভাছ নহবৎখানায় ঢুকেছিল ।

বিহ্বাৎ । তারপর কি ?

সিন্ধেশ্বর । তারপর ওরা নির্বিঘ্নে বেরিয়ে এল, আর বাইরে থেকে শেকল তুলে দিলে, ভাছ আর বেকতে পারলে না ।

গোবর্দ্ধন । অনেকক্ষণ পরে আমি গিয়ে শেকল খুলে দিই, তবে সে বেরিয়ে আসে । কিন্তু তখন প্রায় সব শেষ হয়ে গেছে ।

অগ্নিবরুণ । কোথায় সে শয়তানের দল ?

সিন্ধেশ্বর । আমার বাড়ীতে হজুর ।

অগ্নিবরুণ । তোমার বাড়ীতে !

বিহ্বাৎ । বের করে দিন, বের করে দিন, বিশেষ করে ওই মেয়েটাকে ।

সিন্ধেশ্বর । তারা যদি বা বেত, আমার ব্রাহ্মণী যেতে দেবে না ।

গোবর্দ্ধন । তোমার ব্রাহ্মণীকে খুন করে ভাসিয়ে দাও । আমি সিরাজ আর আদমকে আনতে লোক পাঠিয়েছি । বলে দিয়েছি, না আসতে চাইলে পিঠমোড়া করে বেঁধে নিয়ে আসবে ।

বিহ্বাৎ । আমি যাচ্ছি । মেয়েটাকে আমি লাগি মেরে রাস্তায় নামিয়ে দেব । সব চেয়ে বড় শয়তান ওই মেয়েটা । ওকে যদি আমি সায়েস্তা করতে না পারি, বুধাই আমি ব্যারিষ্টার ।

[প্রস্থান ।

অগ্নিবরুণ । তুমিও বাও দেওয়ান । বাঙ্গাল বিড়িওয়ালা ছোকরাকে পিঠমোড়া করে বেঁধে নিয়ে এস । এই ছোকরা গোরার চেয়েও সাংঘাতিক ।

সিন্ধেশ্বর । আপনি ঠিকই বলেছেন রাজা বাহাদুর ! ওর আবার কোন ভুল্ললোক আর এখানে বাস করতে পারবে না । যেখানে যত

গোলমাল সেখানেই ওকে দেখতে পাবেন । ওদের দলবল যে কোথায় কখন লুকিয়ে থাকে, কেউ জানেনা । কার যে কখন মাথায় বাড়ি দেবে, কিছু ঠিক নেই হজুর । কাল রাত্রে বিপিন ডাক্তারের ঠ্যাং ভেঙ্গে দিয়েছে ।

অগ্নিবরুণ । কেন ?

গোবর্দ্ধন । ওবুধে ভেজাল দিয়েছিল বলে । তেলের দাম বেশী নিরেছিল বলে নিখিল কুণ্ডুর দোকানঘর পুড়িয়ে দিয়েছে । সরসী কামারের ছেলেটাকে এমন মার মেরেছে যে আর সে উঠবে কি না সন্দেহ ।

অগ্নিবরুণ । কারণ কি ?

গোবর্দ্ধন । কোন্ চাঁড়ালের মেরেকে দেখে সে নাকি কি বলেছিল ।

সিদ্ধেশ্বর । সবাই খাজনা বন্ধ করে দিয়েছে সরকার । যার কাছে যাই, সেই বলে গোরাবাবুর হুকুম না পেলে দেব না । বিড়িওয়ালাই এখন ওদের দলপতি ।

গোবর্দ্ধন । আমার উপরই তার বেশী রাগ হজুর । আর আমি অপেক্ষা করব না, বেলাবেলি বাড়ী যাই । ছুর্গা ছুর্গা ।

[প্রস্থান ।

সিদ্ধেশ্বর । হজুর,—

অগ্নিবরুণ । থানার জানিয়েছ ?

সিদ্ধেশ্বর । থানার যাচ্ছিলুম হজুর । দেখি থানার ফটকে বিড়িওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে । আমাকে দেখেই বললে,—“ডাইরি করলে তোমারে খাইয়া কালামু ।” আমি এখন কি করব ? ঘরে গেলে গিল্লি কথা কর না, বাইরে বেরলে সবাই থুথু দেয়, রাজবাড়ী

আসতে যেতে বিড়িওয়াল দোকান থেকে থ্যাক থ্যাক করে কাশে।
গোরা ফিরে এলে হয়ত আমার মাটিতে পুতে ফেলবে। আমার
ছেলে গেল, মান ইজ্জৎ গেল, জাতধন্যও রসাতলে গেল হজুর।

চুড়ামণির প্রবেশ।

চুড়ামণি। কিছু যাবে না সিধু। আমি তোমার নামে শাস্তি-
স্বস্তায়ন করছি। দেখ না কি হয়।

সিক্কেস্বর। শাস্তিস্বস্তায়ন ত আপনি আর একবারও করেছিলেন,
তবু ত আমার ছেলে মরে গেল।

চুড়ামণি। তা ত যাবেই। তুমি যে দেবতাকে ঠাকিয়েছ। ন
সিক্কেস্বর কি শাস্তিস্বস্তায়ন হয়? দেবতা কষ্ট হয়েছেন, গ্রহগণ
কুপিত হয়েছেন, বেদ বেদান্ত বেদান্ত কষ্ট হয়েছেন। চল বাড়ী চল,
চলিশটি টাকা দিলে আমি সব দোষ কাটিয়ে দেব। তোমার ছেলে
মরেছে, গৃহিণীও মরবে, বাড়ীঘর হয়ত সবই যাবে; কিন্তু তুমি বেঁচে
থাকবে সিধু, বম তোমাকে স্পর্শও করবে না। অক্স থল্ল উন্মাদ
হয়েও তুমি একশো আট বছর বেঁচে যাবে। এর জন্তে তোমায় কিছু
করতে হবে না, শুধু টাকা ছাড়বে।

সিক্কেস্বর। যাও ঠাকুর যাও। করতে পার না কিছু, শুধু
টাকা খেতে জান। তোমাকে যে বিশ্বাস করে, সে শালা।

[প্রস্থান।

চুড়ামণি। কথাটা শুনলেন হজুর? আমি ওকে অভিশাপ
দেব।

অগ্নিবরণ। থাক ঠাকুর, থাক। তোমার অভিশাপও ফলে না,
শাস্তিস্বস্তায়নেও কাল হয় না।

চুড়ামণি। হজুর বুঝি রহস্ত কচ্ছেন?
 অগ্নিবরণ। নিজের জন্তে শাস্তি স্বস্তায়ন কর গে যাও। গোরী
 এসে তোমাকেই আগে পুতে ফেলবে।
 চুড়ামণি। গোরার হয়ে গেছে হজুর।

চণ্ডীপালের প্রবেশ।

চণ্ডী। হবে না? একে মা হুর্গার অপমান, তার উপর আমার
 ঘরে ডাকাতি!

অগ্নিবরণ। ডাকাতি!

চণ্ডী। তবে আর বলছি কি রাজা বাহাছর? বন্ধকী গহনা শুদ্ধ
 লোহার সিঁদুক তুলে নিয়ে গেছে, আর আমার জন্তে রেখে গেছে
 একটা জুতোর মালা। হয়েছেও তেমনি।

অগ্নিবরণ। কি হয়েছে?

চুড়ামণি। আবার এর চেয়ে বেশী কি হবে?

অগ্নিবরণ। এবার বুঝবে কত ধানে কত চাল।

চণ্ডী। এ যে হতেই হবে ঠাকুর মশায়। দেবীর অপমান!
 তার উপর আমি দেবী প্রতিমা গড়ি, আমার ঘরে ডাকাতি! দেবী
 আমার স্বপ্ন দিয়েছেন,—আমি ওর দশ বছর জেল দিয়ে দেব।

চুড়ামণি। তোমায় ত স্বপ্ন দিয়েছেন। আমি যে এদিকে রাজা-
 বাহাছরের কল্যাণে শাস্তি স্বস্তায়ন করেছি, সে খবর রাখ? এ যে
 হবে, এ আমি জানতুম।

চণ্ডী। আমি তার আগেই জানতুম।

চুড়ামণি। বাজে কথা বলো না পালের পো।

চণ্ডী। বাজে কথা আপনিই ত বলছেন।

চুড়ামণি । ভুল্য করে ছেড়ে দেব জান ?

চণ্ডী । আমি দেবীকে স্বপ্ন দেখব জানেন ?

অগ্নিবরণ । থামো । এটা রাজবাড়ী, গুঁড়ির দোকান নয় । কি বলতে এসেছ বল ।

চুড়ামণি । আজ্ঞে গোরার ফাঁসী ।

চণ্ডী । ফাঁসী নয়, স্বীপাস্তুর ।

চুড়ামণি । তুমি আমার চেয়ে বেশী জান ?

চণ্ডী । নিশ্চয়ই জানি । এ আমার খুড়তুত সম্বন্ধীর নিজের মুখের কথা ।

চুড়ামণি । আমারও পিসতুত ভাইয়ের ভায়রা ভাইয়ের মুখের বাণী ।

অগ্নিবরণ । কি করেছে গোরা ?

চুড়ামণি । জেলারকে খুন করে ফেলেছে ।

চণ্ডী । শুধু জেলারকে নয়, জমাদারকেও ।

চুড়ামণি । হাঃ হাঃ হাঃ ।

চণ্ডী । হেঃ হেঃ হেঃ ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

অগ্নিবরণ । খাজনা দেবে না কেউ ? বেঁধে এনে চাবুক মারব । হাত ছটো কি অবশ হয়ে গেল ? নায়েব গোমস্তা পাইক পেয়াদা সবাই কি ক্লীব হয়ে গেল ? চাষার এখনও আটচালায় তেমন নরক গুলজার করে বসে আছে । পুলিশ হটে গেল ; জেলার হাকিম পর্য্যন্ত হার মেনে গেল । গোরার হুকুম ছাড়া কেউ এক পা নড়বে না । গোরার যদি সত্যিই ফাঁসী হয়,—

বিনোদের প্রবেশ।

বিনোদ। তাহিলে স্থিয়া আর উঠব না।

অগ্নিবরণ। তুই না সেই বাঙ্গাল বিড়িওয়ালী?

বিনোদ। 'আইজ্ঞা' হ।

অগ্নিবরণ। তোকে বারবার ডেকে পাঠিয়েছি। আসিসনি কেন?

বিনোদ। ডাকেন ক্যান্? আমি ত আপনার চাকর না।

অগ্নিবরণ। আমার নহবৎখানায় আগুন দিয়েছে কে?

বিনোদ। ভাউচার বাপে।

অগ্নিবরণ। মিছে কথা বলিসনি।

বিনোদ। কার ডরে মিছা কথা কন্ মশয়? আমি ঢাকার পোলা শাখারী টোলার বিনোদ; কত হালা কুড়িরে কিলাইয়া সিধা করছি। কোন হালারে আমি ভয় করি না। ভয় করি খালি গোরাদারে।

অগ্নিবরণ। গোরা তোর কে?

বিনোদ। আমার বাই, আপনার বাই, হগল হালাই বাই। ট্যার পান না কিছু? ঘাশের কি ছিরি করছিলেন আপনারা, আর এখন কি হইছে!

অগ্নিবরণ। তুই ব্যাটা পদ্মাপারের লোক, আমাদের কথায় তোর কাজ কি?

বিনোদ। কর্তা, আমার বাপে কইত, যেহানে তেরাত্তির থাকবি, সেই হালা তোর ঘর। তিন বছর এহানে বিরির দোকান করছি, ছাতাও পাই না, হালারা ধার খাইয়াই আমারে শ্যাম কইয়া দিল। কিন্তু যাইতেও পারি না। হালায় পাখী পাখরা আমাকে

চিনে, পথ আমারে ডাহে, বিহানে উঠলে পারার ছ্যামরা হেমরীরা
কেও কয় দাদা, কেও কয় কাহা, ফাল দিয়া ফাল দিয়া কান্দে
ওঠবার চায়। মনে মনে কই, স্বৰ্গ ত এই মাড়িতে।

অগ্নিবরণ! স্বৰ্গটা ভাল করে তোমায় ভোগ করাব বদমাসেস।

বিনোদ। হজুর ত ভদ্রলোকের ছাওয়াল। কথাবার্তা কিন্তু
চারালের মত।

অগ্নিবরণ। চোপরাও পাজি শয়তান। বার জোরে তোর এত
লক্ষ লক্ষ, তার ফাঁসী হবে জানিস?

বিনোদ। হইয়া গেছে করতা। ম্যাজিষ্টার সাহেব হুকুম দিছে
জেলায়ের তদন্ত করতে। বস্তা বস্তা কাপড় চুরি ধরা পড়ছে।
এ দিন আপনারও আসবে হজুর। প্রজাগো টাহা নিয়া আপনি
প্যাট পূজা করছেন, আর এলোকেশী তাগো ঘর বারী ভাসাইয়া
নিছে। তারা আপনারও দাত ভাঙ্গব। জানেন হজুর? শাজে
ল্যাখছে,—পাপে ছারে না বাপেরে। নমস্কার হজুর, নমস্কার।

[প্রস্থান।

অগ্নিবরণ। এ হল কি? রাজা কি আমি না গোরা?

আদমের প্রবেশ।

আদম। এসব কি রাজা বাহাদুর? আপনার বাড়ী ত আমরা
ছেড়ে চলে গেছি। তবে কেন আবার আপনার পেয়াদা আমাদের
উপর জুলুম করবে? আপনার দেওয়ান কেন আবার আমার
বোনকে কটু কথা বলবে? আপনার ওই কুত্তা জামাইটাই বা কেন
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শিব দেবে?

অগ্নিবরণ। কি বললি?

সিরাজের প্রবেশ ।

সিরাজ । যেতে দিন হজুর । এ ব্যাটা পাগল । চলে আর হারামজাদা । রাজা বাহাছরের সঙ্গে তর্ক ? মুখ ধসে যাবে তোরা ।

আদম । যাক্, তবু এ বেয়াদপি আর আমরা সহিব না । জবাব দিন রাজা বাহাছর ।

অগ্নিবরণ । তুই জবাব দে বদমায়েস, সিদ্ধেশ্বরের ছেলেকে মেরেছে কে ?

আদম । মেরেছেন আপনি ।

অগ্নিবরণ । কি বললি কুকুরের বাচ্চা ?

আদম । গাল দেন কেন হজুর । ভদ্রলোকের ছেলে ত গাল দেয় না । আপনি কি ভদ্রলোকের ছেলে নন ?

অগ্নিবরণ । কি ? [পিস্তল বাহির করিলেন]

সিরাজ । ক্যামা দেন হজুর, ক্যামা দেন । চাষার ছেলে, লেখাপড়া শেখাতে পারিনি, কথাবার্তা কইতে জানে না । মারবেন না হজুর । আমরা এ দেশ ছেড়েই চলে যাচ্ছি । চল ব্যাটা, চল ।

আদম । না, কেন যাব ? ওঁরই জন্তে আমাদের ঘর বাড়ী গেছে । আমাদের প্রত্যেকের ঘর ওঁকে তুলে দিতে হবে । গোরাদা বলেছে শোননি ? প্রজার জন্তেই রাজা, রাজার জন্তে প্রজা নয় । রাজার ছেলের পৈতে, মেয়ের বিয়ে, নাতির অন্নপ্রাশনে আমরা ত নজর দিতে কসুর করিনি । তবে আমাদের বিপদে রাজা কেন হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে ? আমরা ওঁকে কাণ ধরে টেনে নামিয়ে রাস্তার ছুঁড়ে ফেলে দেব ।

অগ্নিবরণ । তার আগে তোকে আমি কবরে পাঠিয়ে দেব ।
[গুলি করিলেন ; আদম পড়িয়া গেল]

সিরাজ। মেরে ফেললেন হজুর? জোয়ান ছাওয়াল ডারে মেরে ফেললেন? ওরে আদম, ওরে বাপজান। [পুত্রের আহত দেহের উপর পতন]

অগ্নিবরণ। তুইও ওর সঙ্গে যা। [সিরাজকে পদাঘাত করিয়া প্রস্থানোত্তোগ]

গোরার প্রবেশ।

গোরা। আমি এসেছি হজুর।

অগ্নিবরণ। গোরা!

গোরা। ফাঁসীতে আমি ঝুলিনি, শ্রাবনে আমি ভেসে যাইনি, আগুনেও পুড়ে মরিনি। আমি একা নই, আমি বহু; আমি নির্জীব নই, আমি হুজুয় অপরাজেয়। লক্ষ লক্ষ দীন আর্ন্ত বঞ্চিতের হাহাকারের বাণীমূর্তি আমি। জবাব দাও, জবাব দাও ধনি, কেন গরীবেরা তোমাদের পায়ের তলায় দিনের পর দিন এমনি করে পিপালিকার মত মরে? কেন তোমরা যুম্বে সোনার খাটে আকাশচুম্বী প্রাসাদে, আর আমরা শুয়ে থাকব নর্দমার ধারে ঝড় বৃষ্টি মাথায় করে? [পিস্তল কুড়াইয়া লইয়া অগ্নিবরণকে তাক করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।]

আদম। বাপজান!

সিরাজ। আদম, ওরে আদম, কেন আমি এখানে এসেছিলুম?

আদম। আমার ধর বাপজান। এ বাড়ীতে আমি মরব না। গোরা দা যা বলে, তাই করো। যতদিন বেঁচে থাকবে, রাজার কহর তোমরা মাগ করো না।

[সিরাজের সাহায্যে প্রস্থান।]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সিদ্ধেশ্বরের বহিবাটী।

গীতকণ্ঠে জয়দেবের প্রবেশ।

[জিন্নৎ সাক্ষনয়নে আসিয়া দাঁড়াইল।]

জয়দেব।

গীত।

জীবন হতে মরণ ভালো, দেশের আশীষ যদি পাই,

মরব আমি হাসিমুখে দুঃখের মুখে দিয়ে ছাই।

জীবন শুধু বাথায় ভরা,

দুঃখভবন বহুক্ষরা,

বন্ধ শোণিত ঢেলে যেন দেশের বুকে ফুল ফুটাই।

জিন্নৎ। ফুল কি সত্যিই ফুটেছে ~~জয়দেব~~।

~~জয়দেব~~। ফুটেছে বইকি দিদি। দেখতে পাচ্ছ না, দেশ জুড়ে
আজ কি শান্তির হাওয়া বইছে। চোর আর চুরি করে না,
গুণ্ডা আর স্ত্রলোভ খোঁজে না, বামুনেরা বামনাই ভুলে গেছে।
~~দে~~ সবাই একসঙ্গে রুখে দাঁড়িয়ে বলছে, এ অত্যাচার আর আমরা সহিব
না। কেঁদো না দিদি, কেঁদো না। তোমার একটা ভাই মরেছে,
কিন্তু হাজার হাজার ভাই রাজার অত্যাচার থেকে রক্ষা পেয়েছে।
দুঃখ করো না; আনন্দ কর, আনন্দ কর।

[প্রস্থান।]

জিন্নং । ঘুমিয়ে থাক ভাইজান, শান্তিতে ঘুমিয়ে থাক । আমরাও আসছি, ভয় কি ? বহা, ছুভিক্ষ, মড়ক কোমর বেঁধে আমাদের পেছনে লেগেছে । মরতেই আমাদের জন্ম ! প্রকৃতিও মারে, মানুষেও মারে ।

শঙ্করীর প্রবেশ ।

শঙ্করী । গোরা এসেছে জিন্নং ?

জিন্নং । না চাচি ।

শঙ্করী । কোথায় থাকে বল দেখি ? জেল থেকে ফিরে এসে একবারও ঘর মুখো হল না ! ছোটো শক্ত কথা যে শুনিয়ে দেব, তারও কুরসুৎ পেলাম না ? এই মিনসেই বা সদরে গিয়ে কি কচ্ছে ?

জিন্নং । মামলার তদ্বির কচ্ছেন ।

শঙ্করী । বত তদ্বিরই করুক, রাজা বাহাদুর ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এলেও বাঁচাতে পারবে না । আ মর, দিনরাত চোখের জল ফেলছি সু কেন ?

জিন্নং । তোমার চোখে ত জল নেই চাচি । আমার ভাই মরেছে, মনে হচ্ছে ছুনিয়াটা বুঝি অন্ধকার হয়ে গেল । তুব সে হঠাৎ একদিন গুলি পেয়ে প্রাণ দিয়েছে । তোমার ছেলে আগুনে পুড়ে তিল তিল করে মরেছে । তুমি নিজেই তাকে মরণের মুখে ঠেলে দিয়েছ, তিনদিন দিবারাত্র তার দন্ধ দেহ চোখে দেখেছ । তুমি ত একবারও কাঁদলে না চাচি ।

শঙ্করী । রোগে ভুগে ত মরেনি যে কাঁদব ? আমার যদি দশটা ছেলে থাকত, আর দশটাই এমনি করে মরত, তবু এ পোড়া চোখে জল আসত না ।

জিন্নৎ । আমার যে বুকটা পুড়ে যাচ্ছে চাচি । নিজের ভাইয়ের জন্তে তত নয়, যতটা তোমার ছেলের জন্তে । তোমার সর্বনাশ করতে কেন আমরা এসেছিলাম ? আমাদের জন্তে তোমার ছেলে দশটা নয়, পাঁচটা নয়, শুধু একটা ছেলে অপবাতে মরে গেল !

শঙ্করী । নইলেই কি চিরকাল বেঁচে থাকত ?

জিন্নৎ । সব আমারই নসীবের দোষ । যেখানে আমি যাব, সেখানকার মাটি শুদ্ধ জলে যাবে । কেন তুমি আমায় নিয়ে এলে চাচি ? তোমার জাত গেল, ছেলে গেল, স্বামীও থাকবে না ।

শঙ্করী । অনেকদিন ত ঘর করলাম, আর না করলেও আপশোষ নেই । জাতের কথা বলছ ? জাত দিয়ে আর করব কি ? ছেলে নেই যে বউ ঘরে আনব, মেয়ে নেই যে বিয়ে দেব । ভাছ আমায় একটা কথা বারবার বলে গেছে । শুনে শুনে আমার মুখস্থ হয়ে গেছে ।

“জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে,

সে জাতির নাম মানুষ জাতি ।”

জিন্নৎ । চাচি, যত্ন করে কত শাস্ত্র পড়েছিলাম । তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, আমার কিছুই পড়া হয়নি । তোমার বর্ণ জ্ঞান নেই, তবু এত শক্তি কোথায় পেলো ? তোমার শক্তির এক কণা আমায় দিতে পার ? আমি যে আর সহিতে পারছি না ।

শঙ্করী । ভাল করে নমাজ পড় ।

জিন্নৎ । তোমার ঘরে নমাজ পড়ব ? বামুনরা যদি দেখতে পায় ?

শঙ্করী । ঘরের ভাত বেশী করে খাবে । কতদিন চুল বাধিস্নি মেয়েটা ? আর চুলটা বেঁধে দিই ।

জিন্নৎ। না না না, আমি বাধব না, আমি চুল বাধব না।
তুমি যাও, তুমি যাও। কেন আমার ছুঁয়ে দিলে? তুমি কি নিজের
ভাল বোঝ না?

শঙ্করী। বুঝতে কি দেয় মা? ছেলেটা মরার পর থেকে নিজের
ভাল আর পরের ভাল এক হয়ে গেছে।

[প্রস্থান।

জিন্নৎ। ঈশ্বর, যে হাতে তুমি রাজা বাহাদুরকে গড়েছ, সেই হাত
দিয়েই কি এই নারীকেও সৃষ্টি করেছ?

বিদ্যুতের প্রবেশ।

বিদ্যুৎ। আর কদিন এখানে থাকবে বল ত?

জিন্নৎ। একি! জামাই সাহেব! আপনি এখানে কেন?

বিদ্যুৎ। তোমার এই নিদারুণ হুঃখে—

জিন্নৎ। সহানুভূতি জানাতে এসেছেন? অসীম ধন্যবাদ।

বিদ্যুৎ। তুমি বিশ্বাস কর জিন্নৎ, আমি এ জন্ত গভীরভাবে—

জিন্নৎ। হুঃখিত। আপনার দ্রবস্থা দেখে আমিও হুঃখিত।

বিদ্যুৎ। সেদিন তোমাকে ছ একটা কড়া কথা বলেছি—

জিন্নৎ। তাতে কি হয়েছে? জুতোগুচ্ছ লাগি ত মারেননি।
মারলেই বা কি হত? আপনার মত মানী লোকের লাগি খাওয়াও
ভাগ্যের কথা।

বিদ্যুৎ। এ তোমার অভিমানের কথা।

জিন্নৎ। চমৎকার নীতি আপনাদের। একজন সাপ হয়ে ছোবল
মারেন, আর একজন রোজা হয়ে ঝাড়ে। ^{মন-মন} কিন্তু আমাকে সাধুনা
দিতে আপনাকে কষ্ট পেতে হবে না। আমার এক ভাই মরেছে,

আরও একশো ভাই আছে । চোখে যদি জল আসে, তারাই মুছিয়ে দেবে । আপনি সেদিনও আমাকে কটু কথা বলেছেন, আমার চরিত্র নিয়ে অশ্রাব্য ব্যঙ্গ করেছেন । আপনার মুখে সান্ত্বনার বুলি পরিহাসের মত শোনায় ।

বিহ্বাৎ । সান্ত্বনা নয় জিন্নৎ । তুমি ত এখন অসহায়, নিরাশ্রয় । ভাই ছিল, সেও চলে গেল । বাপ ত থেকেও নেই । এখন তোমার দেখবে কে ?

জিন্নৎ । সে ভাবনা গোরাদাই কচ্ছেন ।

বিহ্বাৎ । গোরাকে তুমি চেন না । আমি নিজের চোখে দেখেছি, আদমকে খুন করেছে এই গোরা ।

জিন্নৎ । কি ?

বিহ্বাৎ । তোমার বাপকেও সে খুন করবে । তারপর তোমাকে নিয়ে—

জিন্নৎ । চু—প্ । কবরের তলায় দাদা শিউরে উঠবে, ভাদ্রর অস্থিগুলো আবার জলে উঠবে । কি বুঝবে তুমি কেতাব পড়া সাহেব, কত গভীর এ মহাসমুদ্র ! সে সমুদ্রে চুনো পুঁটি খেলা করে না, তার তলায় লুকিয়ে আছে মণিমুক্তোর পাহাড় । সে যদি আমার হাত ধরে, আমি জানব শাস্ত্রের এই বিধান । যদি আমায় কটু কথা বলে, বুঝব এরই নাম কাব্য ।

বিহ্বাৎ । এ বিশ্বাস থাকবে না জিন্নৎ । তোমার ভবিষ্যৎ ভেবে আমি শিউরে উঠছি । আর সাতদিন পরে আমি প্রাকটিক করতে পাটনা চলে যাব । আমার বাসায় কাজ করার জন্তে একজন আমার প্রয়োজন । তুমি যদি ইচ্ছা কর, তাহলে এ কাজে আমি তোমাকেই বহাল করতে পারি ।

জিন্নৎ। শুনেছি আপনার এক বিধবা বোন না খেয়ে মরছে।
আমার চাকরীটা তাকেও ত দিতে পারেন।

বিহ্যৎ। কি বললি ছোটলোকের মেয়ে?

শ্রামার প্রবেশ।

শ্রামা। বুঝতে পারলেন না ভদ্রলোকের ছেলে?

বিহ্যৎ। একি! শ্রামা! তুমি এখানে কেন?

শ্রামা। আপনি এখানে কেন সাহেব? আয়া খুঁজতে খুঁজতে
যমের বাড়ীতে এসে ঢুকেছেন? যম এখন ঘরে নেই, কিন্তু যমদুতেরা
আশে পাশেই আছে। তারা টের পেলে আপনার মাথার খুলি
উড়িয়ে দেবে। তারা যদি টের না-ও পায়, আমি কিন্তু মরিনি সাহেব।

বিহ্যৎ। এসব কি বলছ তুমি? কিসের আয়া? আমি এসেছি
তদন্ত করতে।

শ্রামা। এমন তদন্ত আর কতগুলো করেছেন?

বিহ্যৎ। তোমার আজ হল কি শ্রামা? তোমার চোখে এ
কিসের আগুন? এ যে উন্মাদের লক্ষণ দেখছি। চল চল, বাড়ী
চল।

শ্রামা। দাঁড়ান। আমাদের নহবৎখানা পুড়িয়েছে কে? কার
হুকুমে নায়েব মশায় হুড়ো জেলে নহবৎখানায় লাগিয়ে দিয়েছিল?

বিহ্যৎ। এ তবে নায়েবের কাজ?

শ্রামা। হ্যাঁ, আর হুকুমটা আপনার।

বিহ্যৎ। আমি তোমার কথা শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছি।

জিন্নৎ। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি আপনার নীচতা দেখে।
উদ্দেশ্যও কতকটা বুঝতে পাচ্ছি। নহবৎখানার জানলার ধারে দাঁড়িয়ে
যে মহাপুরুষ শিব দিত, সে কি তাহলে আপনি?

বিদ্যাৎ। খবরদার চাষার মেয়ে। তোমার অনেক ঔদ্ধত্য সহ করেছে। এখনও যদি তুমি সংযত না হও, তাহলে তোমাকে তোমার ভাইয়ের কাছেই পাঠিয়ে দেব। [পিস্তল বাহির করিল]

শ্রামা। ওর সঙ্গে আপনাকেও যেতে হবে। [পিস্তল বাহির করিল]

বিদ্যাৎ। শ্রামা! তুমি আমাকে পিস্তল দেখাচ্ছ! অনেক দূর উঠেছ শ্রামা। এত বাড় ভাল নয়।

[প্রস্থান।

জিন্নৎ। এ তুমি কি করলে দিদি? এর পর আর কি উনি তোমায় বিয়ে করবেন?

শ্রামা। করবে বই কি? আমাকে ত ওর চাই না, চাই আমার সম্পত্তি।

জিন্নৎ। জানি না, এ তোমাদের কেমন ভালবাসা।

[প্রস্থান।

শ্রামা। ভালবাসার মুখে আগুন।

গোরার প্রবেশ।

গোরা। কাকীমা, কাকীমা,—তুমি কে? ও তুমি—আপনি আমাদের রাজকন্তা, তাই নয়?

শ্রামা। এত সহজেই চিনতে পারলেন?

গোরা। ক্ষমা করুন, আমার স্মৃতিশক্তি বড় কম। আপনি আমার পক্ষে আদালতে দাঁড়িয়ে সাক্ষী দিয়েছিলেন, তাই আমার নামমাত্র জেল হয়েছিল। নইলে আপনার স্বামী—মানে ওই কালো

সাহেব আমাকে দু বছরের জন্তে শ্রীষরে পাঠাতেন।

শ্রামা। বেশী কথার সময় নেই, ধত্তবাদ দিলে তাড়াতাড়ি দিয়ে ফেলুন।

গোরা। ধত্তবাদ আমি কাউকে দিই না। ভাল কাজ করার অর্থ নিজের কর্তব্য পালন করা। তার আবার পুরস্কার কি? যে তা না করে, তার মাথা ভাঙ্গা উচিত।

শ্রামা। সারাজীবন কি কেবল মাথাই ভাঙ্গবেন? বামুনের ছেলে আপনি, আর কি আপনার কোন কাজ নেই? অমন একটা সাহেব, তার গায়ে হাত তুলতে আপনার সাহস হল? জেলে গিয়ে পর্য্যন্ত জেলারকে আধমরা করে এলেন? আপনি গুণ্ডা, আপনি ডাকাত, আপনি খুনী। বেরিয়ে যান আপনি রতন গাঁ থেকে। রাজা চিরদিন প্রজাদের শোষণ করে আসছে, প্রজারা আবহমান কাল তার চাবুক গিঠ পেতে নিয়েছে। আপনি তার মধ্যে কথা কহিতে আসেন কেন? সুখে থাকতে ভাল লাগে না?

গোরা। না। গাঁজাখোর দেখেছেন? একা একা গাঁজা খেতে তাদের ভাল লাগে না। আমারও ভাল লাগে না একা একা সুখ ভোগ করতে। বাঁচি ত সবাইকে নিয়েই বাঁচব, না হয় তাদের সঙ্গে গলাগলি করে মরব।

শ্রামা। মরতেই আপনাকে হবে। তারই আয়োজন হচ্ছে। তিনদিন পরে বাবা আজ চোখ মেলেছেন; অমনি পুলিশ তাকে ধরে ধরেছে। বাবা কি বলেছেন শুনবেন? আদমকে খুন করেছে গোরা। [প্রস্থান।

গোরা। মনে মনে লক্ষ্য ভাগ কর রাজা বাহাদুর। সিরাজ এখনও মরেনি। সে নিজের চোখে দেখেছে তার ছেলের মৃত্যু।

সিক্বেথরের প্রবেশ ।

সিক্বেথর । কে এখানে ?

গোরা । আমি কাকা তোমার ক্ষণজন্মা ভাইপো । পায়ের ধুলো দাও ।

সিক্বেথর । যা যাঃ । পায়ের ধুলো নিতে এসেছে শয়তানের বাচ্ছা ।

গোরা । শয়তানের বাচ্ছা নয়, শয়তানের ভাইপো ।

সিক্বেথর । বামুনের ছেলে জেলের ভাত খেয়ে এসে মুখ দেখাতে লজ্জা হল না তোর ছুঁচো ?

গোরা । আশ্তে না । লজ্জা হচ্ছে তোমার মুখ দেখতে ।

সিক্বেথর । এ বংশে তুই ছাড়া আর কেউ জেল খেটেছে ?

গোরা । এ বংশে তুমি ছাড়া আর কেউ নিজের ছেলেকে পুড়িয়ে মেরেছে ?

সিক্বেথর । কি বললি পাজি ?

গোরা । কালো সাহেব কটা টাকা ঘুষ দিয়েছিল ? গলায় দড়ি জোটেনি তোমার ? তোমার মা কেন তোমাকে আতুড় ঘরে হুন খাইয়ে মারেনি, তোমার বাপ কোন্ দেবতার বর পেয়ে তোমার মত মহাপুরুষকে পৃথিবীতে এনেছিল ? তোমার সৃষ্টিকর্তাকে পেলো জিজ্ঞাসা করতুম, তিনি তোমাকে কি দিয়ে গড়েছিলেন,—
রক্তমাংস দিয়ে না গোবর মাটি দিয়ে ?

সিক্বেথর । জুতিয়ে সোজা করব ।

গোরা । তোমাকে সোজা করতেও আমি জানি কাকা । কিন্তু প্রকৃতি নিজেই তোমার উপর প্রতিশোধ নিয়েছে । আজ বুঝতে পাচ্ছ না, কিন্তু একদিন তুমি বুঝবে, কি রকম তুমি হারিয়েছ ।

সিদ্ধেশ্বর। তার মরার জন্তে তুই ব্যাটাই দায়ী। আমি তোকে খুন করব।

গোরা। তোমাকেই আমি খুন করব। কি হবে আর তোমার বেঁচে থেকে? ভাছ যেখানে গেছে, তুমিও সেইখানেই যাও।

শঙ্করীর প্রবেশ।

শঙ্করী। চোপরাও পাজি বদমায়েস অসভ্য ছেলে। দিনরাত কেবল কাকে আছাড় মারবে, কাকে খুন করবে, তারই চক্র। আর আমি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ভাত নিরে বসে থাকব। কে তোর পিণ্ডি পাহারা দেবে রে মুখপোড়া? কটা খী চাকর রেখে দিখেছিলু ষাঁদর? চলে আর, গিলে আমার উদ্ধার কর।

সিদ্ধেশ্বর। তোমার লজ্জা করে না? এমন ভাসুর পোর জন্তে আবার পিণ্ডি রাখা হয়েছে?

শঙ্করী। না রাখলে লোকে নিন্দে করবে যে।

সিদ্ধেশ্বর। বের করে দাও, বের করে দাও। ওরই জন্তে তোমার ছেলে মরেছে। চুলোমুখি, সেদিন না তুই বলেছিলি,—ওকে আর আমাদের বাড়ীতে ঠাই দিবনে।

শঙ্করী। দিইনি ত।

সিদ্ধেশ্বর। তার মানে?

শঙ্করী। মানে,—বাড়ী আর আমাদের নয়, বাড়ীঘর জমি-জমা সব ওর নামে আমি লিখে দিয়েছি। এই দেখ না দলিল।

সিদ্ধেশ্বর। আঁ! এ তুই করলি কি উহুনমুখি? ছেলে গেল, বাড়ী ঘরও যাবে?

শঙ্কৰী। কাৰ জন্তে বাড়ীঘৰ ? কে ভোগ কৰবে জমি জায়গা ? একটা ছেলে ছিল, তাকেও তুমি শেষ কৰে দিয়েছ। আৰ কেন ? এই নে মুখপোড়া, ধৰ।

গোৱা। দলিল থাক কাৰীমা। ওৱ চেয়ে বড় সম্পত্তি তোমাৰ পায়ের ধুলো ; তাই আমাৰ মাথায় থাক।

[প্ৰস্থান ।

সিন্ধেশ্বৰ। ওঃ, বুকটা জলে গেল। কি কৰব ? কাৰ মাথা খাব ? তোকে আমি আন্ত গিলে খাব শয়তানি।

শঙ্কৰী। খবৰদাৰ। তোমাৰই জন্তে আমাৰ ছেলে মৰেছে। নহবৎখানায় তুমিই আগুন দিয়েছিলে। বংশের ওই একটা ছেলে শুধু বেঁচে আছে। তাকে যদি আৰ তুমি জালাও, আমি নিজের হাতে তোমাৰ খুন কৰব, নইলে আমি বামুনের মেয়ে নই।

[প্ৰস্থান ।

সিন্ধেশ্বৰ। যা বাবা, যাৰ জন্তে চুৰি কৰি, সেই বলে চোৱ ? আমাৰ কি তবে কেউ নেই ? কাশীনাথ, আমাৰ একটু স্থান দেবে তোমাৰ কাশীধামে ? বৰুণায় আমি স্নান কৰব না, বৰুণা শুকিয়ে যাবে ; তোমাৰ মন্দিৰ আমি স্পৰ্শ কৰব না, মন্দিৰ ছাই হয়ে যাবে। তোমাৰ অন্নপূৰ্ণা আমাৰ কি এক মুঠো ভাত দেবে না ? ওই যে কাৰ অভয় বাণী বাতাসে ভেসে আসছে, “আয় আয়।” পথ দেখাও ঠাকুৰ, পথ দেখাও।

[প্ৰস্থান ।

— — —

দ্বিতীয় দৃশ্য

কবর।

সিরাজের প্রবেশ।

সিরাজ। ঘুমিয়ে থাক বাপজান, ঘুমিয়ে থাক। আমারই বা আর কদিন? এলাম বলে। খোদা, মেহেরবান, অনেকদিন ত বেঁচে গেলাম। এবার আমারে নাও খোদা। আদম আমার একা কবরের তলায় শুয়ে আছে; আমি তার পাশে ঘুমব।

চণ্ডীপালের প্রবেশ।

চণ্ডী। আ হা হা,—

চুড়ামণির প্রবেশ।

চুড়ামণি। ওফ্, ভাবলেও বুক ফেটে যায়।

চণ্ডী। আমার যা হচ্ছে, সে আমিই জানি।

চুড়ামণি। তোমাকে বলব কি পালের পো, আমি আজ কদিন ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে পারিনি।

চণ্ডী। হাসপাতালে যখন কাটাছেঁড়া করলে, আমি আড়াল থেকে দেখছিলুম। ওঃ—পেটটাকে যখন চিরে ফেললে—

সিরাজ। আর বলো না, আল্লার কিরে।

চণ্ডী। আমি চোখের উপর সে দৃশ্য দেখছি, আর আমার মরতে হচ্ছে হচ্ছে। ছেলোট বড় ভাল ছিল। আমাকে চাচা বলতে অজ্ঞান।

চুড়ামণি। আমার ত ঘরের ছেলে বললেই হয়।

চণ্ডী। দেখ সিরাজ,—

চুড়ামণি। শোন্ বলি।

সিরাজ। কি বলছ?

চুড়ামণি। দেখ, নসীবে যা ছিল—

চণ্ডী। তা ত হয়েই গেছে।

চুড়ামণি। তুমি বড় বাচাল পালের পো। বলি, আদম ত আর ফিরবে না সিরাজ।

চণ্ডী। যম যাকে নেয়, সে আর ফেরে না।

চুড়ামণি। আঃ—কথাটাই বলতে দাও। তুমি আর তোমার ছেলের জন্তে কতটুকু কঁাদছ সিরাজ? রাজা বাহাদুর কেঁদে কেঁদে বুঝি অন্ধ হয়ে গেল।

সিরাজ। বারণ করে দাও। আমার ছেলের জন্তে কঁাদলে আমি তাকে খুন করব। তার শাস্তি হক, তার ফাঁসী হক, আমি হুচোখ মেলে দেখতে চাই।

চণ্ডী। তা চাইবি বই কি? ছেলে বলে কথা।

চুড়ামণি। আর সে অমন ছেলে। কিন্তু গোড়ায় দোষটা কার, সেটা ত তুই দেখবি।

চণ্ডী। হিন্দুর নহবৎখানায় যে তোদের ঢুকিয়ে দিয়েছে দোষটা হল তার।

চুড়ামণি। অতএব তোর ছেলেকে প্রকারান্তরে খুন করেছে গোরা।

সিরাজ। আমি তখনই বারণ করেছিলুম। ছেলেও কথা শুনলে না, মেয়েও শুনলে না।

চুড়ামণি। কাঁদিস্নি কাঁদিসনি। তোর ছেলের জন্তে আমরাই
ত কৈদেছি।

চণ্ডী। এখনও কাঁদছি।

চুড়ামণি। ভবিষ্যতেও কাঁদব। কথাটা বোঝ সিরাজ। রাজা-
বাহাদুরের শাস্তি হলে তোর ত কোন লাভ নেই। অমন জোয়ান
ছেলে চলে গেল, এর পর কে খাওয়াবে তোকে?

সিরাজ। ছাই খাব আমি, চুলোর ছাই খাব। গতরে জোর
নেই, চোখের নজর গেছে, বাড়ীঘর জমি জিরেৎ কিছু নেই।
অমন ছেলে যার মরে, সে মরবে না ত মরবে কে? মেরেটাকে
বললুম, কদম আলিকে নিকে কর, ছুদিন পেয়ে বাঁচি। করবে না;
বললে তেড়ে মারতে আসে।

চণ্ডী। তা ত আসবেই; গোরা যে ওর মাথা খেয়েছে।

সিরাজ। যা তা বলো না পালের পো। তাহলে আমি মাথা খুঁড়ে
মরব।

চুড়ামণি। মরবি কেন? তোর যাতে আর খেটে খেতে না
হয়, আমরা তা অনেক ভেবেছি।

চণ্ডী। আর সে ব্যবস্থাও আমরা করেছি।

চুড়ামণি। তুই রাজি হয়ে যা সিরাজ।

সিরাজ। কি রাজি হব?

চুড়ামণি। দারোগার কাছে বা বলেছিন্ বলেছিন্। হাকিমের কাছে
বলবি যে রাজা বাহাদুর আদমকে খুন করেনি।

সিরাজ। খুন করেনি? তবে সে খাম্কা মরে গেল?

চুড়ামণি। খাম্কা মরবে কেন? তাকে খুন করেছে গোরা।

সিরাজ। খুন করলে রাজা, আর হয়ে গেল গোরা! যে আমার
কলজের রক্ত শুবে নিলে, তাকে আমি বাঁচাব? কেন?

চুড়ামণি। রাজা বাহাহর তোকে এই পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছে,—ধর ।

সিরাজ। তার টাকায় আমি—

চণ্ডী। বুঝেছি, কারে ফেলে আরও কিছু বাগাতে চাও। দিয়ে দিন চুড়ামণি মশায়। আহা, দুঃখী মানুষ।

চুড়ামণি। এই নে, সাত হাজারই হল। আর কি? পায়ের উপর পা দিয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দে। কি হল? কবরের দিকে চাইছিস কি? টাকা নে।

সিরাজ। ট্যা—টাকা? সাত হাজার বললে না? ইয়া আল্লা! দাও—না না, ও আমি নেব না, ও আমি নেব না।

চণ্ডী। গোরা বেঁচে থাকলে তোকে খুন করে তোর মেয়েকে—

সিরাজ। এই, যা তা বলো না। দাও, টাকা দাও, কি বলতে হবে?

চুড়ামণি। বলবি, তোর সামনে গোরা তোর ছেলেকে খুন করেছে, রাজা বাহাহর বরং তাকে বাঁচাতে গিয়েছিল। বল, রাজি?

সিরাজ। খোদার কদম, আমি রাজি।

চুড়ামণি। তাহলে চলে আয়, একুশি ধানায় যেতে হবে।

চণ্ডী। দেরী করিসনি। দারোগাবাবু তোর অপেক্ষায় বসে আছে। হরি হরি।

[প্রস্থান।

চুড়ামণি। হর হর।

[প্রস্থান।

সিরাজ। ইয়া আল্লা, এ যে এক রাশ টাকা! সাত হাজারে ক কুড়ি কে জানে? মরুক হারামজাদা কসবীর বাচ্চা। হেঁহু হস্বে মুসলমানীর ওপর নজর দেয়।

জিন্নতের পবেশ ।

জিন্নৎ । তোমার হাতে ও কি বাবা ?

সিরাজ । যা যা, সব কণায় তোর দরকার কি ? এ হচ্ছে আমার জমির কাগজপত্ৰ ।

জিন্নৎ । কাগজ পত্ৰ ত আমার কাছে ।

সিরাজ ! কাগজ পত্ৰ কে বললে ? এ আমার সেই জমি বেচা টাকা ।

জিন্নৎ । এত জমি তোমার ! তার দাম এত টাকা ! দেখি টাকার থলেটা ।

সিরাজ । কি দেখবি, কি দেখবি কি ? যা যা, নিজের কাজে যা । এই—এই—ভাল হবে না ।

জিন্নৎ । [থলে কাড়িয়া লইল] এ কি ! এ যে রাশি রাশি দশ টাকার নোট । এত টাকা কোথায় পেলে বাবা ? কার ঘরে সিঁদ কেটেছ ?

সিরাজ । জুতিয়ে লম্বা করব । আমি চোর ?

জিন্নৎ । তবে কে দিয়েছে টাকা ? কদম আলি বুঝি ?

সিরাজ । মিছে কথা বলিসনি । কদম আলির বাবা সাত হাজার টাকা চোখে দেখেছে ?

জিন্নৎ । সাত হাজার টাকা ! বাবা,—

সিরাজ । কি, হয়েছে কি ? ও রকম করে চাইবি না খবরদার । তোর কথার আমি কি ধার ধারি ? আমার যা খুশী তাই করব, তোর কি ?

জিন্নৎ । চুড়ামণি আর চণ্ডীপালকে বেরিয়ে যেতে দেখলাম । ওরা কি তোমার কাছে এসেছিল ?

সিরাজ। বেশ করেছিল এসেছিল। তাতে হয়েছে কি?

জিন্নৎ। টাকাটা তাহলে রাজবাড়ী থেকে এসেছে, না? রাজা বাহাদুর ঘুষ দিয়ে তোমার মুখ বন্ধ করতে চান? আর তুমি হাত পেতে তার ঘুষ নিলে? আমাকে ডাকতে পারলে না? টাকাটা আমি ওদেরই মুখে ভাল করে গুঁজে দিতুম। কেন নিলে টাকা, তাই বল।

সিরাজ। বেশ করেছি।

জিন্নৎ। তোমার ধেন্দা হল না? লজ্জা হল না তোমার? তোমার ছেলেকে যে খুন করেছে—

সিরাজ। খুন রাজা বাহাদুর করেনি।

জিন্নৎ। তবে?

সিরাজ। খুন করেছে গোরা।

জিন্নৎ। গোরা! বাবা, এ তুমি বলছ কি? এই কথা বলবে তুমি?

সিরাজ। কেন বলব না?

জিন্নৎ। তারই পুরস্কার এই সাত হাজার টাকা! [নোটের খলে আছড়াইয়া পায়ে মাড়াইল] টাকা কি এতই বড় বাবা? কত টাকা তোমার জামাইয়ের পায়ে গড়াগড়ি গেছে বাবা, সে ফিরেও তাকাননি। এই রাজা বাহাদুর আর একবার খুনের মামলায় তাকে দশ হাজার টাকা দিয়ে মিথ্যে সাক্ষী দিতে বলেছিল, সে গ্রাহ্যও করেনি। তুমি তারই স্বস্তির, কবরের ডাক এসেছে তোমার, —টাকা খেয়ে মিথ্যে সাক্ষী দেবে? ধম্ম কি রসাতলে গেল?

সিরাজ। মেলা বকিসনি। ধম্ম! ধম্ম করে তোমার খসম তোকে গথে বসিয়ে গেছে। টাকা না থাকলে ধম্ম এসে মুখে দানাপানি তুলে দেয় না। [টাকার খলে তুলিয়া লইল]

জিন্নং । মিথ্যে সাক্ষী তুমি দেবেই।

সিরাজ । দিয়ে বসে আছি। আমি খানার চললুম।

জিন্নং । যেও না বাবা। কার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে তুমি ?
বিপদের দিনে সে-ই যে তোমায় বুক পেতে দিয়েছে ? এতখানি
উপকার যে তোমার জাত ভাইয়েরাও করেনি।

সিরাজ । উবগার করেছে শালা !

জিন্নং । বাবা !

সিরাজ । ওঃ—অমনি চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এল ! তোর
মরণ হয়নি কেন নজ্জার মেয়ে ? বাইরে গিয়ে শুনে আয়, কি সব
বলছে ওরা ? কদম আলিকে তোর পছন্দ হলনা, পছন্দ হল এই
হেঁতু ব্যাটাকে !

জিন্নং । আর বলো না বাবা, আর বলো না। এ আর আমি
সহিতে পাচ্ছি না। সে যে আমার ভাই বাবা, সে যে আমার
ধর্মের ভাই। [সিরাজের পায়ে আছড়াইয়া পড়িল]

সিরাজ । তোর ধর্মের ভাই চিতায় উঠুক, আর তুই যা কবর-
খানায়।

[লাবি মারিয়া প্রস্থান।]

জিন্নং । ওঃ—খোদা, এই তোমার সৃষ্টি !

সাধারণ বেশে বিষ্ণুপ্রিয়া প্রবেশ।

বিষ্ণুপ্রিয়া । তোমার বাবা কোথায় জিন্নং ?

জিন্নং । একি ! রাগীমা ! আপনাকে দেখলে যে চেনা যায়
না। বাবার কাছে এসেছেন ? বাবা ত বেরিয়ে গেছে। কি বলতে
হবে, আমাকে বলুন।

বিষ্ণুপ্রিয়া । আমার কথা রাখবে মা ? তুমি তোমার বাবাকে বুঝিয়ে বললেই হবে । সেদিন তুমি স্বামীকে হারিয়েছ । বৈধব্যের জ্বালা তুমি ত জান মা ।

জিন্নৎ । জানি রাণিমা ।

বিষ্ণুপ্রিয়া । যে জ্বালায় তুমি জ্বলছ, সে জ্বালা তোমরা আমাকে দিও না । রাজাকে তোমরা রক্ষা কর ।

জিন্নৎ । আপনিও কি চান, বাবা আদালতে দাঁড়িয়ে বলুক যে তার ছেলেকে রাজা বাহাদুর খুন করেনি, খুন করেছে গোরা ?

বিষ্ণুপ্রিয়া । না না না,—তার চেয়ে রাজারই বরং ফাঁসী হক ।

জিন্নৎ । তবে আপনি কি চান রাণিমা ?

বিষ্ণুপ্রিয়া । আমি জানি না মা ; অতশত আমি বুঝি না । তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে, দেখ যদি কোন উপায় থাকে,—যাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে ।

জিন্নৎ । তাই হবে রাণিমা । রাজা বাহাদুর আমাদের উপর যত অত্যাচার করেছে, তার প্রায়শ্চিত্ত করেছেন আপনি আর আপনার মেয়ে । আমি বেইমান নই রাণিমা । আপনাদের উপকারের প্রতিদান আমি দেব ।

বিষ্ণুপ্রিয়া । উপকারের কথা তুলো না মা । আমরা রাজার অপরাধের প্রায়শ্চিত্তই শুধু করেছি, তার বেশী কিছু করিনি । আমি কথা দিচ্ছি, তোমাদের যার যা গেছে, সব আমরা পূরণ করে দেব । এলোকেশী আর মালিনীর চর ভাসিয়ে নেবে না, মানুষ আর কুকুর বেড়ালের মত মরবে না, চাষী, তাঁতী, কামার কুমোর সবাই মানুষের মত বাঁচবে ।

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।]

প্রাচীন

জিন্নঃ। তুমিই দিয়েছ আমাদের মাহুঘের মর্যাদা, তুমিই
বুঝিয়েছ যে ছনিয়ার মধুচক্রের আমরাও সমান অংশীদার। তোমাকে
আমরা মরতে দেব না। তুমি দীর্ঘজীবী হও, বরাভয় হাতে মুমূর্ষুর
শিররে তুমি দেবতার মত বিরাজ কর। একি! কবরের মুখ খুললে
কে? কেন তুমি চোখ মেলে চাইছ? ব্রহ্মোণ্ড, ওগো ঘুমিয়ে থাক।
আমি তোমার, শুধু তোমারই।

বিনোদের প্রবেশ।

বিনোদ। এই ছেমরি, তোর বাপের রকমটা কি? হালা চুড়ামনি
আর চণ্ডীপালের লগে কি এত পরামর্শ—জ্যা? মাদলা ফাসানোর
চক্র, না? বেশী তেরিবেরি করলে তোর বাপেরে আমি ফিলাইয়া
সিধা করুম।

জিন্নঃ। কে, বিনোদ? বাবার কথা বলছ? না না, কোন
ভয় নেই।

বিনোদ। বর আমি কোন হালারে করি না। বতঙ্গণ আমার
কিলের জোর আছে, ততঙ্গণ আমি রাজা।

জিন্নঃ। বিনোদ ভাই, —

বিনোদ। কও।

জিন্নঃ। তোমার কাছে ত সব সময় যন্ত্র থাকে। যন্ত্রটা আমাকে
একবার দেবে ভাই?

বিনোদ। হং, দিখুনা ক্যান? তোরে যন্ত্র দেই, আর তুই
হালা আমারে খুন কর।

জিন্নঃ। না বিনোদ, তুমি যে গোরাদার ভাই, আমারও ভাই।
আমি ওই কালো সাহেবটাকে ভয় দেখাব। সে আমার হাত ধরতে
চায়।

জীবন

[চতুর্থ অঙ্ক ।

বিনোদ । ওই বিহ্বাৎ পোরাকপাইল্যা ? হালারে আমি খাইছি ।

জিন্নৎ । না না না, খুন খরাপি করো না ভাই ।

বিনোদ । করুম না ? হালারা গোরাদারে ফাসাইবার চার ?
গুলিশে গোরাদারে হাতকরা দিয়া খানায় লইয়া গেছে ।

জিন্নৎ । কখন ?

বিনোদ । এই ত এক ঘণ্টা আগে । আমি রাজবাড়ী জালাইয়া
দিমু, চুরামণির ছেরাদ করুম, চণ্ডীপালের মাথাটা ছিকুম ।

জিন্নৎ । বস্ত্র দাও বিনোদ, বস্ত্র দাও ।

বিনোদ । এই নে ধর, আমিও চল্লাম রাজবারী । কিলাইয়া
সিধা করুম ।

[প্রস্থান ।

জিন্নৎ । হাজার হাজার জিন্নৎ মরুক । তুমি বেঁচে থাক গোরা,
তুমি বেঁচে থাক । তোমাকে বাঁচতে হবে, আমাম মরা ছাড়া গতি
নেই । ঘুমোও স্বামি, ঘুমোও । আমি তোমার, আর কারও নই ।

[দ্রুত প্রস্থান ।

[নেপথ্যে গুলির শব্দ]

সিরাজ । [নেপথ্যে] আঃ—

তৃতীয় দৃশ্য

রাজবাড়ী।

রুগ্ন অগ্নিবরণের প্রবেশ।

অগ্নিবরণ। কই, আর ত পুলিশ আসছে না। পুলিশের বদলে কি মহাপ্রলয় এল? ও কিসের গর্জন? হাজার হাজার কামান কি একসঙ্গে গর্জে উঠছে? বাইরেও কি ঝড় বইছে, না শুধু অগ্নির বাড়ীতে?

গোবর্দ্ধনের প্রবেশ।

গোবর্দ্ধন। রাজা বাহাদুর,—

অগ্নিবরণ। ও কিসের শব্দ হল দেওয়ান?

গোবর্দ্ধন। ঝড়ে আটচালা উড়ে গেছে সরকার। এত চেঁচা করেও আমরা যা পারিনি, ঝড় এসে তাই করে দিয়েছে। চাষীরা সব ভ্যাড়ার পালের মত পালিয়ে যাচ্ছে। আজ আর ওদের কাউকে বাঁচতে হবে না।

অগ্নিবরণ। বাইরেও কি এমনি ঝড় হচ্ছে?

গোবর্দ্ধন। বাইরে আরও বেশী।

অগ্নিবরণ। ডাক ডাক, ওদের ডাক; এতগুলো লোক মরবে যে।

গোবর্দ্ধন। মরুক।

ভজন সিংয়ের প্রবেশ ।

ভজন । হাঁ হাঁ, এতনা আদমি সব মরিগে যাক, আউর আপনি একলা জিন্দা থাকুন। সে হোবে না দেওয়ানজি। হামি সব কই কো ফিন লিগে আসবে। কইকো বাং হামি না শুনবে।

গোবর্দ্ধন । হা যা, তো ব্যাটার রাজা বাদশার কথায় কি দরকার ?

ভজন । আরে রাখ দিজিয়ে দেওয়ানজি। সব আদমী কো হামি দেখে লিগেছে। রাজা ত গোবাবু, আউর কোন্ আছে ? তামাম মুলুকমে ওই একঠো মরদ আছে, আউর বিলকুল জোনানা।

গোবর্দ্ধন । ব্যাটার কথা শুনেছেন ?

অগ্রিবারণ । মিছে কথা ত বলেনি। তোমাদের সবার মর্দানিই ত দেখলাম। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা বেতন দিয়ে তোমাদের মত কতকগুলো ক্রীবকে বহাল না করে যদি ওই গুণ্ডাটাকে বহাল করতাম, তাহলে বোধ হয় আমার দেহটা এমন অকালে ভেঙ্গে পড়ত না।

ভজন । ফরমাইয়ে সরকার। হামি সব কইকো আভি ঘুমকে লিয়ে আসবে।

অগ্রিবারণ । তা ত আনবি। কিন্তু এনে রাখবি কোথায় ?

ভজন । কাঁহে ? ঠাকুর ঘর আছে, ঠাকুর দাগান ভি আছে।

গোবর্দ্ধন । ঠাকুর ঘরে এনে ঠাই দিবি ওই ছোটলোক ব্যাটারে ?

ভজন । কোন্ শালে ভদরলোক আছে, হামি সব জানে দেওয়ানজি। সিধুবাবু একঠো গছা, চুড়াশনি ঠাকুর একঠো কুস্তা, আউর আপনি একঠো উল্লুক আছে।

[প্রস্থান ।

গোবর্দ্ধন । অসভ্য দরোয়ানটা আপনার সামনে আমাকে অপমান করে গেল, আর আপনি কিছুই বললেন না ?

অগ্নিবরণ । সত্য কথা বললে যদি অপমান হয়, উপায় নেই ।

গোবর্দ্ধন । ছোটলোক ব্যাটারা চণ্ডীমণ্ডপে থাকবে ?

অগ্নিবরণ । না থেকে কি করবে ? মরবে ?

গোবর্দ্ধন । আমি ত এ অনাচার দেখতে পারব না সরকার ।

অগ্নিবরণ । দেখতে তোমায় হবে না । তোমার ষা পাওনা আছে, নিয়ে বিদেয় হও । সিদ্ধেশ্বরকেও সঙ্গে নিয়ে যাও ।

গোবর্দ্ধন । এ আপনি কি বলছেন হজুর ?

অগ্নিবরণ । তোমাদের হজুর যদি আমিই হতুম, তাহলে আর একজনের হকুমে তোমরা আমার নহবৎখানা পোড়াতে পারতে না । আগে যদি জানতুম, আদমকে না মেরে তোমাদেরই আমি ষমালয়ে পাঠাতুম ।

গোবর্দ্ধন । নারায়ণ, নারায়ণ ।

[প্রস্থান ।

অগ্নিবরণ । জানোয়ারের দল ।

বিদ্যুতের প্রবেশ ।

বিদ্যুৎ । আপনার মেয়ের কথা শুনেছেন রাজা বাহাদুর ? সে আমার সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেছে । আপনাকে বাঁচাবার জন্তে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করছি, আর আপনার মেয়ে আমাকেই পিস্তল দেখায় !

অগ্নিবরণ । মেয়েটা-ওই রকম । তুমি আর তার কাছে যেও না ।

বিদ্যুৎ । আমার ইচ্ছা হচ্ছিল, তার এ ঔদ্ধত্যের সমুচিত উত্তর দিই । বহু কষ্টে আমি আত্মসংবরণ করেছি ।

অগ্নিবরণ । তুমি মহাপুরুষ ।

বিদ্যাৎ । আশ্চর্য্যের বিষয়, আপনার চোখের উপর আপনার মেয়ে এমনি করে অধঃপাতে যেতে বসেছে, আর আপনি তার কোন প্রতিকারই করলেন না ।

অগ্নিবরণ । হুঁ ।

বিদ্যাৎ । আপনার নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়, অথচ আপনার মেয়েকে আপনি শাসন করতে পারেননি, এর চেয়ে হুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে ?

অগ্নিবরণ । কিছু না ।

বিদ্যাৎ । আপনি যখন অক্ষম, তখন আমাকেই এ ভার নিতে হবে ।

অগ্নিবরণ । আর তার প্রয়োজন হবে না ।

বিদ্যাৎ । আপনি বলেন কি ? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, গ্রামা ওই উচ্ছৃঙ্খল শুঙা গোরার দলে মিশেছে । নইলে আমার সঙ্গে ছর্ব্ব্যবহার করতে তার সাহস হয় ? শুছুন রাজা বাহাদুর । আমার ইচ্ছা, এই মাসেই আমাদের বিবাহ হয় । বিবাহের পর অন্ততঃ এক বছর আমি তাকে রতন গাঁয়ে আসতে দেব না ।

অগ্নিবরণ । রতন গাঁয়েই সে থাকবে, এবং চিরদিনই থাকবে ।

বিদ্যাৎ । আমার তাতে মত নেই ।

অগ্নিবরণ । তোমার মতামতে কিছুই যায় আসে না ।

বিদ্যাৎ । আমি যাকে বিবাহ করব, সে আমার মতে চলবে না ?

অগ্নিবরণ । বিবাহ 'করলে' অবশ্যই চলবে ।

বিদ্যাৎ । আপনার কথা আমার কিন্তু ভাল লাগছে না ।

অগ্নিবরণ । আর ভাল লাগবেও না ।

বিদ্যাৎ । আপনার মেয়েকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন, কেন সে আমার সঙ্গে ছর্ব্ব্যবহার করেছে ।

অগ্নিবরুণ। রাজা বাহাহরের মেয়ে যার তার কাছে কৈফিয়ৎ দেয় না। তার ভাল সে আমাদের চেয়ে বেশী বোঝে।

বিদ্যাৎ। তাই বলে সে আমাকে পিস্তল দেখাবে?

অগ্নিবরুণ। ^{আমি} আমার নহবৎখানা পোড়াতে কেঁ হুকুম দিয়েছিল?

বিদ্যাৎ। আমি তার কি জানি?

অগ্নিবরুণ। তুমিই ত জানবে।

বিদ্যাৎ। বলেন কি আপনি? আপনার নহবৎখানা পুড়ে গেলে আমার কি লাভ?

অগ্নিবরুণ। সে কথা আমার চেয়ে তুমি ভাল জান।

শ্রামার প্রবেশ।

শ্রামা। বাবা, এসব কি বাবা? আদমকে খুন করেছ তুমি, আর পুলিশ খুনী বলে গোরাদাকে বেঁধে নিয়ে গেল? বল বাবা, বল, গোরাদা খুনী?

বিদ্যাৎ। কেন তুমি চিৎকার কচ্ছ? চুপ্ কর, চারদিকে পুলিশের চর কাণ পেতে আছে।

শ্রামা। আছে ত আছে। তা বলে খুনের দায়ে গোরাদার ফাঁসী হবে।

চুড়ামণির প্রবেশ।

চুড়ামণি। এত পাপ কি বুঝা যেতে পারে মা? তার জন্তে ত্রিশ বছরের মায়ের পূজা বন্ধ হয়ে গেল, জাগ্রত দেবতার প্রতিমা বৃষ্টির জলে গলে গেল, দেবীর পূজাপ্রাঙ্গণে নহবৎখানায় অস্পৃক্ত চাষার সংসার পেতে বসল, এ মহাপাপের শাস্তি ইহলোকে ফাঁসী আর পরলোকে কুন্তীপাক নরক।

শ্রামা। কি করে এসেছেন আপনারা তাই বলুন।

চুড়ামণি। হেঃ হেঃ হেঃ। সব এই মাথা মা। তবে তাও বলি, বিহ্যৎ বাবাজী পাশে না থাকলে রাণীমাকে রাজী করানো আমার সাধ্য ছিল না।

অগ্নিবরণ। কি করে এ অসাধ্য সাধন করে এলে চুড়ামণি?

চুড়ামণি। দারোগাকে দিয়েছি দশ হাজার, আর সিরাজকে দিয়েছি বারো হাজার।

শ্রামা। কে দিলে এ টাকা?

বিহ্যৎ। রাণীমা দিয়েছেন।

শ্রামা। আপনি বুঝি মাকে পরামর্শ দিয়েছেন?

বিহ্যৎ। বুঝতেই ত পারছি।

চুড়ামণি। আর ভয় নেই রাজা বাহাদুর। পুলিশ আর আপনার ছায়াও মাড়াবে না। এক টিলে দুই পাখী মেরেছি। গোরার যদি ফাঁসী নাও হয়, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড যে হবে, তাতে কোন ভুল নেই।

শ্রামা। এ তুমি কি করলে বাবা? তোমার টাকা আছে, টাকার জোরে আদালতে চোখে কতবার তুমি ধুলো দিয়েছ। এতই যদি তোমার প্রাণের মমতা, সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে তুমি নিজেকে রক্ষা করতে পারতে না? তার জন্তে এমন একটা মানুষকে তুমি ফাঁসীকাঠে ঝোলাবে? তা হবে না বাবা, তা হবে না। তাঁকে আমি মরতে দেব না। তুমি বৈচে থাক,—তাঁকে রক্ষা করে আমিই তাঁর ফাঁসীর দড়ি গলায় পরব। [প্রস্থানোভোগ।

অগ্নিবরণ। শ্রামা! [কস্তার হাত ধরিলেন]

চুড়ামণি। হ্যাঁ হে বাবাজি, এসব কি ব্যাপার?

বিহ্যৎ। গোরা ফাঁসীকাঠে উঠুক কি আগুনে পুড়ে মরুক, তাতে তোমার কি? তুমি তার জন্তে কঁাদছ কেন?

অগ্নিবরুণ । ও তুমি বুঝবে না ।

বিহ্বাৎ । আমি এসব অত্যন্ত অপছন্দ করি ।

অগ্নিবরুণ । বাইরে গিয়ে অপছন্দ কর ।

চুড়ামণি । এসব আপনি কি বলছেন ? চাষা ব্যাটাাদের নাকি আপনি চণ্ডীমণ্ডপে ঠাই দিতে বলেছেন । আমি ত তাহলে ওই চণ্ডীমণ্ডপে পূজা করতে পারব না রাজা বাহাদুর ।

অগ্নিবরুণ । আর দরকার হবে না । আমার বাড়ীতে আর দেব পূজা হবে না । ভজন সিং,—

ভজন সিংয়ের প্রবেশ ।

ভজন । হজুর,—

অগ্নিবরুণ । প্যারেলালকে ডাক । হজুনে মিলে এই ছোটো কুকুরকে চাবুক মারতে মারতে গ্রামের সামান্য পার করে দিবে এস ।

বিহ্বাৎ । এসব আপনি—

চুড়ামণি । কি বলছেন ?

ভজন । চোলেন হজুর । বেণী বাঁচিৎ কোরলে ডাণ্ডার ঘামে ঠাণ্ডা করে দিবে ।

বিহ্বাৎ । আপনার মেয়েকে তাহলে আপনি—

অগ্নিবরুণ । শাকারভোজী দরিদ্রের সঙ্গে বিবাহ দেব, তবু তোমার মত লম্পটের সঙ্গে দেব না । বিলাতে গিয়ে আমার টাকার তুমি কাপ্তেনী করেছ, ব্যারিষ্টারি পরীক্ষাটাও দাওনি । এখানে এসেও তোমার চরিত্রের কোন পরিবর্তন হয়নি । তোমার মত বর্বর আমার মেয়ের খানসামা হতে পারে, স্বামী হতে পারে না ।

বিহ্বাৎ । স্বামী হতে যে পারত, সে ফাঁসীর দিন শুনছে ।

ভজন । আরে চলিবে না সাহেব । [থাক্কা দিতে দিতে লইয়া পেল ।

জ্ঞানবন

[চতুর্থ অঙ্ক ।

চুড়ামণি । এতদিনে আপদ বিদেয় হল । তুমি কিছু ভেবো না
মা, এ ব্যাটা তোমার উপযুক্ত নয় । আমি তোমার আশীর্বাদ—

শ্রামা । বেরিয়ে যান ।

চুড়ামণি । আশীর্বাদ করছি, তোমার যোগ্যবর—

শ্রামা । বেরিয়ে যান ।

চুড়ামণি । হেঃ হেঃ হেঃ ; মার আমার মাথার ঠিক নেই ।
আচ্ছা এখন তাহলে আসি । কাল আবার আসব । [প্রস্থান ।

শ্রামা । বাবা,—

অগ্নিবরণ । ভেবো না মা, সত্যের মৃত্যু নেহ । দেখ ত মা,
দেখ ত,—চণ্ডীমণ্ডপে কারা এল ? ধূপের গন্ধে দশদিক ভরে গেল !
মা বুঝি এল শ্রামা, মা বুঝি এল ।

শ্রামা । বাবা, তোমার মৃত্যু আমি চাইনে । তোমার টাকার
পাহাড় বারবার তোমাকে রক্ষে করেছে । খুন করে শাস্তি এড়ানোর
অনেক মন্ত্র তুমি জ্ঞান । এই নির্দোষ মানুষটাকে ফাঁসিয়ে তুমি
নিজে বাঁচতে চেয়ে না বাবা । তোমাকে শেষ কথা বলে যাচ্ছি,
গোরা যদি মরে, শ্রামা সহমরণে যাবে । [প্রস্থান ।

অগ্নিবরণ । অ্যা ! মেরেটা বলে কি ? গোরা যদি মরে—

বিনোদের প্রবেশ ।

বিনোদ । গোরা মরব না হজুর, মরছে ওই মাইরাডা, ওই আবাগীর
বেটা জিন্নৎ । ওর বাপে খুব খাইরা গোরাটারে ফাসানের চক্র
করছিল । জিন্নৎ উপকারীয়ে বাচানোর অস্ত্রে বাপেরে খুন করছে ।

অগ্নিবরণ । সেকি !

বিনোদ । তুমি হালা ভক্তলোক, নিজের পাপ গোরাটার ঘাড়ের
চাপাইবার চাও । আর ওই ছোটলোকের মাইরা উপকারীর অস্ত্রে

তৃতীয় দৃশ্য।]

প্রাচীন

বাগেয়ে খুন করল। তোমার বারীতে তারা ঝাটা লাগি খাইয়া
কর দিন বা থাকছে, তোমারেও বাচাইয়া গেল। পুলিশের কাছে
সে পষ্ট জোবানবন্দী দিল,—বাপ বাই ছই জনারেই সে খুন করছে।

অগ্নিবরণ। একথা জিন্নৎ বললে?

বিনোদ। আমি কিন্তু জিন্নৎ না ছজুর; আমি ঢাকার পোলা
শাখারী টোলার বিনোদ। ঢাকার জোরে তুমি হালা বারে বারে
খুন কইরা রেহাই পাইছ। জিন্নৎ তোমারে ক্যামা করছে। বাচ
তুমি, আমার আপত্য নাই, কিন্তু তোমার রাজ্য ছাইরা যাওয়ার
আগে আমি তোমারে জ্যাস্ত পোরাইয়া থুইয়া যামু। [পিচকারী
দিয়া অগ্নিবরণের মুখে এসিড নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান।

অগ্নিবরণ। উঃ—ভজ্ঞন সিং, পুলিশ পুলিশ! ধব্ ধব্, পালালো।
উঃ, জলে গেল, চোখমুখ জলে গেল! সব অন্ধকার!

[পড়িতে পড়িতে প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জেলহাজত।

জিন্নতের প্রবেশ।

জিন্নৎ। “বধির যবনিকা তুলিয়া লহ প্রভু,
দেখাও তব চির আলোক-লোক;
ওপারের সবি ভালো, সকলি সুখ আলো,
এ পারের সবি ব্যথা, আঁধার শোক।

[১৬৭]

মাঝে দুস্তর কঠিন অন্তর
শ্রান্ত পথিকেরে কহিছে সর সর,
তোরণ দ্বার দেশে আতুর দীন এসে
কিরে কি যাবে নিয়ে চির বিরোগ ?”
হৃদয়ের প্রবেশ ।

হৃদম । জিন্নৎ,—

জিন্নৎ । আমার প্রণাম গ্রহণ কর কবি । কত যত্ন করে
আমার স্বামী তোমাদের কবিতা আমার পড়িয়েছিল । কিছুই কোন
কাজে লাগল না । একজনের মৃত্যুতে জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল ।
এলোকেশীর তলায় সে ঘুমিয়ে আছে । ফাঁসীর পরে আমার দেহটা
কি এরা এলোকেশীর জলে ফেলে দিতে পারে না ? বুকের ভেতর
কে বসে আছে তুমি ? পালাও, পালাও ।

হৃদম । এ তুমি কি করলে জিন্নৎ ?

জিন্নৎ । কে ভাই তুমি আমার নাম ধরে ডাকছ ? তুমি কি
আমার চেন ? আমি ত আর কখনও তোমার দেখিনি ।

হৃদম । দেখেছ ; যেদিন এলোকেশীর জলে বান ডেকেছিল,
সেদিন যে তোমার হাত ধরেছিল, আমিই সেই হৃদম খাঁ । অনেক
চেষ্টা করে তোমার তদারকীর ভার আমি পেয়েছি । কেন তুমি
এ কাজ করলে ? কি করেছিল তোমার বাপ ভাই ? কেন তাদের
তুমি খুন করলে ?

জিন্নৎ । তুমি কি শোননি, গোরাকে আমি ভালবাসি ?

হৃদম । ভাল ত আমিও বাসি । তাতে হয়েছে কি ?

জিন্নৎ । বাপ ভাইয়ের তা সহ হল না । তারা তাকে খুন
করবার চক্রান্ত করেছিল । তাই আমি তাদের সরিয়ে দিয়েছি ।

হর্দম। একি তুমি সত্য বলছ?

জিন্নৎ। সত্য। তোমার রাগ হচ্ছে না? মুসলমানের মেরে আমি, হিন্দুর ছেলেকে ভালবেসেছি, এ কথা শুনেও তুমি আমার মুখের দিকে চাইতে পাচ্ছ?

হর্দম। সেদিন তোমার মুখ দেখে লোভ হয়েছিল, আজ ভক্তি হচ্ছে। তুমি জাননা, কাকে তুমি ভালবেসেছ। সে ভালবাসারই যোগ্য। জেলের হাজার হাজার কয়েদী তার নাম জপ করে। জেলের এই যে চেহারা দেখছ, এ চেহারা আগে ছিল না, এসব গোরাবাবুর কীর্তি।

জিন্নৎ। আমি তা জানি হর্দম ভাই। দেখা আর হবে না। তাকে আমার প্রণাম জানিও; আমি মরে গেলে, তার আগে নয়।

হর্দম। মরবার জন্তে কেন তুমি পাগল হয়ে উঠেছ জিন্নৎ? পরসী বার, মামলা তার। যা বলেছ বলেছ; আজ তুমি আদালতে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট বল যে খুন তুমি করনি, করেছে ওই সিধু চক্কোস্তি। তোমার টাকা নেই, কিন্তু আমার অনেক আছে, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি—যত টাকা লাগে, তোমার জন্তে তারা খরচা করবে। তুমি শুধু বলো যে এই ছোট জেলার ব্যাটা তোমার মেরে জবানবন্দী আদায় করেছে।

জিন্নৎ। তা হয় না হর্দম খাঁ। কি হবে বৈচে থেকে? আমার মত ছুর্ভাগিনীর মরারই ভাল। বাপ নেই, ভাই নেই, কেউ নেই; কে দেখবে আমাকে?

হর্দম। তুমি আমার ভাই বলেছ। আমার ত বোন নেই। তুমি আমার ঘরে আমার বোন হয়ে থাকতে পারবে না? ভয় কি তোমার? গোরাবাবুকে যে ভালবেসেছে, যমও তাকে খাতির করবে।

আর, যদি বিশ্বাস কর ত বলি, আমি বা ছিলাম, আজ আর তা নেই। গোরাবাবু আমার দফারফা করে রেখে গেছে।

জিন্নং। আলোর পরশ পেয়েছ যদি, আর অন্ধকারে ডুব দিও না। জেল থেকে ফিরে গিয়ে তার নির্দেশ মত চলো। সে হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, একটা জলজ্যান্ত মানুষ।

হর্দম। দেখবে জিন্নং? ডাকব?

জিন্নং। অ্যা, কাকে ডাকবে?

হর্দম। গোরাবাবুকে।

জিন্নং। কোথায় সে?

হর্দম। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তোমার হুকুম না পেলে আসবে না।

জিন্নং। এসেছে? যাবার আগে দেখা হবে? না—না—না—না, ফিরে যেতে বল, ফিরে যেতে বল। আমার মস্ত ভুলিয়ে দেবে। সে মুখে বড় মারা! সে গোথের দিকে চেয়ে কেউ তার আদেশ অমান্য করতে পারে না। সে মুখের কথা শুনলে আর মরতে ইচ্ছে করে না। হর্দম ভাই, তুমি তাকে বল গিয়ে, আমি তাকে ঘৃণা করি। যাও ভাই যাও, অনেক চেষ্টায় আমি বুক বেঁধেছি; সে এসে সামনে দাঁড়ালে বাঁধ ভেঙ্গে যাবে।

হর্দম। যাতে ভাঙ্গে, তাই আমি দেখছি। তুমি আমার কথা শুনলে না, দেখি তার কথা কেমন করে পারে ঠেল? [প্রস্থান।

জিন্নং। খোদা, বুকে বল দাও।

গোরার প্রবেশ।

গোরা। এ তুমি কি করলে জিন্নং?

জিন্নৎ। আঃ—কেন এলে তুমি ? যাও যাও, চলে যাও। মরার আগে হিন্দুর মুখ আমি যত কম দেখতে পাই, ততই আমার শাস্তি।

গোরা। এ তুমি কি বলছ ? হিন্দুর মুখ দেখলে তোমারও স্বপ্না হয় জিন্নৎ ?

জিন্নৎ। কেন হবে না ? তোমরা রাজা, তোমরা দেওয়ান, তোমরাই জজ ম্যাজিস্ট্রেট,—তোমাদের রথের চাকা চিরদিনই আমাদের বুকের উপর দিয়ে চলে গেছে। আজও তার বিরাম নেই। তোমারই মত একজন হিন্দু আমাদের ঘরচাড়া করেছে। তুমি চক্রান্ত করে তারই ঘরে আমাদের আশ্রয় দিয়েছিলে, তারই ফলে আমার ভাই মরেছে।

গোরা। আমি তোমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছি ? এই কি তোমার বিশ্বাস ? তোমাকে গুণ্ডার হাত থেকে আমিই কি রক্ষা করিনি ?

জিন্নৎ। সে তোমার ছলনা।

গোরা। নিজের জীবন তুচ্ছ করে আমিই কি তোমাদের জোর করে রাজবাড়ীতে নিয়ে আসিনি ?

জিন্নৎ। সে তোমার অভিনয়।

গোরা। তোমাদের জন্তে আমি ত সেদিনও জেল খেটে এসেছি জিন্নৎ।

জিন্নৎ। এ সবই বড়বক্তা।

গোরা। বা-ই তুমি মনে কর বোন, আমার তাতে কিছুই বাক আসে না। আমি যা করছি, চিরদিনই তা করব ; প্রতিদান চাইব না, কৃতজ্ঞতার আশা রাখব না। তোমার উপর রাগও আমি করিনি জিন্নৎ। শোকে দুঃখে তুমি জ্ঞান হারিয়েছ। তাই বুঝতে পাচ্ছ না, কে বন্ধু আর কে শত্রু।

জিন্নৎ। বান আপনি বেরিয়ে বান। হিন্দু আপনি, মুসলমানীর সঙ্গে কি কথা আপনার ?

গোরা। কথা শোন জিন্নৎ। এমনি করে তুমি আত্মহত্যা করো না। তোমাকে রক্ষা করার জন্তে আমি একজন ভাল উকীল বহাল করেছি। আজ রাত্রেই তিনি তোমার সঙ্গে দেখা করবেন।

জিন্নৎ। না না, আমার উকীলের দরকার নেই।

গোরা। কেন তুমি মরতে চাও জিন্নৎ? সংসারে তোমার অনেক কাজ আছে। আমি এই অভাগা নিরক্ষর চাষীদের জন্তে একটা পাঠশালা তৈরী করব, তুমি হবে তার শিক্ষয়িত্রী। অশিক্ষার পক্ষে আকর্ষণ ডুবে থেকে যারা নিজেদের ভাল বোঝে না, যারা পড়ে পড়ে মার খায়—তবু আর্জনাদ করে না, হাত তোলে না, তুমি তাদের ভার নেবে—এ যে আমার অনেক দিনের কল্পনা। তুমি আত্মহত্যা করো না, তোমায় বাঁচতে হবে জিন্নৎ। (২)

জিন্নৎ। কেন বাঁচতে হবে? আপনার জন্তে, নয়? আমার মুখখানা বুঝি সুন্দর?

গোরা। জিন্নৎ! ছি ছি ছি, এ তুমি কি বলছ? আমি যে তোমাকে বোন ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারিনি। যাক্ যাক্ আমি কিছু মনে করিনি দিদি। তোমার মাথা ঠিক নেই, না থাকবারই কথা। আর তুমি আমার কখনও দেখতে পাবে না। দূর থেকে আমি তোমার মঙ্গল কামনা করব। তুমি মরো না জিন্নৎ, তোমার একটুখানি উপকার আমার করতে দাও। নিজেকে রক্ষা করে তুমি ওই অভাগা চাষীদের রক্ষা কর। [প্রস্থান।

জিন্নৎ। তুমি আমার পরম বান্ধব, তুমি আমার সব চেয়ে বড় শত্রু। তুমি দীর্ঘদিন বেঁচে থাক,—তোমার জন্তেই আমি প্রাণ দিচ্ছি, একথা আমি ছাড়া আর কেউ জানবে না। হে মহাপুরুষ, যাবার আগে তোমার উদ্দেশ্যে শেষ নমস্কার করে যাই। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজবাড়ী।

অগ্নিবরণের প্রবেশ ; তাঁহার চোখে কালো চশমা,

তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ।

অগ্নিবরণ। কে ডাকছে? কে শব্দঘণ্টা বাজাচ্ছে? এমন গন্ধ কোথা থেকে ভেসে আসছে? এমন বাধন হারা আনন্দের ঢেউ কে বহিয়ে দিলে? মা কি এল? আমার মা কি এল?

গীতকণ্ঠে কবির প্রবেশ।

কবি।

গীত।

মা এসেছে ঘরে, ওরে মা এসেছে ঘরে,
দেখ গে মা তোর দেবালয়ে বসে আছে আলো করে।

এত বছর ঢাকে ঢোলে যার করেছিস পূজা,

খড় মাটির সে পুতুল ওরে নয়ক দশভুজা ;

জীবের সেবায় শিব এল রে,

বরণ করে নে রে ঘরে,

মনের চোখে দেখ চাহি ভাই, হাসিতে মা'র মুক্তা ঝরে।

[প্রস্থান।

অগ্নিবরণ। এত ধূপের গন্ধ কোথা থেকে আসছে?

বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ।

বিষ্ণুপ্রিয়া। রাজা,—

অগ্নিবরণ। কে, রাণী? অনেকক্ষণ দেখিনি যে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। ছাদের উপর দাড়িয়েছিলুম রাজা। জিন্নৎকে ওরা নিয়ে গেল। যাবার সময় রাজবাড়ীর দিকে চেয়ে নমস্কার করে গেল।

অগ্নিবরণ। শেষ হয়ে গেল? আমি কবে যাব? দেখ ত রাণি, ধূপের গন্ধ কোথা থেকে আসছে?

বিষ্ণুপ্ৰিয়া । মা এসেছে রাজা ।

অগ্নিবরুণ । মা এসেছে ? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার মনের মধ্যে তাঁর আগমনী গান বেজে উঠেছে । আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি তার পায়ের শিজিনী, তার দশ ভুজে দশ প্রহরণের স্বাক্ষর দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে । কোথায় মা ? কোথায় মা ?

বিষ্ণুপ্ৰিয়া । মা তোমার চণ্ডীমণ্ডপে বসে আছে রাজা । যাদের তুমি মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনে দেবালয়ে আশ্রয় দিয়েছ, তাদেরই মাঝখানে মা বসে আছেন ।

অগ্নিবরুণ । আমি যে অন্ধ, কেমন করে মাকে দেখব ?

বিষ্ণুপ্ৰিয়া । চোখ দিয়ে আর দেখতে পাবে না, মন দিয়ে দেখ । [প্রস্থান ।

অগ্নিবরুণ । “বা দেবি সৰ্বভূতেষু দৃষ্টিক্রপেন সংস্থিতা,
নমস্তস্তৈ নমস্তস্তৈ নমস্তস্তৈ নমো নমঃ ।”

শ্রামার প্রবেশ ।

শ্রামা । বাবা,—

অগ্নিবরুণ । কে ? শ্রামা ? গলাটা ধরা কেন মা ? কাঁদছিস্ ? না না, কাঁদিসনি । অনেক দিন ত পৃথিবীর সৌন্দর্য দেখলাম, এবার তোর চোখ দিয়ে দেখব ।

শ্রামা । জিন্নতের ফাঁসী হয়ে গেল বাবা ।

বিষ্ণুপ্ৰিয়া । হয়ে গেছে ?

অগ্নিবরুণ । রাখতে পারলি না ? রাজকোষ ত খুলে দিয়েছিলাম, গোরা ত অনেক চেষ্টাও করেছিল ।

শ্রামা । মাহুকের যা সাধ্য, তার কিছুই তিনি বাকী রাখেননি । তবু তাকে রাখা গেল না । কি যে তার দুর্জয় পণ, কেউ তা

ভালতে পারলে না। ফাঁসীর মধ্যে উঠে একবার শুধু গোরাদার নাম করলে, ছুচোখে শ্রাবণের ধারা বইল। তারপর ফাঁসীর দড়ি নিজের হাতে গলায় পরিয়ে দিলে। একটু জমি দেবে বাবা তার কবরের জন্তে ? বিষ্ণুপ্রিয়া। নিশ্চয়ই দেব।

অগ্নিবরণ। তোর। যে আমার বলতে দিলি না। আমি ত কবুল করতেই চেয়েছিলাম।

শ্রামা। তাতে কোন ফল হত না। বাপকে খুন করার জন্তে শাস্তি তার নিশ্চয়ই হত।

অগ্নিবরণ। কেন সে তার বাপকে খুন করলে জানিস ?

গোরার প্রবেশ।

গোরা। আমি জানি রাজাবাহাদুর। আমার উপর আদমের খুনের দায় চাপিয়ে দেবার জন্তে আপনারা টাকা দিয়ে সিরাজকে হাত করেছিলেন। হিন্দু আপনারা, হিন্দুর উপর যে অবিচার করতে চেয়েছিলেন, মুসলমানের মেয়ের তা বরদাস্ত হয়নি। উপকারীকে রক্ষা করবার জন্তে সে তার বাপকে খুন করেছে। কথাটা আগে সে কাউকে জানতে দেয়নি রাজা বাহাদুর। আজ জয়দেব এসে আমার এই পুঁটলিটা দিয়ে গেছে।

শ্রামা। কিসের পুঁটলি, কি আছে এর মধ্যে ?

গোরা। আমার নামে একখানা চিঠি, আর সিরাজের ঘুঘের সাত হাজার টাকা। এই নিন রাজা বাহাদুর। আমি চললুম, আজ থেকে আপনি নিরুপেক্ষ।

বিষ্ণুপ্রিয়া। বসো বাবা বসো। তুমি হুঃখ করো না। তুমি ত তাকে মারনি, মেরেছি আমি।

অগ্নিবরণ। গোরা,—

গোরা। জিন্স আমার বাহ ভেঙ্গে দিয়েছে। সে আমার বন্ধুর
জী, আমার কুড়িয়ে পাওয়া বোন। আমিই তার মৃত্যুর কারণ। এ
বেদনা আমি সহ্যে পারছি না। আমি যাই। [প্রস্থানোত্তোগ।

বিকুঞ্জিয়া। ওরে ও শ্রামা,—

শ্রামা। [পথরোধ] গরীব চাষীদের ফেলে কোথায় যাবে তুমি ?
কে দেখবে ওই হতভাগাদের ?

গোরা। তুমি রইলে, ওদের দেখো।

অগ্নিবরণ। তুমি যেও না গোরা। তুমি যা চেয়েছিলে, তার
চেয়ে তোমার আমি অনেক বেশী দেব। তোমাকে অদ্যে আজ
আমার কিছুই নেই। বল তুমি কি চাও।

শঙ্করীর প্রবেশ।

শঙ্করী। ও কি চাইবে রাজা বাহাদুর ? হতভাগা ছেলে শুধু
দিতেই জানে, চাইতে জানে না। চাইবে ওর মা। রাজা বাহাদুর,
আপনার মেয়েটিকে আমার দিন।

অগ্নিবরণ। তুমি সিদ্ধেশ্বরের দ্রী বুঝি ? নাও বোন; তোমাকে
দিলাম পুত্রবধু, আর তোমার ছেলেকে দিলাম আমার যা আছে
সব। এস তোমরা কাছে এস। [দুই হাতে দুই জনকে ধরিলেন]
মরে গেছে অগ্নিবরণ রায়, ফুরিয়ে গেছে অত্যাচারী রাজা
পুরাতনের আশানের উপর আজ নূতনের অভিষেক হক। রতন
মাকে তোমরা ফলে ফুলে সোরভে গোরবে ভরিয়ে তোল। শিবমন্ত

[গোরা ও শ্রামার হাত মিলাইয়া দিলেন। উভয়ে অগ্নিবরণ
বিকুঞ্জিয়া ও শঙ্করীকে প্রণাম করিল, নেপথ্যে শঙ্ক বাজিল।]

যবনিকা

